উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং 'ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Commerce (Honours) (Commerce) NCO

Course Type : হিসাব নিকাশকরণ তত্ত্ব

Course Code : 6CC-CO-03

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি ও জাতীয় শিক্ষানীতি (2020) অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission & NEP-2020.

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Commerce (Honours) (Commerce) NCO

Course Type :হিসাব নিকাশকরণ তত্ত্ব

Course Code : 6CC-CO-03

: বিষয় সমিতি :

সদস্য সমিতি

ড. অনির্বাণ ঘোষ
Professor of Commerce
NSOU (Chairperson)

ড. সজল কুমার মাইতি
Professor of Commerce (PG Dept.)
Goenka College of Commerce and Business Administration

সি. এ. শুভায়ন বসু
Associate Professor (Former)

ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র
Associate Professor, NSOU

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce,
NSOU

ড. চিত্তরঞ্জন সরকার
Professor of Commerce
NSOU

ড. আশিষ কুমার সানা
Professor of Commerce
University of Calcutta

ড. সুদর্শন রায়
Professor of Professor
NSOU

রচনা

একক ১-২ : ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র
Associate Professor, NSOU

একক ৩-৫ : ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce, NSOU

একক ৬-৮ : ড. সুদর্শন রায়
Assistant Professor, NSOU

একক ৯-১০ : ড. চিত্তরঞ্জন সরকার
Professor of Commerce, NSOU

সম্পাদনা

ড. অনির্বাণ ঘোষ
Professor of Commerce, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র

নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

Netaji Subhas Open University

UG Commerce
NCO

Course : হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব
Course Code : 6CC-CO-03

পর্যায় – 1

একক-1: হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব [Accounting Theory] 7

একক-2 : হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ ও কাঠামো (Classification and Structure of Accounting Theory) 27

একক-3 : মূলধন [Capital] 43

একক-4 : আয় [Income] 51

একক-5 : রেভিনিউ এবং খরচ [Revenue and Expenses] 61

পর্যায় – 2

একক-6 : লাভ ও ক্ষতি [Profit & Loss] 72

একক-7 : সম্পদ ও দায় [Assets & Liabilities] 78

একক-8 : অবচয় নীতি ও বিশ্লেষণ [Depreciation] 90

একক-9 : মূল্যস্তর ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা[Accounting for Price Level Changes] 99

একক-10 : হিসাবব্যবস্থার সমসাময়িক বিষয়গুলি [Contemporary Issues in Accounting] 110

একক-1 : হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব [Accounting Theory]

গঠন

1.0 উদ্দেশ্য

1.1 প্রস্তাবনা

1.2 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের ধারণা

1.3 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের সংজ্ঞা

1.4 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের উদ্দেশ্য

1.5 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা

1.6 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা

1.7 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব এবং হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনের সম্পর্ক

1.8 হিসাবনিকাশকরণ মৌলিক নীতিসমূহ

- **1.8.1** সত্তা—সংক্রান্ত মৌলিক নীতি
- **1.8.2** চলমান প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতার মৌলিক নীতি
- **1.8.3** অর্থমূল্য সংক্রান্ত মৌলিক নীতি
- **1.8.4** সময়কালের মৌলিক নীতি

1.9 হিসাবনিকাশকরণে ধারণাসমূহ

- **1.9.1** প্রাপ্য প্রদেয় ধারণা
- **1.9.2** ধারাবাহিকতা ধারণা
- **1.9.3** বাস্তবতার ধারণা
- **1.9.4** রক্ষণশীলতার ধারণা
- **1.9.5** ব্যয় ধারণা
- **1.9.6** মিলনায়নের ধারণা
- **1.9.7** রেভোনিউ অর্নলের সময় চিহ্নিতকরণ
- **1.9.8** প্রকাশকরণ ধারণা
- **1.9.9** দ্বৈতবিষয়ের ধারণা

1.10 হিসাবনিকাশকরণের নীতি

1.11 হিসাবনিকাশকরণের পরিমাপ

1.11.1 হিসাবনিকাশকরণে পরিমাপের গুরুত্ব

1.11.2 হিসাবনিকাশকরণে পরিমত্রোপর ধরন

1.12 হিসাবনিকাশকরণ মান-ধারণা

1.12.1 হিসাবনিকাশকরণ মান কী

1.12.2 হিসাবনিকাশকরণ মানের উদ্দেশ্য

1.13 সারাংশ

1.14 প্রশ্নাবলী

1.0 উদ্দেশ্য

হিসাববিদ্যা এক ধরনের বাস্তব সমস্যা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। এই জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন যথাযথ তত্ত্ব। এখানে তত্ত্ব বলতে বোঝার কোনো বিষয়, ঘটনা বা কার্যাবলীর অন্তর্নিহিত র্ককারণ সম্পর্কিত ধারণা ধঅনুমাান্তন সফল যা বারবার পরীক্ষার পরন্তু সর্বজনগ্রাহ্য হয় এবং যেগুলি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী কেন করা হয়, সে বিষয়ে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। এই কেকের উদ্দেশ্য হল হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের সংজ্ঞা, উদ্দেস্য, প্রাসঙ্গিকতা, গুরুত্ব ও বূমিকা, তত্ত্ব ও অনুশীলনের সম্পর্ক, হিমাবনিকাশকরণের মৌলিক নীতি সমূহ, ধারণাসমূহ, নীতি ও পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

1.1 প্রস্তাবনা

হিসাবনিকাশকরণের উদ্দেশ্য হল কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যকলাবস্ত্র সংক্রান্ত সুশৃঙ্খলবাবে লিপিবদ্ধ করা যার ফলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্টকহোল্ডারগণ তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। হিসাবনিকাশকরণ, তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। এইসব তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতার উপর যথাযথভাবে হিসাবরক্ষণ সম্ভব হয়। এইসব বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক দারণা পাওয়ার জন্য এই এককে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব সম্পর্কে দারণা পাওয়া যাবে।

1.2 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের ধারণা (Concept of Accounting thoery)

দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবে বহু ঘটনা ঘটে চলে এবং তার পেছনে একটি কারণ থাকবেই। যে ঘটনা ঘটছে তা বাস্তব আর ঐ ঘটনা ঘটার পেছনে যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে তা হল তত্ত্ব। তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির

উপর নির্ভর করে যা প্রমাণিত সত্য। সুতরাং সংশয়াতিতভাবে প্রমাণিত অনুমানকে তত্ত্ব বলা হয়। তত্ত্ব তৈরি হওয়ার পেছনে কাজ করে অনুমান, নীতি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যা থেকে অভীপ্সিত ফলপাওয়া যায়।

হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বও অনুমান, নীতি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন সংগঠিত হয়। এই সকল লেনদেন কী ভাবে লিপিবদ্ধ হবে, কী ভাবে আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব হল নীতি, অনুমান এবং পদ্ধতির একটি কাঠামো যা আর্থিক লেনদেনের লিপিবদ্ধকরণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এব প্রতিবেদনের ব্যাখ্যার পথপ্রদর্শকহিসাবে কাজ করে। এটি হিসাবনিকাশকরমের মান তৈরির (Developing accounting standards) ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করে এবং আর্থিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা (Consistency), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) এবং প্রাসঙ্গিতা (Relevance) নিশ্চিত করে।

1.3 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের সংজ্ঞা (Definition of Accounting Theory)

হিসাবরক্ষণের উদ্দেশ্য হল কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে লিপবিদ্ধ করা যার ফলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা (যেমন পরিচালমকগুলী, বিনিয়োগকারী, সরকার ইত্যাদি) তারা তাদের প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তাই হিসাবরক্ষকগণ কেন ঐসব তথ্য সরবরাহ করেন, কেনই বা তারা তাদের বর্তমান কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করেন, ঐসব কার্যপদ্ধতি অনুসরস্তুণ না করলে ক্ষতি কি, বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের কী করা উচিত যে সব বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ কাঠামেস্তনা প্রস্তুত করাকে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব বলে।

হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব হল আন্তঃসংযুক্ত নীতি (Inter-connected principles), অনুমানন এবং পদ্ধতির (Assuraption and Aethodologies) একটি সুসংহত ব্যবস্থা যা হিসাবরক্ষণের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতার (Nature, objectives and functioning of accounting) সংজ্ঞা নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে অধিক বিবরণীতে প্রাসঙ্গিতা, নির্ভরযোগ্যতা, তুলনামূলকতা এবং স্বচ্ছতা (Relevance, Reliability, Coluparability and Transfaency) নিশ্চিত করে। বিভিন্ন লেখক হিসাবনিকাশরণ তত্ত্বের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন নিচে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল:

উইলিয়াম প্যাটনের (William Paton) মতে, হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব হল হিসাব নীতির কাঠামো যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত এবং উপস্থাপনের জন্য নির্দেশিকা দেয় (Accounting theory is the structure of accounting princiles that provide guidelines for the preparation and presentation of financial statements)

এলডন জেনড্রিকসেন এবং মিথায়েল ব্রেডার (Eldon Hendriksen and Michael Breda) মতে বর্তমানে আর্থিক হিসাবনিকাশকরণের অনুশীলনের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতে এর ব্যাবহারিক প্রয়োগের

বিকাশের জন্য হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব একটি কাঠামো সরবরাহ করে, যার ফলে আর্থিক হিসাবনিকাশকরণ এবং আর্থিক প্রতিবেদনের উন্নয়ন ঘটে। (Accounting theory is concerned with improving financial accounting and reporting by providing a framework for evaluating current financial accounting practice and guiding the development of future practices)

1.4 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের উদ্দেশ্য (Objectives of Accounting theory)

হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের ুদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ:

i) **হিসাবনিকাশকরণ নীতির জন্য কাঠামো প্রদান** (Providing a Framework for Accounting Principles): হিসাবরক্ষণ অনুশীলন পরিচালনা (Guiding accounting practices) করার জন্য হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব মৌলিক নীতি এবং অনুমান সম্পর্কে ধারণা দেয়।

ii) **আর্থিক তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে** (Ensuring Relevance and Reliability of Financial Information): এর মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আর্থিক বিবরণী তৈরি সম্ভব হয় যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে আর্থিক তথ্য সঠিক, সম্পূর্ণ এবং বস্তুগত ভুল বিবৃতি থেকে মুক্ত।

iii) **তুলনা ও সামঞ্জস্য বৃদ্ধি করা** (Enhancing Comparability and Consistency): বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন সময়ে আর্থিক বিবরণীর তুলনা হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের মাধ্যমে সম্ভব। এর মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে ধারাবাহিক হিসাবনিকাশকরণ পদ্দতি অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করে, যার ফলে স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

iv) **হিসাবনিকাশকরণের মান উন্নয়নে সহায়তা করে** (Helping the Development of Accounting-traderds): সাধারণভাবে গৃহীত হিসাবনিকাশকরণের নীতি (Generally sccepted Accounting Principles) এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদনে মান (International Financial Reporting Standards) গঠনের ক্ষেত্রে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব সহায়তা করে।

v) **স্টেকহোল্ডারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা** (Assisting in Decision making for Stakeholders): হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, নিয়ন্ত্রক এবং ব্যবস্থাপকদের সহায়তা করে। এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা ও বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি মূল্যায়ণ করতে সক্ষন হন।

vi) **হিসারক্ষণের অনুশীরনের ব্যাখ্যা ও পূর্বাভাস দেওয়া** (Explaining and Prediction Accounting Practics): হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কেন কোনো নির্দিষ্ট হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রবণতার উপর ভিত্তি করে আর্থিক প্রতিবেদন কীভাবে আরও উন্নত হবে সেসম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়।

vii) **নৈতিক ও ন্যায্য আর্থিক প্রতিবেদনের প্রচার** (Promoting Ethical and Fair Financial

Reporting): আর্থিক প্রতিবেদনে যাতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা থাকে সে বিষয়ে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব সাহায্য করে। এর মাধ্যমে নৈতিক নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয় যার ফলে হিসাবরক্ষকগণ প্রতারণামূলক অনশীলনগুলি সম্বন্ধে জানতে পারে ও যেগুলি প্রতিরোধ করার কৌশল ও রপ্ত করেত সক্ষম হয়।

1.5 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Accounting theory)

হিসাবনিকাশরণ তত্ত্ব আর্থিক প্রতিবেদন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা নিচে আলোচনা করা হল:

i) **হিসাবনিকাশকরণের নীতি ও মানদণ্ডের ভিত্তি** (Basis for Accounting Principles and Standards): হিসানিকাশকরণ তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলির মধ্যে একটি হল হিসাবরক্ষণের নীতি ও মান প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা। এটি GAAP এবং IFRS এর কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে ধারণাগত ভিত্তি (conceptual foundation) তৈরিতে সহায়তা করেছে। আর্থিক প্রতিবেদনে যে পদ্ধতিগত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য তা মিশ্রিত করতে এই মানগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব ছাড়া সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি হিসাবরক্ষণের মানগুলির বিকাশ হবে অসঙ্গতিপূর্ণ।

iii) **আর্থিক বিবরণীর গুণগত মান বৃদ্ধি** (Enhoucing the Quality of Financial Reporting): আর্থিক বিবরণী নির্ভরযোগ্য, তুলনায় এবং প্রাসঙ্গিক কিনা তা হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব নিশ্চিত করে, ফলিত আর্থিক বিবরণী গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। এটি আর্থিক তথ্যের স্বীকৃতি, পরিমাপ এবং প্রতিবেদনের জন্য নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করে, যা কোনো সত্তার আর্থিক অবস্থান ও কর্মক্ষমতা কেমন সে সম্পর্কে সত্য এবং ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

iii) **স্টেকহোল্ডারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে** (Helps Stakeholders in Decision-marking): কোনো সংস্থার আর্থিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য আর্থিক প্রতিবেদন সাহায্য করে যা হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। আর্থিক তথ্য বোধগম্য এবং প্রয়োজনীয় এবং এর মাধ্যমে স্টেকহোল্টারগণ বিনিয়োগ, ঋণ সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে তারা তাদেরসিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন।

iv) **স্বচ্ছ্থা ও জবাবদিহিতার প্রচার** (Promolting transparency and Accountability): হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব আর্থিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে বলে। এর মাধ্যমে কাঠামোগত পদ্ধতি তৈরি হয় যা জালিয়াতি, কারসাজি এবং আর্থিক বুল বিবৃতির সম্ভাবনা কমাতে সাহায্য করে। হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হিসাবনিকাশকরণ নীতিগুলি মেনে চলতে উৎসাহিত করে, কোম্পানি প্রশাসনকে শক্তিশালী করে এবং এই শিক্ষা দেয় যে ব্যবসাগুলি যতে সততা ও দায়িত্বের সাথে কাজ করে।

v) **পরিবর্তিত কারবারি পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া** (Adapting to changing Business Environment): পরিবর্তিত ব্যবসায়িক পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে নেওয়া হল হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের আরেকটি অন্যতম দিক। কারবারের পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার সাথে সাথে হিসাবীনকাশকরণের তত্ত্বের সংশোধন ও আপটেড করতে হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে ন্যায়মূল্য হিসাবরক্ষণ (Fair value

accounting) এবং স্থায়িত্ব প্রতিবেদন (Sustainability reporting) হল পরিবর্তিত হিসাবনিকাশকরণের তত্ত্ব যা পরিবর্তিত কারবারকে মাথায় রেখে করা হয়েছে।

iv) **প্রথিতকরণ এবং তুলনা** (Standardisation and compare): দেশজুড়ে বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক বিবরণীর প্রথিতকরণ এবং তুলনা হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি ব্যবসাগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবনিকাশকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে যা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাহায্য করে কত সহজে আর্থিক কাজকর্মগুলির তুলনা করা সম্ভব।

vii) **তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্যে সেতুবদ্ধ হিসাবে কাজ করে** (Bridging the Gap Between Theory and Practice): হিসাবরক্ষণের যে প্রাসঙ্গিকতা আছে তা বোঝানোর জন্য গবেষক, শিক্ষাবিদন এবং প্র্যাকটিশিয়ারদের হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব বিশেষভাবে কাজ করে। ফলে তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে যে ফাঁক আছে তার মধ্যে সেতুবন্ধ হিসাবে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব অনুঘটকের কাজ করে। এটি হিসাবরক্ষকদের ব্যবহারিক আর্থিক সমস্যা সমাধানে তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োগ করতে সাহায্য করে।

viii) **তথ্য অসমতা এবং ঝুঁকি হ্রাস** (Reducing Information Asymmetry and Risk): হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব তথ্য অসমতা এবং আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর্থিক প্রতিবেদনগুলি কোনো সত্ত্বার আর্থিক স্বাস্থ্যকে যাতে সঠিকভাবে প্রকাশ করে তা নিশ্চিত করার জন্য হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের বূমিকা অনস্বীকার্য। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারী এবং ঋণতাদার মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি হ্রাস সম্ভব হয়।

1.6 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা (Importance and Role of Accounting Theory)

হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব আর্থিক তথ্য লিপিবদ্ধকরণ, বিশ্লেষণ ও সেগুলির ব্যাখ্যার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করে যা আর্থিক প্রতিবেদন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থায় হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। নিচে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা আলোচিত হল:

i) ধারণাগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা (Establishing a Conceptional Framework): বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা ও তার সাথে আর্থিক প্রতিবেদন কেমনভাবে প্রকাশ করতে হবে তার একটি স্ট্যান্ডার্ড কাঠামো হিসাবরক্ষণ তত্ত্বের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। এই কাঠামোটি IFRS এবং GAAP এর উপর দাঁড়িয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হল আর্থিক বিবরণীতে সামঞ্জস্য যাতে থাকে তা নিশ্চিত করা।

ii) **সিদ্ধান্তগ্রহণ ও আর্থিক বিশ্লেষণ বৃদ্ধি করা** (Enhancing Decision-making and Financial Analysis): যথাযথভাবে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত যাতে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারকগণ নিতে পারেন, হিসবনিকাশকরণ তত্ত্বের ভূমকা সেখানে অপরিসীম। আর্থিক বিবরণীতে সেই সব অর্থনৈতিক

বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা হয়ার সাহায্যে লাভ উপার্জনের ক্ষমতা, তরলত্ব এবং সচ্ছলতার বিশ্লেষণ সম্ভব। নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিবেদন ব্যবস্থাপকদের বাজেটে পরিকল্পিনা করতে, খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বিনিয়োগকে সর্বোত্তম করতে সাহায্য করে। এই সমস্ত বিষয় হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের উপর বহুলাংশেই নির্ভরসীল।

iii) **নিয়ন্ত্রণমূলক সম্মতি এবং নৈতিক মান নিশ্চিত করা** (Ensuring Regulatory Compliance and Ethical Standards): কোম্পানি আইন, SEBI প্রবিধান (SEBI Regulation) এবং ICAI র হিসাবনিকাশকরণ মানের সাথে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের সাযুজ্য আছে। যার ফরে একদিকে যেমন হিসাবনিকাশকরণের নৈতিকমান বজায় থাকে, তেমনি প্রতারণমূলক কার্যকলাপ এবং আর্থিক দুর্নীতি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

iv) **তুলনা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি** (Improving Comparability and Transparences): হিসাবরক্ষণের অনুশীলনকে (Practices) মানসম্মত করার ক্ষেত্রে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের অনেক ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন সময়ের আর্থিক বিবরণী তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে এটি স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা করে। স্বচ্ছ আর্থিক প্রতিবেদন বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরি করে এবং ব্যবসার ন্যায্য মূল্যায়নকে সহজতর করে।

v) **স্টেকহোডারদের মধ্যে যোগাযোগকে সহয়তা করে** (Supporting Stakeholders Communication) হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বদ্বারা পরিচালিত আর্থিক প্রতিবেদনগুলি নিবিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে কোন্তেনা সংস্থার আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। স্পষ্ট এবং মানসম্মত আর্থিক তথ্য ব্যবসা এবং তাদের স্টেহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করে।

vi) **পরিবর্তিত ব্যবসায়িক পরিবেশনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া** (Adapting to Changing Business Environments): ডিজিটাল লেনদেন, স্থায়িত্ব প্রতিবেদন (Sustainability Reporting) এবং ন্যায্যমূল্য পরিমাপের মতো নতুন বিষয়গুলি মনভাবে ব্যবসায়িক অনুশীলনের (Business Practices) মধ্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে, সেখানে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব বিভিন্ন হিসাবনিকাশরণ মানকে (Accounting Standard) তার মতো উপযুক্ত করে পরিবর্তন করতে সহায়তা করছে। এই গ্রহণযোগ্যতার ক্ষমতা নিশ্চিত করে যে আর্থিক প্রতিবেদনগুলি গতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও প্রাসঙ্গিক থাকে।

vii) **মানসম্মতকরণ এবং পেশাগত বিচারের ভারসাম্য রক্ষা করা** (Balancing Standardisation and Professional Judgement): যদিও হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব কাঠামোগত পরিকাঠামো (Structured framework) সরবরাহ করে, তা সত্ত্বেও কোনো বিষয়ের অনুমান ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনে পেশাদার বিচারকেও গুরুত্ব দেয়। এই নমনীয়তা নিশ্চিত করে যে আর্থিক প্রতিবেদনগুলি সঠিকভাবে ব্যবসার অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেয় এবং তার সাথে হিসাবরক্ষণের মান বজায় রাখতে সহায়তা করে।

1.7 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব এবং হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনের সম্পর্ক (Relation Between Accounting Theory and Accounting Practices)

হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব এবং হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলন গভীরভাবে সম্পর্কিত। হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব মৌলিক নীতি গঠন করে, অপরদিকে হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলন বাস্তব অবস্থায় তা প্রয়োগ করে, যা আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। নিচে এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক আলোচিত হল:

i) **হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব পথপ্রদর্শক কাঠামো হিসাবে কাজ করে** (Accounting Theory acts as a Guiding Framework): আর্থিক প্রতিবেদনে যাতে ধারাবাহিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা থাকে সেজন্য প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট দারণাগত কাঠামো অর্থাৎ GAAP, IFRS এবং IndAS অনুসরণ করতে হয়, যা হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। এর মাধ্যমে প্রাপ্য-প্রদেয় ভিত্তিক হিসাবনিকাশকরণ (Accrual Accounting) তুলনামূলকতা এবং বিচক্ষণতার মতো নীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে যা আর্থিক বিবরণী কাঠামো গঠনে সহায়তা করে।

ii) **তথ্যের প্রয়োগ হিসাবে হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলন** (Accounting Practice as an Application of Theory): হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলন সেই সব হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের নীতি অনুসরণ করে যার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা, কর এর পরিচালন হিসাববিদ্যা প্রস্তুত হয়। এই অনুশীলন নিয়মাবলী অনুসরণ করে সম্পাদিত হয় এবং ব্যবসাগুলিকে আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

iii) **হিসাবরক্ষণ তত্ত্ব ও অনুশীলনের ঐতিহাসিক বিবর্তন** (Historical Evolution of Accounting Theory and Practice): হিসাবনিকাশকরণ সাধারণ বুককিপিং এর পর্যায় থেকে জটিল আর্থিক প্রতিবেদন কিভাবে প্রস্তুত ও উপস্থাপন করা হয়, সেই কাঠামো প্রস্তুত করণে উপনীত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ব্যবসায়িক চাহিদা, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং আর্থিক সংকটের প্রতিক্রিয়ায় তত্ত্বগুলি বেড়ে ওঠে, যা আধুনিক হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনে প্রভাবিত করে।

iv) **হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনের উপর তত্ত্বের প্রভাব** (Influence of Accounting theory on Practice): হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব আর্থিক প্রতিবেদনের মান, নিয়ন্ত্রকের সম্মতি (Regulatory Compliance) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় কেম্পানি আইন ২০১৩ কোমপানির স্বচ্ছতা এবং পরিচালন পদ্ধতি কেমন হবে তা হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের নীতির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে।

v) **পেশাগত বিচারের ভূমিকা** (Role of Professional Judgement): তত্ত্ব নিয়ম প্রদান করে এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য বিচারের প্রয়োজন। হিসাবরক্ষকগণ নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে বাস্তবতা (Materiality), অবনতি (Impairment) এবং ন্যায্যমূল্যের মতো ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করেন।

vi) **স্টেকহোল্ডারগণের উপর প্রভাব** (Impact on Stakeholders): বিনিয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক এবং

ব্যবসাগুলি আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্মতি (Compliance) এবং কোম্পানি প্রশাসনের জন্য হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব এবং অনশীলনের উপর নির্ভর করে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন নিশ্চিত করে।

vii) **বিবর্তন তত্ত্বের সাথে অভিযোজন**)Adaptation to Evolving Theory): নতুন ধরনের আর্থিক প্রতিযোগিতা বা চ্যালেঞ্জ, যেমন ক্রিপ্টোকারেন্সি (Cryptocurrencies) এবং স্থায়িত্ব প্রতিবেদনের (Sustainability Reporting) মতো বিষয়ের জন্য হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন, যা হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলন এবং আর্থিক প্রতিবেদনকে আধুনিক রূপ দিতে সহায়তা করে।

viii) **বিশ্বব্যাপি সামঞ্জস্যতার প্রয়োজন** (Meed for Global Harmonisation): যদিও স্থানীয় বা বিভিন্ন দেশের নিজস্ব হিসাবনিকাশকরণ নিয়মগুলির প্রাধান্য থাকে, তা সত্ত্বেও IASB এবং FASB-এর প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল আর্থিক তুলনাযোগ্যতার জন্য বিশ্বব্যাপি হিসাবনিকাশকরণ মানকে একই ছাতার নিচে নিয়ে আসা।

1.8 হিসাবনিকাশকরণে মৌলিক নীতিসমূহ (Postulates in Accounting)

হিসাবনিকাশকরণে মৌলিক নীতিগুলি হল সেইসব মৌলিক অুমান বা গৃহীত সত্য যা হিসাবনিকাশকরণের তত্ত্ব এবং অনুশীলনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সেইসব মৌলিক নীতিগুলি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা মৌলিক ঠাঁমো প্রদান করে এবং যা হিসাবনিকাশকরণের নীতিসমূহ, নিয়ম এবং মানগুলির উন্নয়নে পথ দেখায়। এই অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতিগুলি ছাড়া হিসাবনিকাশকরণের সমগ্র কাঠামোতে অসঙ্গতি এবং অসামাঞ্জস্যতা দেখা দেবে।

হিসাবশাস্ত্রে যে সকল মৌলিকনীতি আছে সেগুলি হল নিম্নরূপ:

1.8.1 সত্তা-সংক্রান্ত মৌলিক নীতি (Entity Postulates)

এই ধারণা অনুযায়ী ব্যবসাকে তার মালিক বা মাকিদের থেকে পৃথক অনুমান করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসা বা কারবারকে একটি কাল্পনিক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। Yorston, Smyth & Brown-এর মতে, "যে ধারণায় কোনো কারবারকে এর মালিক, পরিচালক ও কর্মচারী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাকে সত্তা-সংক্রান্ত ধারণা বলে"।

(The business uit is distinct from proprietors, managers and employees... the proprietor is considered as being quitely distinct from the business entity.)

একটি উদাহরণের সাহায্যে সত্তার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক, Dutta Stores & Co.-র মালিক হলেন Subir Dutta। হিসাবনিকাশকরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'Dutta Stores & Co. এবং Subir Dutta-ক সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। Dutta Stores & Co.-র যাবতীয় লেনদেন Dutta Stores & Co.-র দৃষ্টিকোণ থেকে হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। ব্যবসায়ের যাবতীয় সম্পত্তির

মালিক Dutta Stores & Co. এবং ব্যবসায়ের যাবতীয় দায় মেটানোর প্রাথমিক দায়িত্ব Dutta Stores & Co.-র। অন্যান্য পাওনাদারের মতো 'Suir Dutta'-কে Dutta Stores & Co.-এর একজন পাওনাদার হিসাবে অনুমান করা যেতে পারে।

1.8.2 চলমান প্রতিষ্ঠানের বা ধারাবাহিকতার মৌলিক নীতি (Going Concern Postulats)

যে ধারণায় কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কাল অসীম ধরে নিয়ে তার বিভিন্ন লেনদেনের হিসাবনিকাশকরণ করা হয়, তাকে **চলমান প্রতিষ্ঠানের ধারণা** বলে।

চলমান প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা হিসাবে, International Accounting Standard-এ বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে কোনো কারবারি প্রতিষ্ঠানকে চলমান প্রতিষ্ঠান (Going concern) হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং ধরে নিতে হবে যে অদূর ভবিষ্যতে ওই প্রতি,ঠানের বিলোপসাধন হওয়ার বা তার কাজের পরিধির উল্লেখ্যযোগ্য হ্রাস ঘটানোর কোনো সম্ভাবনা বা অভিপ্রায় নেই।

[The enterprise is normally viewed as a going concern, that is, as continuing in operation for the forceable future. it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of its operation.

–Glossery of Terms, International Accounting Standards. 1999 (IASC)]

1.8.3 অর্থমূল্য-সংক্রান্ত মৌলিকনীতি (Money Measurement Postulates)

কোনো প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত ঘটনাগুলির বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিভিন্নরূপ। তাই ঘটনাগুলিকে তথ্যের আকারে প্রকাশ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট এককে তাদের পরিমাপ করা দরকার এবং অর্থকে এই পরিমাপের একক বলে ধরা হয়। সব ঘটনাই অর্থের এককে পরিমাপযোগ্য নয়। যেসব ঘটনাগুলি কেবল অর্থের এককে পরিমাপ করা যায়। সেই ঘটনাগুলিকে হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই বিশেষ প্রথাকে অর্থমূল্য সংক্রান্ত প্রথা বলে।

1.8.4 সময়কালের মৌলিকনীতি (Perisdicity Postulates)

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চলমান প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কালের কয়েকটি অধ্যায়ে বা ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক একটি অধ্যায় বা ভাগকে একটি **হিসাবকাল** (Accounting Period) ধরা হয়। হিসাবকাল বলতে একড্টি নির্দিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সময়কে বোঝায়, যার শেষে ওই সময়কালের মধ্যে সংগঠিত আর্থিক কাজকর্মের ফলাফল দেখিয়ে আয় বিবরণী (Income Statement) এবং ওই সময়কালের শেষ দিনে সম্পত্তি দায় ও মূলধনের পরিমাণ দেখিয়ে উদ্বর্তপত্র (Balance Sheet) তৈরি করা হয়। সাধতারণত 365 দিনের একটি সময়কালকেই একটি হিসাবকাল হিসাবে গণ্য করা হয়। অবশ্য প্রয়োজনে 6 মাস বা আরও কম সময়েবজন্যেও হিসাবকাল অনুমান করা যেতে পারে। এই প্রথার ফলে মোটামুটিভাবে কারবারের কালান্তিক ফলাফল ও

আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

1.9 হিসাবনিকাশকরণে ধারণাসমূহ (Concepts in Accounting)

হিসাবনিকাশকরণের ধারণাসমূহ হল মৌলিক নির্দেশিকা যা হিসাবনিকাশকরণ নীতি এবং অনুশীলনের ভিত্তি গঠন করে। এই ধারণাগুলি আর্থিক লেনদেনের লিপিবদ্ধকরণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার জন্য একটি মানসম্মত কাঠামো প্রদান করে, যার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা রক্ষা যায়। হিসাবনিকাশকরণ ধারণাগুলি এই বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে অর্থিক তথ্যগুলি একটি ন্যায্য এবং সঠিক পদ্ধতিতে উপসথাপিত হবে, যার ফলে বুলের সংখ্যা এবং ভুল ব্যাখ্যা হ্রাস পাবে। কখন এবং কীভাবে রেভেনিউ এবং খরচগুলি সনাক্ত করতে হবে, কীভাবে সম্পত্তি এবং দায়গুলি পমিাপ করতে হবে এবং আর্থিক বিবরণীতে কীভাবে সেগুলি প্রকাশ করতে হবে সে সম্পর্কিত নিয়ম হিসাবনিকাশকরণ ধারণাসমূহ প্রদান করে।

হিসাবনিকাশকরণে যে সকল ধারণাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি সম্পর্কে নিচে দারণা দেওয়া হল:

1.9.1 প্রাপ্য-প্রদেয় ধারণা (Accrual Concept)

হিসাবনিকাশকরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য-প্রদেয় ধারণায় বলা হয় যে সময়ে কোনো লেনদেন সংগঠিত হয়, সেই সময়ের নিরখে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যত পরিমাণ আয় ও ব্যয় হওয়ার কথা ছিল সেই সময়ে সংশ্লিষ্ট আয় ও ব্যয়কে হিসাববদ্ধ করতে হবে। একেই বলা হয় প্রাপ্য-প্রদেয় ভিত্তিতে হিসাবনিকাশকরণ।

1.9.2 সঙ্গতিপূর্ণ বা ধারাবাহিকতা ধারণা (Consistency Concept)

হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে একবার যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে সেই নীতিই ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হবে—এই হল ধারাবাহিকতা প্রথার মূল কথা। **আন্তর্জাতিক মান নির্ণায়ক কমিটির 1 নং মান (International Accounting Standard No. 1)** অনুসারে ধারাবাহিকতা প্রথা হিসাবনিকাশকরণ পদ্ধতি একটি মৌলিক অনুমান এবং এটি অনুমান করে নেওয়া হয় যে হিসাবনিকাশকরণের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে একই নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। হিসাবনিকাশকরণের নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদির ঘন ঘন পরিবর্তন আর্থিক প্রতিবেদনের তুলনীয় ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে. কোনো অনিবার্য কারণে নীতি পদ্ধতির পরিবর্তন হলে ওই পরিবর্তনের কারণ এবং আর্থিক প্রতিবেদনে তার প্রভাব যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে হবে।

1.9.3 বাস্তবতার বা অগৌণিকতার ধারণা (Materiality Concept)

বাস্তবতা বা অগৌণিকতা শব্দের অর্থ যা গৌণ নয়, অর্থাৎ বাস্তবতার বিচারে যা গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বের তারতম্য নির্বিশেষে সব বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারণে হিসাববিদ্যার রীতিনীতিগুলিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ

করার প্রয়োজন নেই। অনেক বিষয়ের মূল্য কারবারের প্রেক্ষিতে খুব কম বা তুচ্ছ হতে পারে। সেগুলির অতি সুক্ষ্ম পরিমাপ আর্থিক প্রতিবেদনের সঠিকতাকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। এই বিষয়গুলির পরিমাপ নির্ধারণের সময় হিসাববিদ্যার রীতিনীতিগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।

উদাহরণ : একটি বই বাঁধাই করতে আঠার জন্য কত খরচ হয় সেটি হয়তো নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু ওই তথ্য জানার ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় ওই তথ্য সংগ্রহ করার খরচের তুলনায় সেটি খুব কম। তাছাড়া ওই তথ্য সরবরাহ করা না হলেও আর্থিক প্রতিবেদনগুলির সঠিকতা ও যথার্থতা (True and Fair) বিশেষ হেরফের ঘটে না। তাই এই তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞাপন করার প্রয়োজন নেই।

1.9.4 রক্ষণশীলতার ধারণা (Conservation Concept)

হিসাবনিকাশকরণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা ধারণাটি বলে যে আর্থিক বিবরণী সতর্কতার সাথে প্রস্তুত করা উচিত। এখানে সে বিষয়গুলি গুরুত্ব পায় সেগুলি হল খরচ এবং দায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বীকৃত হওয়া উচিত, রেভেনিউ এবং সম্পত্তি তখনই কেবল হিসাববদ্ধ করতে হবে যখন সেগুলি উপলব্ধ (Realised) করা হয়। এই ধারণাটি বলে যে আয় এবং সম্পত্তির অতিরিক্ত পরিমাণে বিবৃত হবে না, যার ফলে কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন হবে বাস্তব সম্মত এবং ন্যায্য। রক্ষণশীলতার ধারণাটি বিভ্রান্তিকর আর্থিক তথ্যের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং স্টেকহোল্ডারদের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

1.9.5 ব্যায় ধারণা (Cost Concept)

হিসাবনিকাশকরণ-এ ব্যয় ধারণা বলে যে সম্পত্তিগুলি তাদের বর্তমান বাজার মূল্যের পরিবর্তে তাদের ক্রয়মূল্যে হিসাববইয়ে নথিভুক্ত করা উচিত। একে ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ হল, সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা এবং এই অবস্থানের আনার জন্য যে ব্যয় হয় তা হিসাববদ্ধ করা এবং আর্থিক বিবিরণীতে তা অপরিবর্তিত থাকবে। এই ব্যয় ধারণা আর্থিক প্রতিবেদকের বস্তুনিষ্ঠতা এবং নির্ভরগোয্যতা নিশ্চিত করে।

1.9.6 মিলনায়ন ধারণা (Matching Concept)

কোনো নির্দিষ্ট হিসাবকালের রেভেনিউ অর্জনের জন্য যে খরচগুলি করা হয় তা নীতিগতভাবে রেভেনিউর সালে মিলনায়ন করা হয়। অর্থাৎ ধরা হয় ওই খরচের ফলেই উক্ত রেভেনেউ উপার্জিত হয়েছে. এই ধারণা থেকে জানা যায় যে আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানির লাভ উৎপাদকের ক্ষমতা তার রেভেনিউ ও খরচের মধ্যে সম্পর্কিত খরচ বাদ দিলে ফলাফল ধনাত্মক হয়, তাহলে তা নিট রেভেনিউ বা নিট মুনাফা হিসাবে গণ্য হবে। অন্যথায় নিট লোকসান বা ক্ষতি হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে খরচগুলি একই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে রেভেনিউ উপার্জনে সহায়তা করে এবং ব্যবসায়ের ড়াভ অর্জনের ক্ষমতা প্রকাশ করতে সাহায্য করে। সেটি হল মিলনায়ন ধারণা।

1.9.7 রেভিনিউ অর্জনের সময় চিহ্নিতকরণ ধারণা (Revenue Recognition Concept)

হিসাবনিকাশকরণে বহুল ব্যবহৃত এবং একইসঙ্গে বিতর্কিত একটি শব্দ হল রেভেনিউ। রেনিনিভ-এর স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে. বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে **Financial Accounting Standards Board (FASB)**-এর দেওয়া সংজ্ঞা বেশি জনপ্রিয়। ঐ সংজ্ঞা অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট সময়কালে পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ, সেবা প্রদান অথবা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বা প্রধান কোনো কাজের ফলে সম্পত্তির আগম (Inflow of assets) কিংবা বৃদ্ধি বা দায়ের নিবৃত্তি বা উভয়েকই ওই সময়কালের রেভিনিউ বলে।

অর্থাৎ মোটের ওপর দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন বা বিক্রয় বা সরবরাহের ফলে প্রতিষ্ঠানের যে সম্পত্তির আগমন ঘটে তাকেই রেভিনিউ বলে। ঐ আগমের (inflow of funds) মধ্যে মালিক বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে পাওয়া ঋণ বাবদ অর্থ করা যাবে না।

সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করলে 'রেভিনিউ'-এর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় তা হল:

১। রেভিনিউ একটি নির্দিষ্ট হিসাবরক্ষণকালে সম্পর্কিত হতে হবে।

২। প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজকর্ম যেমন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়, পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় এবং সেবা-কর্ম বিক্রয় থেকে সৃষ্ট হয়।

৩। রেভিনিউ সম্পত্তি বা তহবিলের অন্তঃপ্রবাহ বা আগম (inflow of assets of funds) নির্দেশ করে।

৪। এই রেভিনিউ অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য।

৫। ভবিষ্যতে মূল্য আদায় সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তা নেই।

৬। মালিকের নিয়োজিত তহবিল বা পাওনাদারদের কাছ পাওনা ঋণ রেনিভউ-এ অন্তর্ভুক্ত নয়।

1.9.8 প্রকাশকরণ ধারণা (Disclosure Concept)

হিসাবের সঙ্গে স্বার্থযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিকে হিসাব-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সঠিকভাবে পরিবেশন করা হিসাবনিকাশকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিসাব-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করাই হল প্রকাশকরণ প্রথার বিষয়বস্তু। ভারতীয় কোম্পানি আইন, 2013 অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীকে আরও অর্থবহ করার জন্য এমন তথ্য প্রকাশ করা উচিত যার বাস্তব ভিত্তি আছে এবং সেই তথ্যকে অবলম্বন করে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।

1.9.9 দ্বৈত বিষয়ের ধারণা (Dual aspect Concept)

লেনদেনে দুটি পক্ষ থাকে। একটি পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে এবং অপর পক্ষ সমপরিমাণ সুবিধা প্রদান করে না প্রদান করবে বলে তার দায় গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে যে সুবিধা গ্রহণ করবে সেই হিসাবকে ডেবিট এবং যে হিসাব সুবিধা প্রদান করবে তাকে ক্রেডিট করা হয়। তাই প্রতিটি লেনদেনেই একটি ডেবিট ও

একটি ক্রেডিট তৈরি হয়, একে দ্বৈত বিষয়ের ধারণা বলে।

1.10 হিসাবনিকাশকরণের নীতি (Principles in Accounting)

হিসাবনিকাশকরণের নীতি হল এমন মৌলিক নিয়ম এবং নির্দেশিকা যা আর্থিক লেননেদ্রদগুলির হিসাববদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন এবং তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করায়। এই নীতিগুলি আর্থিক বিবরণীতে ধারাবাহিকতা, স্বচ্ছতা এবং তুলনামূলকতা নিশ্চিত করে, যার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। এই নীতগুলি রেভেনিউ, খরচ, সম্পত্তি ও দায়গুলিকে স্বীকৃতি দেয়োর জন্য কেটি গঠনগত কাঠামো তৈরি করে। যা কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা যে নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায্য তা নিশ্চিত করে। হিসাবনিকাশকরণ নীতিগুলি সাধারণতঃ সারা বিশ্বজুড়ে গহীত এবং অনুসরণ করা হয় যা GAAP ও IFRS এর মতো আর্থিক প্রতিবেদনগুলির মানগুলির ভিত্তি তৈরি করে।

হিসাবনিকাশকরণ নীতির মধ্যে যেগুলি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) ঐতিহাসিক ব্যয় নীতি; (ii) রেভেনিউ অর্জনের সময় চিহ্নিতকরণ নীতি; (iii) মিলনায়ন নীতি; (iv) প্রকাশকরণ নীতি; (v) ধারাবাহিকতার নীতি; (vi) রক্ষণশীলতার নীতি; (vii) বাস্তবতার নীতি

উপরোক্ত নীতিগুলি এই এককে হিসাবনিকাশকরণের মৌলিক নীতি ও ধারনাতে আলোচিত হয়েছে। তাই এগুলির পুনরাবৃত্তি করা হল না।

1.11 হিসাবনিকাশকরণের পরিমাপ (Measurement in Accounting)

অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক তত্যের পরিমাণে নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে হিসাবনিকাশকরণের ক্ষেত্রে পরিমাপ বলে। এটি হিসাবনিকাকরণের একটি গুরত্বপূর্ণ দিক। কারণ ব্যবসায় যে সকল লেনদেন ঘটে তার একটি নির্দিষ্টমূল্য থাকে। এই মূল্য নির্ধারণ করাকে হিসাবনিকাশকরণে পরিমাপ বলে। আর্থিক তথ্যের পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে হিসাবরক্ষক বিভিন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন, যেমন সম্পত্তির মূল্য, দায়ের মূল্য, রেভেনিউ ও খরচের মূল্য এবং ইক্যুইরি মূল্য। উদবর্তপত্র, আয়ের বিবরণী এবং নগদ প্রবাহ বিবরণী মতো আর্থিক বিবরণঈগুলি সঠিক এবং তুলনীয় করার জন্য হিসাববনিকাশকরণ পরিমাপ সহায়তা করে। এই পরিমাপ ছাড়া এই সব বিবরণীর মাধ্যমে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এবং কর্মক্ষমতা সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সেজন্য হিসাবনিকাশকরণে আর্থিক পরিমাপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

1.11.1 হিসাবনিকাশকরণে পরিমাপের গুরুত্ব (Importance of Measurement in Accounting)

হিসাবনিকাশকরণে পরিমাপের গুরুত্ব হল নিম্নরূপ:

i) **তুলনাযোগ্যতা নিশ্চিত করে** (Ensures Comparabilty): বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আর্থিক বিবরণী তুলনা হিসাবনিকাশকরণ পরিমাপের নিশ্চিত করে।

ii) **নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে** (Provides Reliability): সঠিক পরিমাপ আর্থিক তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়, যখন সম্পত্তি দায়, আয় এবং ব্যয়ের মতো আর্থিক বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হিসাবনিকাশকরণ নীতি অনুসরণ করে পরিমাপ করা হয়, তখন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাররা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদর্শিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপর ভরষা রাখতে পারেন। এই নির্ভরযোগ্যতা বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির জন্য অপরিহার্য কারণ তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আর্থিক বিবরণীর উপর নির্ভর করেন।

iii) **সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ভেলে** (Affects Decision-making): হিসাবনিকাশকরণের সঠিক পরিমাপ আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং ব্যবস্থাপক সহ বিভিন স্টেকহোল্ডাররা প্রতি,ঠানের মুনাফযোগ্যতা, ঝুঁকি এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য মূল্যায়নের জন্য আর্থিক তথ্যের উপর নির্ভর করে। সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করে যে স্টেকহোল্ডারগণ যা সিদ্ধান্ত নেবেন তা বাস্তবসম্মত এবং যাচাইযোগ্য এবং যার ফলে ভুল বিচার করার সম্ভাবনা কম হয়।

iv) **হিসাবনিকাশকরণ মান মেনে চলা** (Compliance with Accounting Standares): IFRS এবং GAAP র মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামো নির্মাণকারী সংস্থা হিসাবনিকাশকরণ পরিমাপের উপর নির্ভরশীল। আর্থিক উপাদনগুলি কীভাবে পরিমাপ করা হবে এবং রিপোর্ট করতে হবে, সঠিক হিসাবনিকাশরণ পরিমাপের সাহায্যে এই সংস্থাগুলি যথাযথ হিসাবনিকাশকরণ মান তৈরি করে, যার সাহায্যে আইর্থক প্রতিবেদন স্বচ্ছ, ধারাবাহিক ও স্টেকহোল্ডারদের জবাব দেবার জন্য যোগ্য হয়ে ওঠে।

1.11.2 হিসাবনিকাশকরণে পরিমাপের ধরণ (Types of Measurement is Accounting)

হিসাবনিকাশকরণ পরিমাপের ধরণগুলি হল নিম্নরূপ:

i) **ঐতিহাসিক ব্যয়** (Historical Cost): সম্পদ ও দায় তাদের মূল্য ক্রয়মূল্যে নথিভুক্ত করা হয়। এটি হিসাবনিকাশকরণ পরিমাপের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

ii) **বর্তমান ব্যয়** (Current Cost): বর্তমান বাজারে সম্পত্তি প্রতিস্থাপনের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হবে তাকে বর্তমান ব্যয় বলে।

iii) **আদায়যোগ্য মূল্য** (Realisable Value): সম্পত্তিগুলি বর্তমান বাজারে বিক্রি করা হলে য পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেতে পারে তার পরিমান হিসাবভুক্ত করাকে আদায়যোগ্য বা রিয়ালাইজেবল মূল্য।

iv) **বর্তমান মূল্য** (Present Value): সম্পত্তি ও দায় ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ বছরে যে অর্থের আগম হয় তাকে বাটোর হার দিয়ে গুণ করে যে মূল্য পাওয়া যায়, তাকে বর্তমান মূল্য বলে।

v) **ন্যায্য মূল্য** (Fair Value): কোনো একটি সময়ে সুশৃঙ্খল লেনদেনের মাধ্যমে যে মূল্যে সম্পত্তি বিক্রি করা যেতে পারে বা দায়ের নিষ্পত্তি হয়, সেই পরিমাপ মূল্যকে ন্যায্য মূল্য বলে। এটি ঐতিহাসিক ব্যয়ের পরিবর্তে বাজারভিত্তিক মূল্যকে গুরুত্ব দেয়।

উপরোক্ত প্রতিটি ভিত্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ঐতিহাসিক ব্যয় প্রায়শই বস্তুনিষ্ঠতা এবং যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার হয়। অপরদিকে

বর্তমান তথ্যের প্রয়োজনে ন্যায্যমূল্য ব্যবহার করা যে,তে পারে।

1.12 হিসাবনিকাশকরণ মান (Accounting Standards)

প্রাথমিক ধারণা (Basic Concept): যারা হিসাবনিকাশকরণের কাজের সাথে যুক্ত তারা যখন আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন তখন তাদেরকে হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন রীতি, প্রথা, মতবাদ, অনুমান্তন ও সর্বোপরি নিজস্ব বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করতে হয়। এসত্বেও একই ধরনের পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদনের মধ্যে সংগতির অভাব দেখা যায় এবং এই অংসগতি মূলত হয় বাস্তবমুখীনতার (Objectivity) অভাবের জন্য। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পরপর দুই বছরের আর্থিক প্রতিবেদনের মধ্যেও ওই একই কারণে অসংগতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্যের অসংগতি দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহজ ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর সব দেশে গ্রহণযোগ্য হিসাবনিকাশকরণের কিছু মান নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য আন্তর্জাতিক হিসাবনিকাশকরণ মান কমিটি **(International Accounting Standards Committee)** তৈরি হওয়ার অনেক আগে 1940 সালে American Accounting Association (AAA), 'An Introduction to Corporate Accounting Standard' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। হিসাবনিকাশকরণ-সংক্রান্ত মানের ওপর সেটিই প্রথম বই। হিসাবনিকাশকরণ-সংক্রান্ত মানের ওপর সেটিই প্রথম বই। 1973 সালে গ্রেট ব্রিটেনে আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ মান-সংক্রান্ত কমিটি (International Accounting Standards Committee (IASC) গঠন করা হয়। হিসাবনিকাশকরণের সাধারণভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মৌলিক-নীতি প্রণয়ন বা মান নির্ধারণ এবং সদস্য দেশগুলিতে এই নীতি বা মানের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করাই এই সংস্থার প্রধান কাজ।

2001 সালের 1 লা এপ্রিল IASC-এর পরিবর্তে IASB (International Accounting Standards Board) তৈরি হয় এবং IASC এর তৈরি সর্বমোট 41 টি হিসাবনিকাশকরণ মানগুলিকে international Financial Reporting Standards (IFRS) এর অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়াও IASB এ যাবৎ 13টি IFRS প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) এবং 1972 সালে প্রতিষ্ঠিত 'Financial Accounting Standards Boards' (FASB) নামে দুটি সংস্থা হিসাবনিকাশকরণ বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। 2003 সাল পর্যন্ত FASB-র তৈরি হিসাবনিকাশকরণ মানের সংখ্যা হল 150টি।

IASC-এর অন্যতম সদস্য ভারতের চার্টার্ড ইন্সটিটিউট (ICAI), 1977 সালের এপ্রিল মাসে 'Accounting Standards Board' (ASB) নামে একটি বোর্ড গটন করে। ভারতে হিসাবনিকাশকরণের প্রচলিত রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য ASB, IASC-র অনুসরণে হিসাবনিকাশকরণ-সংক্রান্ত মান প্রণয়ন করার জন্য সচেষ্ট হয়। এযাবৎ ICAI 32টি হিসাবনিকাশকরণ মান তৈরি করেছে। এই মানগুলিকে

Accounting Standards (AS) [Under Companies (Accounting Standard) Rules 2006] নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কোম্পানিবিষয়ক মন্ত্রক (Ministry of Corporate Affairs) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (IFRS) অনুসারে ভারতীয় হিসাবনিকাশকরণ মান প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ওই উদ্যোগের ফলস্বরূপ ASB -যাবৎ 39টি IND AS (Indian Accounting Standards) তৈরি করেছে। সুতরাং বর্তমানে ভারতবর্ষে দুটি হিসাবনিকাশকরণ মান চালু আচে।

1.12.1 হিসাবনিকাশকরণ মান কী (What are Accounting Standards)?

সরকার, বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বা নিয়ন্ত্রক বোর্ডের তৈরি আর্থিক লেনদেনের সনাক্তকরণ, পরিমাপ, প্রয়োগ, পরিবেশন এবং আর্থিক প্রতিবেদনে প্রদর্শন-সংক্রান্ত রীতিনীতি বিষয়ক লিখিত দলিলই হল হিসাবনিকাশকরণ-সংক্রান্ত মান (Accounting Standards are nothing but with documents, policy documents issued by the Government or expert institutes or other regulatory body covering various aspects of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in the finaancial statements.)

1.12.2 হিসাবনিকাশকরণ মানের উদ্দেশ্য (Objectives of Accounting Standards)?

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশকরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্যে হিসাবনিকাশকরণ মান তৈরি করা হয়। হিসাবনিকাশকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই রীতিনীতি অনুসরণ করলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি আর্থিক প্রতিবেদনের মধ্যে তুলনামুলক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। এর ফলে তথ্য ব্যবহারকারীরা দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক দক্ষতা, আর্থিক অবস্থা, সচ্ছলতা ত্যাদির তুলমামূলক বিচার করতে পারেন। একটি প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নিজ কাজকর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যয সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

নীচের উদাহরণটি থেকে খুব সহজেই হিসাবনিকাশকরণের নির্দিষ্ঠ মানের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাবে।

উদাহরণ: X Ltd. ও Y Ltd. নামে দুটি কোম্পানির কিছু আর্থিক তথ্য দেওয়া আছে—

কোম্পানির নাম	**X Ltd.**	**Y Ltd.**
	Rs.	**Rs.**
Profits before depreciation	10,00,000	10,00,00
Gross Block	10,10,000	10,00,000
Net Block	9,00,000	9,00,000
Depreciation Method	*Straight Line*	*Written down value*
Depreciation Rate	10%	10%
Depreciation Amount	1,00,000	90,000
Profit after depreciation	9.00,000	9,10,000 ৫

শুধুমাত্র অবচয় ধার্যের পদ্ধতিগত পার্থক্যের দরুন X Ltd. ও Y Ltd.-এর মুনাফার পার্থক্য হয়েছে 10,000 টাকা। XLtd. সরলরৈখিক পদ্ধতিতে (Straight line method) অবচয় হিসাব করার ফলে অবচয়ের পরিমাণ হয়েছে 1,00,000 টাকা (বা $^{10}/_{100} \times$ Rs. 10,00,00) অন্যদিকে Y Ltd.-এর সমমূল্যের সম্পত্তির ওপর একই হারে কিন্তু ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি অবলম্বন করায় অবচিতির পরিমাণ হয়েছে 90,000 টাকা (বা $^{10}/_{100} \times$ Rs. 9,00,00)। সুতরাং অন্যান্য অবস্থা একই থাকলেও শুধুমাত্র পরিমাপরীতির পার্থক্যের দরুন দুটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফার হিসাবে পার্থক্য হয়েছে।

একটি গৃহীত মান প্রয়োগে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়। সুতরাং বিভিন্ন রীতিনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য এনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদনগুলিকে তুলনাযোগ্য এবং একইসঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই হিসাবনিকাশকরণ মানের উদ্দেশ্য।

1.13 সারাংশ

এই একক থেকে হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের ধারণা, সংজ্ঞা, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি বিষয়সম্পর্কে অনুগত হওয়া গেল। শুধু তাই নয় হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব যে সকল মৌলিক নীতি, ধারণা, পরিমাপ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল যে সম্পর্কেও ধারণা পায়ো গেল। এরই সাথে হিসাবনিকাশকরণ মান ও মানের উদ্দেশ্যেরকারণগুলিও সম্পগেদ্ধর্ক অবগত হওয়া গেল।

1.14 প্রশ্নাবলী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলী :

1. নিম্নলিখিত তত্ত্বের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী?
   (ক) কর নীতি নির্ধারণ করা
   (খ) হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা ও উন্নত করা
   (গ) ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা
   (ঘ) শেয়ার বাজার নিয়ন্তরণ করা (খ)
2. সত্তার নীতির প্রাথমিক ধারণাটি কী?
   (ক) ব্যবসাকে তার মালিকের থেকে আলাদা করা যায় না।
   (খ) ব্যবসাটি তার মালিকদের থেকে পৃথক এবং এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।
   (গ) ব্যবসাটি ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক লেনদেনগুলিকে একত্রিত করতে পারে।
   (ঘ) ব্যবসাটি শুধুমাত্র করের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে। (খ)

3. নিচের কোন বিবৃতিটি চলমান প্রতিষ্ঠানের মৌলিক নীতিকে সমর্থন করে?
   (ক) বিপরীত প্রমাণ না থাকলে একটি ব্যবসা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়।
   (খ) একটি নির্দিষ্ট সময় পরে ব্যবসাটি তার কাজ বন্ধ করে দেবে।
   (গ) আর্থিক বিবরণী আইন প্রস্তুত করা উচিত যখন ব্যবসা বন্ধ হতে চলেছে।
   (ঘ) ব্যবসাটি কর প্রদান পর্যন্তই চালু থাকবে। (ক)
4. নিচের কোন্ বিবৃতিটি হিসাবরক্ষণের সঙ্গতিপূর্ণ ধারণাকে সমর্থন করে?
   (ক) বাজারের সাথে তাল মেলানোর জন্য একটি ব্যবসার ঘন ঘন হিসাবপদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
   (খ) মুনাফার হিসাব গরমিল করার জন্য হিসাবরক্ষণ পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
   (গ) প্রতি পাঁচবছরঅন্তর ব্যবসার বাধ্যতামূলক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন।
   (ঘ) একই হিসাবরক্ষণ নীতি এবং পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত।
5. নিম্নলিখিত কোনটি হিসাবনিকাশকরণ নতির মধ্যে গ্রহণীয় নয়?
   (ক) ব্যবস্থাপনার নীতি
   (খ) ঐতিহাসিক ব্যয় নীতি
   (গ) মিলনায়ন নীতি
   (ঘ) বাস্তবতার নীতি (ক)

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

1. হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব বলতে বোঝায়?
2. হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।
3. হিসাবনিকাশরণ তত্ত্বের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
4. সত্ত্বার নীতি সম্পর্কে লিখুন।
5. চলমান প্রতিষ্ঠানের মৌলিক নীতি কী?
6. প্রাপ্য-প্রদেয় ধারণা বলতে কি বোঝেন?
7. সঙ্গতিপূর্ণ ধারণা বিষয়টি কী?
8. রক্ষণশীলতার ধারণার সংজ্ঞা দিন।
9. ব্যয় ধারণা বলতে কী বোঝে?
10. রেভিনিউ অর্জনের সময় চিহিতনকরুণ ধারণা কাকে বলে?
11. প্রকাশকরণ ধারণা কী?
12. হিসাবনিকাশকরণে পরিমাপ বলতে কী বোঝেন?

গ। দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

1. হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব কাকে বলে। এর উদ্দেশ্যগুলি কী কী?
2. হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকত সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
3. হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা আলোচনা করুন।
4. হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্ব এবং হিসাবনিকাশরণ অনুশীলনের মধ্যে কী সম্পর্ক তা আলোচনা করুন।
5. হিসাবনিকাশরণে পরিমাপ কাকে বলে? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
6. হিসাবনিকাশকরণ মান সম্পর্কে ধারণা দিন, এর উদ্দেশ্য কী?

একক-2 : হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ ও কাঠামো (Classification and Structure of Accounting Theory)

গঠন

2.0 উদ্দেশ্য

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

2.2.1 হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্ব

2.2.2 হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

2.2.3 হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব

2.2.3.1 হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

2.2.4 হিসাবনিকাশকরণে আচরণ তত্ত্ব

2.2.4.1 হিসাবনিকাশকরণে আচরণতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

2.3 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে যুক্তি

2.3.1 হিসাবনিকাশকরণে অবরোহী তত্ত্ব

2.3.2 হিসাবনিকাশকরণে আরোহী তত্ত্ব

2.3.3 অবরোহী বনাম আরোহী তত্ত্ব

2.4 হিসাবনিকাশকরণে ঘটনা পদ্ধতি

2.4.1 হিসাবনিকাশকরণে মূল্য পদ্ধতি

2.4.2 ঘটনা পদ্ধতি বনাম মূল্য পদ্ধতি

2.5 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের পদ্ধতি

2.5.1 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে ধণাত্মক পদ্ধতি

2.5.2 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি

2.5.3 ধর্ণাত্মক বনাম আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি

2.6 সারাংশ

2.7 প্রশ্নাবলী

2.0 উদ্দেশ্য

এই উদ্দেশ্য থেকে যে সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে সেগুলি হল হিসাবনিকাশকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ—যেমন কাঠামো তত্ত্ব, ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব, আচরণ তত্ত্ব। এর সাথে যে সকল বিষয়গুলি জড়িয়ে যেমন হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা ও তার সাথে অবরোহী ও আরেহী তত্ত্ব, ঘটনাপদ্ধতি, ধণাত্মক পদ্ধতি এবং আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি। প্রতিটি তত্ত্বের একে অপরের সাথে পার্থক্য তাও এই এককে আলোচিত হয়েছে।

2.1 প্রস্তাবনা

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় বৎসরান্তে আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছে বণ্টন করা আইনত প্রয়োজনীয়। আর্থিক বিবরণীর ধারাবাহিকতা ও স্বচ্ছতার উপর এই সব ব্যক্তিরা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হন। সেজন্য আর্থিক বিবরণী এতটা গুরুত্বপূর্ণ। হিসাবনিকাশকরণ ব্যবস্থা তাই এমনভাবে গঠন করতে হবে যা আর্থিক প্রতিবেদনের জবাবদিহিতা, নির্ভরযোগ্যতা ও স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করে। সেজন্য হিসাবনিকাশকরণের সংগঠিত কাঠামো দরকার। এই কাঠামো বিভিন্ন তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে—যেমন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব, আচরণ তত্ত্ব ইত্যাদি, এই একক পাঠের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এই কাঠামোগত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

2.2 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

2.2.1 হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্ব (Accounting Structure Theory)

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীর ধারাবাহিকতা এবং স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্ব এমন একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রস্তুত করে যার মাধ্যমে আর্থিক তথ্য যথাযথভাবে সংগঠিত ও উপস্থাপন করা যায়। এই তত্ত্বের মাধ্যমে হিসাবনিকাশকরণের উপাদানগুলি—যেমন পরিমাপ স্বীকৃতি প্রতিবেদন এবং নিয়ন্ত্রণ, কীভাবে দেখা উচিৎ তা নির্ধারণ করা যায় এবং যার ফলে আর্থিক তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, তুলনীয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে এই তত্ত্বটি হিসাবনিকাশকরণের কাঠামোর অর্ন্তনিহিত যুক্তির সন্ধান করে, কীভাবে আর্থিক তথ্য শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছে তথ্য পরিবেশন করা হয় তা অন্বেষণ করে। এই তত্ত্বটি নিয়ন্ত্রক, অর্থনৈতিক এবং আচরণগত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, যা হিসাবনিকাশকরণ পদ্ধতিকে গঠন করে। এর ফলে কোম্পানি প্রশাসন, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক

বিশ্লেষণ সম্ভব হয়।

এই তত্ত্বটি পৃথিবীব্যাপী আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য একটি সাধারণ ভাষা হিসাবে কাজ করে, যার ফলে GAAP এবং IFRS মানগুলির মধ্যে সমতা থাকে এবং যারই ফলশ্রুতি হিসাবে কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনে ধারাবাহিকতা এবং তুলনামূলকতা নিশ্চিত করে।

সামগ্রিকভাবে হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্ব আর্থিক তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং উপযোগিতা বাড়ায়, যা স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

এই তত্ত্বের প্রেক্ষিতে *উজি ইজিরি* (Yuji Ijiri) বলেছিলেন যে, হিসাবনিকাশকরণ ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যা আর্থিক প্রতিবেদনের জবাবদিহিতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। হিসাবনিকাশকরণের কাঠামো কীভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করে তা এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় (Accounting systems must be structured in away that snsures accountability, reliability and consistency in financial neporling, this reflech how the structure of accounting supports decision making)

2.2.2 হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Accounting Structure Theory)

হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল নিম্নরূপ

i) ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework) : হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনকে (Accounting Practices) কার্যে পর্যবসিত করার জন্য যে সব নীতি, অনুমান এবং নির্দেশিতা রয়েছে সেগুলি হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্বের উপর ন্যস্ত। এই তত্ত্ব হিসাবনিকাশকরণের কতগুলি মৌলিক ধারণা—যেমন প্রাপ্যপ্রদেয় ভিত্তিক হিসাবনিকাশকরণ, ধারাবাহিকতা বাস্তবতা এবং কারবারের চলমান ধারণাগুলি Accrual accounting, Cousistency, materiality and going coucurn coucepts) সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া, যা আর্থিক প্রতিবেদনের অভিন্নতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ii) হিসাবনিকাশকরণ উপাদানের শ্রেণীবিভাগ (Calssification of Accounting Elements) : হিসাবনিকাশকরণের বিভিন্ন উপাদান যেমন সম্পত্তি, দায়, ইক্যুইটি, রেভেনিউ এবং খরচ ইত্যাদি সে সম্পর্কে এই তত্ত্ব সংজ্ঞাদেয় এবং শ্রেণীবিভাগ করে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে আর্থিক তথ্যের লিপিবদ্ধকরণ এবং তার ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, যা নিশ্চিত করে যে আর্থিক বিবরণগুলি হল অর্থপূর্ণ ও তুলনাযোগ্য। হিসাবনিকাশকরণ উপাদানের এই শ্রেণীবিভাগ হিসাবরক্ষদের সঠিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সহায়তা করে এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা কেমন সে সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারগণ ধারণা করতে সক্ষম হয়।

iii) হিসাবনিকাশকরণ উপাদানগুলির আন্তঃসম্পর্ক (Interrelationship of Accounting Components) : হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্ব আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন উপাদনসমূহ—যেমন উদব্তপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাবখাত এবং নগদপ্রবাহ বিবরণীর মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। আর্থিক উপাও

(Financed Data) এই উপাদানগুলির মধ্যে কীভাবে যৌক্তিকতার সাথে প্রবাহিত হয় এবং সেগুলির প্রভাব কোথায় কীভাবে পড়ে, তা আর্থিক বিবরণী ব্যবহারকারীদের বুঝতে সাহায্য করে।

iv) হিসাবনিকাশকরণ মান প্রয়োগ (Aplication of Accounting Standards) : আর্থিক বিবরণীর অভিন্নতা এবং তুলনামূলকতা (Unifornity and Comparalism) নিশ্চিত করার জন্য এই তত্ত্ব GAAP এবং IFRS এর মানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই মানগুলি মেনে চলার মাধ্যমে, ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আর্থিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে, যা বিনিয়োগকারী নিয়ন্ত্রক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ণ করতে সক্ষম হন।

v) পরিমাপ ও মূল্যায়ণের নীতি (Measurement and valuation Princiles) : এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দায় এবং আয়ের পরিমাপ ও মূল্যায়নের নিয়ম এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। মূল্যায়ণের যে সকল পদ্ধতি আছে—যেমন ঐতিহাসিক ব্যয়, ন্যায্য মূল্য এবং বর্তমান মূল্য কোন লেনদেনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, তা এই তত্ত্বের মাধ্যমে জানা যায়।

vi) দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double-Eutry System) : এই তত্ত্বের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি, যেখানে বলা হয়েছে লেনদেনের দুটি হিসাবখাতের সমান ও বিপরীত প্রভাব রয়েছে। এই পদ্ধতি হিসাবরক্ষণের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায় এবং আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

vii) নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী মেনে চলা (Regulatory Compliance) : হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্ব কোম্পানি প্রশাসন, কর আইন এবং আর্থিক প্রনিধানের (Financial Regulations) সাথে সম্পর্কিত যা আইনি নিয়মচলার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে SEBI এবং মিনিষ্ট্রি অফ কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করতে যে সকল নিয়মাবলী অনুসরণ করতে বলেছে সেগুলি যাতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়, এই তত্ত্ব সে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এই নিয়মকানুনগুলি মেনে চলে, সেক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানার ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ায়।

viii) সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতা (Decision-Urefniness) : এই তত্ত্বের একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সিদ্ধানগ্রহণের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভরযোগ্য আর্থিক তথ্য প্রদান করা। কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যার ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্য, মুনাফাযোগ্যতা এবং তারল্যের সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। যার ফলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার তারা তাঁদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন।

2.2.3 হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব (Interpretational Theory of Accounting)

হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা হিসাবনিকাশকরণকে কেবলমাত্র আর্থিক

লেনদেন নথিভুক্ত করার একটি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত করে না। বরং এটি হিসাবনিকাশকরণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত একটি ব্যাখ্যামূলক কার্যকলাপ হিসাবে দেখে। এই তত্ত্বটি বলে যে হিসাবনিকাশকরণ মানগুলি এবং অনুশীলন মানুষের বিচার, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ক্ষমতার সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই তত্ত্বটি শুধুমাত্র হিসাবের সংখ্যাকে গুরুত্ব দেয় না। এটি হিসাবনিকাশকরণ তথ্যের অর্থ এবং তাৎপর্য বোঝার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। শুধু তাই নয় হিসাবনিকাশকরণকে একটি গতিশীল এবং সামাজিকভাবে নির্মিত হিসাবরক্ষণ অনুশলীন হিসাবে দেখে যা অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং সাংগঠনিক আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

সহজ কথায়, হিসাবনিকাশকরণ কেবল নিয়ম মেনে চলার বিষয় নয়। এর মধ্যে আর্থিক তথ্যক অর্থপূর্ণভাবে বোঝা এবং ব্যাখ্যাও জড়িয়ে আছে। এই তত্ত্ব ব্যবসা এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কেবল সংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিতে উৎসাহ দেয় না, এর পাশাপাশি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

রিচার্ড ম্যাটেনিচ (Richard Mattessich) বলেছেন যে, হিসাবনিকাশকরণ কেবল একটি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়, বরং এতে ব্যক্তিগত বিচার এবং ব্যাখ্যা জড়িয়ে আছে, যা হিসাবরক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত (Accounting is not purely an objective sciend but involves subjective judgement and interpretation, shaped by the accountants perspective and economic conditions)

2.2.3.1 হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Interpretatinonal Theory of Accounting)

হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল নিম্নরূপ :

i) সামাজিক প্রভাব (Social Influence) : সংখ্যার (Number) লিপিবদ্ধকরণ ও তার ব্যাখ্যা হিসাবনিকাশকরণের অন্যতম বিষয়বস্তু। হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব এই সব প্রযুক্তিগত গণনার বিষয়ের পরিবর্তে সামাজিকভাবে নির্মিত অর্থ (Socially Countructed sucaning) হিসাবে দেখে। অর্থাৎ এই তত্ত্বটি বলে যে হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনগুলি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সাংগঠনিক প্রেক্ষাপট দ্বারা রূপায়িত হয়। এই তত্ত্বটি যে বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটি হল সিহাবনিকাশকরণ কেবল একটি গাণিতিক অনুশীলন নয়, বরং এটি মানুষের কার্যকলাপ ও সামাজিক যুক্তির ফলাফল।

ii) একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি (Multiple Perspective) : এই তত্ত্বটিতে বলা হয় যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার তারা তাদের পেশাদার পটভূমি (Bofessional backgrouned), সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, সাংগঠনিক ভূমিকা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে একই হিসাবনিকাশকরণ তথ্যকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যের অর্থ হল আর্থিক বিবরণী এবং হিসাবনিকাশকরণের রিপোর্টগুলি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছে বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। যার ফলে আর্থিক তথ্য প্রস্তুত ও বিশ্লেষণ করার সময় যে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, এবং সেগুলির বিবেচনা করা যে প্রাসঙ্গিক

তা এই তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

iii) আর্থিক তথ্য বোঝা (Understanding Financial Information) : শুধুমাত্র সংখ্যা দিয়ে আমরা আর্থিক তথ্যের সারমর্ম বুঝতে পারি না। এর সাথে বোঝা দরকার অতীতের ঘটনা, শিল্পের প্রবণতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, কোম্পানির সংস্কৃতি এবং আইনের মতো বিষয়গুলি। এই বিষয়গুলি মানুষকে আরও ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। কারণ প্রতিষ্ঠান কেন এবং কীভাবে আর্থিক তথ্য প্রস্তুত করেছিল তার একটি সম্পূর্ণ চিত্র এর মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়।

iv) স্পষ্ট যোগাযোগের গুরুত্ব (Inepootance of Clear Comminication) : কীভাবে আর্থিক তথ্য পরিবেশিত হয় তা সংখ্যার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক তথ্যের মধ্যে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, আর্থিক প্রতিবেদন যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে এবং তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, এইসব বিষয়গুলি মানুষকে তথ্য সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করে। ভালো যোগাযোগ বা পরিবেশন আর্থিক তথ্যের ব্যবহারকারীদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

v) হিসাবনিকাশকরণের ক্ষেত্রে বিচারের ভূমিকা (Role of Judgement in Accounting) : হিসাবনিকাশকরণে এমন অনেক সিদ্ধান্ত জড়িত থাকে যার জন্য পেশাদার বিচারের প্রয়োজন হয়। হিসাবরক্ষণগণ অনুমান করেন, পদ্ধতিগুলি বেছে নেন এবং সিদ্ধান্ত যেন যে কখন এবং কীভাবে আর্থিক বিবরণগুলি পেশ করতে হবে। এই পছন্দগুলি চূড়ান্ত সংখ্যাকে প্রভাবিত করতে পারে, যা বলে যে হিসাবনিকাশকরণ কেবলমাত্র নিয়মের উপর দাঁড়িয়ে নেই, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার মিশেল এখানে প্রয়োজন।

vi) হিসাবনিকাশকরণের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব (Cultural Influence on Accounting) : হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনগুলি সংস্কৃতিদ্বারা রূপায়িত হয়। আর্থিক তথ্য কীভাবে হিসাববদ্ধ এবং ব্যাখ্যা করতে হবে তা জাতীয় রীতিনীতি, কোম্পানির ঐতিহ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক মূল্যবোধের মতো বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবিত দেয়। এই কারণেই হিসাবনিকাশকরণ এক দেশ বা সংগঠন থেকে অন্য দেশে পরিবর্তিত হতে পারে।

vii) সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন (Changes over Tinee) : সময়ের সাথে সাথে নতুন ব্যবসার অনুশীলন, আইন, প্রযুক্তি এবং সামাজিক প্রত্যাশার পরিবর্তন হয়, যা আর্থিক তথ্যের ব্যাখ্যাকেও পরিবর্তিত করে। হিসাবনিকাশকরণ সবসময় সময় পরিবর্তনের সাথে বিকশিত হচ্ছে এবং পেশাদারদের এর সাথে নিজেদেরকেও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে।

viii) জ্ঞানের গঠন (Knowledge Coustniction) : এই তত্ত্বটি হিসাবনিকাশকরণ গুলিকে পেশাদার প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক মিশ্রণ, সাংগঠনিক শিক্ষার এবং অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার ফলাফল হিসাবে দেখে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা হিসাবনিকাশকরণ তথ্য কীভাবে তৈরি করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয় এবং অনুশীলনে ব্যবহার করা হয় তা নির্ধারণ করে।

ix) ক্ষমতার সম্পর্ক (Power Relations) : হিসাবনিকাশকরণ তথ্য প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। এই তত্ত্বটি পরীক্ষা করে যে তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কে তথ্যটি দেখবে,

সিদ্ধান্তগ্রহণ এটি কীভাবে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পদ বন্টনের উপর এর প্রতিক্রিয়া কী। এই দৃষ্টিভঙ্গি সাংগঠনিক এবং সামাজিক ক্ষমতার গতিশীলতায় হিসাবনিকাশকরণের ভূমিকাকে তুলে ধরে।

2.2.4 হিসাবনিকাশকরণের আচরণগত তত্ত্ব (Behavioural Theory of Accounting)

মানুষের আচরণ কীভাবে হিসাবনিকাশকরণে সিদ্ধান্ত, আর্থিক প্রতিবেদন এবং হিসাবনিকাশকরণে তথ্যের ব্যবহার প্রভাবিত করে, তা এই আচরণগত তত্ত্ব আলোকপাত করে। সনাতন হিসাবনিকাশকরণে ধরে নেওয়া হয় যে মানুষেরা যুক্তিসঙ্গত ভাবে কাজ করবে। কিছু এই আচরণতত্ত্ব স্বীকার করে যে আবেগ, পক্ষপাত এবং সামাজিক প্রভাব হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে হিসাবনিকাশকরণ কেবল সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। এর মধ্যে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা থেকে শুরু করে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগ বা ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের বিচার-বিশ্লেষণ জড়িত। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা উন্নত করতে, ত্রুটি হ্রাস করতে এবং নৈতিক আর্থিক অনুশীলনগুলিকে উন্নত করার জন্য আচরণগত প্রভাবগুলির গুরুত্ব অসীম।

অ্যামেরিকান অ্যাকউন্টিং এ্যাসোসিয়েশনের (American Accounting Association) : মতে, হিসাবরক্ষক এবং যারা হিসাবনিকাশকরণ তথ্য ব্যবহার করে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন এবং ব্যাখ্যা করা হিসাবনিকাশকরণে আচরণগত তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত (Behavioural accounting is coucerned with obserering, studying, and explaining the behaviour of accountants and these who use accounting information)।

আর এল ম্যাটেমিচের (R. L. Mattessich) : মতে, হিসাবনিকাশকরণ তথ্যের উপর মানুষের বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রভাব সম্পর্কে আচরণগত তত্ত্ব অনুসন্ধান করে (Behavioural accounting investigates the inepact of accounting information on human judgement and decision—making)।

2.2.4.1 হিসাবনিকাশকরণের আচরণগত তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Fealures of Behavioural Theory in Accounting)

মানুষের মনোবিজ্ঞান, আবেগ এবং সামাজিক প্রভাবগুলি হিসাবনিকাশকরণে সিদ্ধান্ত, আর্থিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক তথ্যের ব্যবহারকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা এই আচরণগত তত্ত্বের মাধ্যমে জানা সম্ভব। নিচে এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হল।

i) মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Human-Centred Approach) : আচরণগত তত্ত্ব বলে যে হিসাবনিকাশকরণ কেবলমাত্র সংখ্যার বিষয় নয়। যারা আর্থিক তথ্য তৈরি এবং ব্যাখ্যা করে তাদের সাথেও সম্পর্কিত। হিসাবরক্ষক, নিরীক্ষক বিনিয়োগকারী এবং পরিচালকগণ কীভাবে তারা তাদের অভিজ্ঞতা জ্ঞান

এবং আবেগের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেন তা নিয়ে আচরণগত তত্ত্ব অধ্যয়ন করে।

ii) জ্ঞানসম্পর্কিত বিষয়ের পক্ষপাতের প্রভাব (Influence of Cognitive Biases) : হিসাবনিকাশকরণে আচরণগত তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে হিসাবনিকাশকরণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ সবসময় যুক্তিসঙ্গত হয় না এবং প্রায়শই ব্যক্তির বিচার বুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর্থিক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে এমন কিছু বিষয় রয়েছে—যেমন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, পূর্ব-বিদ্যমান ধারণা এবং প্রাথমিক অনুমান, এই বিষয়গুলি আর্থিক তথ্যের বিশ্লেষণকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

iii) মানসিক এবং আবেগগত প্রভাব (Psychologival and Enstional Influence) : হিসাবনিকাশকরণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আবেগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিসাবরক্ষক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপকদের প্রায়শই উচ্চ-চাপযুক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে কীভাবে আর্থিক ফলাফল দেখানো ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট করেন, যে সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

iv) সামাজিক ও সাংগঠনিক কারণসমূহ (Social and Organisational Reacous) : আচরণগত তত্ত্বে বলা হয়েছে যে হিসাবরক্ষক এবং আর্থিক পেশাদারগণ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন না। তারা তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হন। কর্মক্ষেত্রের কাজের সংস্কৃতি ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা এবং সহকর্মীদের প্রভাব কীভাবে আর্থিক সিদ্ধানগ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে তা এই তত্ত্বের মাধ্যমে জানা যায়।

v) আর্থিক বিবরণীর উপর প্রভাব (Inepart on Financial Reporting) : হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়গত বিচার্য (Subjective Judgements) বিষয় জড়িয়ে থাকে—যেমন অবচয় সম্পর্কে অনুমান, সম্পত্তির মূল্যায়ন, কখন রেভেনিউ স্বীকৃতি দিতে হবে ইত্যাদি। এই সব বিষয়ের সিদ্ধান্তগুলি নির্ভর করে পেশাদার বিচার, অভিজ্ঞতা এবং অনুমানের উপর। বিভিন্ন হিসাবরক্ষক একই পরিস্থিতি সাপেক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। যা আর্থিক প্রতিবেদনে বা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

vi) বিনিয়োগকারী ও বাজারের প্রতিক্রিয়া (Investor and Market Peactions) : এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিয়োগকারী এবং আর্থিক তথ্যের অন্যান্য ব্যবহারকারীরা সবসময় একইভাবে প্রতিবেদনগুলি ব্যাখ্যা করেন না। আর্থিক তথ্যের উপর তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা নিজের করে তাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর।

vii) হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে নৈতিক বিবেচনা (Ethical Considerations in Accounting) : হিসাবনিকাশকরণে আচরণ তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব (Ethical dilemmas) হিসাবরক্ষকদের অনেক সময় এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যেখানে তাকে নৈতিক নির্দেশিকা বা ব্যবসায়িক প্রত্যাশার মতো বিষয় দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়। নৈতিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আর্থিক কুল বিবৃতি, প্রতারণামূলক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। তবে আর্থিক স্বচ্ছতা ও আস্থা বজায় রাখার জন্য নৈতিক বিষয়গুলির সমাধান করা অপরিহার্য।

viii) নিয়ন্ত্রণমূলক ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রভাব (Regulatory and Sudit Inglications) :

আচরণগত বিষয়গুলি বোঝার মাধ্যমে ভালো নিয়মকানুন, কোম্পানি প্রশাসন নীতি এবং নিরীক্ষার অনুশীলনগুলি যথাযথভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়, যা আর্থিক নির্ভুলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। যেহেতু মানুষের আচরণ হিসাবনিকাশকরণের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে, তাই কারসাজি এবং জালিয়াতি রোধ করতে নিয়ন্ত্রক কঠোর নিদের্শিকা প্রয়োগ করে থাকে। আর্থিক বিবরণী পরীক্ষা করার সময় নিরীক্ষকদের অবশ্যই স্বাধীন থাকতে হবে এবং পক্ষপাতিত্ব এড়াতে হবে।

2.3 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে যুক্তি (Reasoaing in Accounting Theory)

হিসাবনিকাশকরণের নীতিসমূহ এবং মাননির্ণয়ের ন্যায্যতা এবং সেগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাকে হিসাবনিকাশকরণের তত্ত্বে যুক্তি বলে। কেন কিছু হিসাবনিকাশকরণের নিয়ম বিদ্যমান, কীভাবে সেগুলি প্রয়োগ করা উচিত এবং কীভাবে সেগুলি আর্থিক প্রতিবেদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলে তা বুঝতে এই যুক্তি সহায়তা করে, হিসাবনিকাশকরণ যুক্তি বলে যে আর্থিক বিরতিগুলি পদ্ধতিগত ভাবে প্রস্তুত করা হয় যার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং অধিক প্রতিবেদনের তুলনা করা সম্ভব হয়।

2.3.1 হিসাবনিকাশকরণে অবরোহী তত্ত্ব (Deductive Theory in Accounting)

হিসাবনিকাশকরণে বিভিন্ন নিয়ম এবং সেগুলির প্রয়োগ ও অনুশীলন করার জন্য বিস্তৃত তত্ত্ব তাত্ত্বিক ধারণার প্রয়োজন। হিসাবনিকাশকরণের নীতিগুলি গঠনের জন্য একটি যৌক্তিক পদ্ধতি হিসাবে অবরোহী তত্ত্বকে বিবেচনা করা হয়। এই তত্ত্বটি অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রকৃতি এবং আর্থিক তথ্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ ধারণা দিয়ে শুরু হয় (This theory starts with founlational Oxioms about the nature of economic reality and the phepose of finaancial information) পরপর ধাপে ধাপে হিসাবনিকাশকরণ নিয়মের একটি স্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করে। এর লক্ষ্য হল এমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো তৈরি করা যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য এবং সময়ের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক থাকে। এর ফলে হিসাবরক্ষকগণ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে একটি কাঠামোগত এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে সক্ষম হন। এই তত্ত্বকে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ (Top-down approach) বলে।

2.3.2 হিসাবনিকাশকরণে আরোহী তত্ত্ব (Inductive Theory in Accounting)

বাস্তব আর্থিক তথ্য এবং ব্যবসায়িক অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করে আরোহী তত্ত্ব হিসাবনিকাশকরণের নিয়ম তৈরি করে। এই তত্ত্ব নির্দিষ্ট বা স্থির কোনো ধারণাকে আঁকড়ে থাকে না। বরং যে নিদর্শন এবং প্রবণতা চলছে তার মাধ্যমে সাধারণ নীতিগুলি প্রস্তুত করে। এই তত্ত্বটি ব্যবহারিক এবং নমনীয়। ব্যবসা এবং অর্থনীতির বৃদ্ধির সাথে সাথে হিসাবনিকাশকরণের নিয়মগুলিকে পরিবর্তন করতে দেয়। যেহেতু এটি বাস্তবজীবনের উদাহরণের উপর নির্ভর করে, তাই এটি ভালো আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিয়মকানুন

উন্নত করতে সহায়তা করে।

2.3.3 অবরোহী বনাম আরোহী তত্ত্ব (Deductive Vs Inductive Theory in Accounting)

1. **অর্থ এবং পন্থা (Meaking and Sppriach)**

অবরোহী তত্ত্ব : এটি টপ-ডাউন পদ্ধতি অনুসরণ করে। এর অর্থ এটি সাধারণ হিসাবনিকাশকরণ অনুমান দিয়ে শুরু হয় এবং যুক্তিসম্মতভাবে সেগুলি থেকে নির্দিষ্ট নিয়ম এবং নীতিগুলি তৈরি করে। হিসাবনিকাশকরণে ধারাবাহিকতা এবং মানসম্মনকরণ (Consistancy and Standarsation) যাতে নিশ্চিত হয়, এই তত্ত্ব দ্বারা তা নির্ধারিত হয়।

আরোহী তত্ত্ব : এটি বটম-আপ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এর অর্থ হল এটি বাস্তব। বিশ্বের আর্থিক তথ্য পর্যবেক্ষণ করে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এই পর্যবেক্ষণগুলির উপর ভিত্তি করে সাধারণ হিসাবনিকাশকরণের নীতিগুলি প্রকাশ পায়। পূর্বনির্ধারিত তাত্ত্বিক অনুমানের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে। এই পদ্ধতিটি আর্থিক প্রতিবেদনের ধরণ, প্রবণতা এবং সাধারণ অনুশীলনগুলি চিহ্নিত করে এবং সেই অনুযায়ী নিয়মকাল তৈরি করে।

2. উন্নয়নের ভিত্তি (Basis of Decelopment) :

অবরোহী তত্ত্ব : এই তত্ত্বটি যুক্তি এবং ধারণাগুলির ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণ নিয়ম দিয়ে শুরু হয় এবং নির্দিষ্ট হিসাবনিকাশকরণের পরিস্থিতিতে সেগুলি প্রয়োগ করে।

আরোহী তত্ত্ব : এই তত্ত্বটি প্রকৃত আর্থিক প্রতিবেদনগুলি দেখে তৈরি করা হয়, এটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে শুরু হয় এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করে সাধারণ হিসাবনিকাশকরণ নিয়ম তৈরি হয়।

3. নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা (Flexibility and Adaptability) :

অবরোহী তত্ত্ব : এই তত্ত্বটি খুব নমনীয় নয়। এটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে এবং নতুন ব্যবসায়িক প্রবণতা দেখা দিলেও সহজেই এই তত্ত্বের পরিবর্তন হয় না।

আরোহী তত্ত্ব : এই তত্ত্বটি নমনীয়। নতুন আর্থিক অবস্থা এবং কারবারের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয় এবং তা গ্রহণ করে।

4. নিয়ম এবং মানদণ্ডের প্রকৃতি (Nature of Rules and Standards) :

অবরোহী তত্ত্ব : হিসাবনিকাশকরণের একটি কাঠামোগত নিয়মের সেট (Set of structured rules) এই তত্ত্ব তৈরি করে। এই নিয়মগুলি আর্থিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

আরোহী তত্ত্ব : ব্যবসাগুলি আসলে কীভাবে কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে এই তত্ত্ব হিসাবনিকাশকরণের নিয়মগুলি তৈরি করে। এটি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিকে আরও ব্যবহারিক এবং কার্যকর করে তোলে।

5. উদাহরণ (Examples)

অবরোহী তত্ত্ব : এই তত্ত্ব অনুযায়ী হিসাবনিকাশকরণে প্রাপ্ত-প্রদেয় ভিত্তিতে (Decrual basis) লেনদেনকে

লিপিবদ্ধ করা হয়, অর্থগ্রহণ বা প্রদান করা হয় তার ভিত্তিতে নয়।

আরোহী তত্ত্ব : কারবারগুলি সাধারণত তাদের সম্পত্তি মূল ক্রয় মূল্যে (Original Purchase Price) লিপিবদ্ধ করে। সেগুলি লক্ষ্য করার পর ঐতিহাসিক ব্যয় নীতিটি (Historical Cast) নীতিটি তৈরি করা হয়েছে।

2.4 হিসাবনিকাশকরণে ঘটনা পদ্ধতি (Event Approach in Accounting)

হিসাবনিকাশকরণে ঘটনা পদ্ধতি এই কথা বলে যে অর্থনৈতিক ঘটনা যখন সংগঠিত হচ্ছে তখনই তাকে স্বীকৃতি ও হিসাববদ্ধ করা প্রয়োজন। যখন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নগদ অর্থ পাওয়া যাবে তখন নয়। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল লেনদেন এবং ঘটনাগুলির প্রকৃত অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে ধরা। এর মাধ্যমে কোম্পানির আর্থিক অবস্থান এবং কর্মক্ষমতা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে। এটি হিসাবনিকাশকরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য প্রদের ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

2.4.1 হিসাবনিকাশকরণে মূল্য পদ্ধতি (Value Approach in Accounting) :

সম্মতি, দায় এবং ইক্যুইটির মূল্যকে ঐতিহাসিক ব্যয়ের পরিবর্তে বাজার মূল্যে সেগুলি পরিমাপ ও প্রতিবেদনে সেগুলিকে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখানো হয়ে তাকে হিসাবনিকাশকরণে মূল্য পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল কোম্পানির আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে আরও সঠিক এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করা, যার ফলে কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়ের সঠিক আর্থিক মূল্য দেখানো সম্ভব হয়।

2.4.2 হিসাবনিকাশকরণে ঘটনা পদ্ধতি বনাম মূল্য পদ্ধতি (Event Appro in Accounting)

হিসাবনিকাশকরণে ঘটনা পদ্ধতি ও মূল্য পদ্ধতির মধ্যে তুলনা নিচে আলোচিত হল।

i) সংজ্ঞা (Definition)

ঘটনা পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক ঘটনা যখন সংগঠিত হচ্ছে, তখনই তার স্বীকৃতি ও হিসাববদ্ধ করা প্রয়োজন, ঘটনা ঘটার সাপেক্ষে যখন নগদ অর্থ পাওয়া যাবে তখন হিসাববদ্ধ করা হবে না।

মূল্য পদ্ধতি : সম্পত্তি, দায় এবং ইক্যুইটির মূল্যকে ঐতিহাসিক ব্যয়ের পরিবর্তে বাজার মূল্যে পরিমাপ ও রিপোর্ট করা হয়, তাকে মূল্য পদ্ধতি বলে।

ii) উদ্দেশ্য (Purpose)

ঘটনা পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র আর্থিক ঘটনা নয়, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বিচার করা হয়।

স্টেকহোল্ডারগণ শুধুমাত্র আর্থিক তথ্যের উপর নির্ভর করে না। এর বাইরে গিয়ে আরও বিস্তৃত কারণ অনুসন্ধান করে যার উপর ভিত্তি করে তারা সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মূল্য পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে তথ্যের ব্যবহারকারীরা এমন উপাত্তের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে যা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল স্টেকহোল্ডারগণ কোম্পানির প্রকৃত অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। এই পদ্ধতি আর্থিক বিবৃতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করে।

iii) তথ্যের পরিধি (Information Scope)

ঘটনা পদ্ধতি : এই পদ্ধতিটি বৃহৎ পরিসরে তথ্যের অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্ব দেয়, যা আর্থিক প্রতিবেদনকে বিস্তৃত করে তোলে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রেকর্ড করার মাধ্যমে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি।

মূল্য পদ্ধতি : সম্ভবত কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি বাদ দিয়ে, কোম্পানির মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক অথচ সংক্ষিপ্ত তথ্যকে এই পদ্ধতি অগ্রাধিকার দেয়, যা কোম্পানি মূল্যায়ণের সময় স্টেকহোল্ডারদের কাজে লাগে।

iv) প্রয়োগ (Application)

ঘটনা পদ্ধতি : এই পদ্ধতিটি এমন পরিস্থিতিতে কার্যকর হয় যেখানে সমস্ত কার্যকলাপ বোঝা অপরিহার্য, যেমন ম্যানেজেরিয়াল অ্যাকাউন্টিং। এখানে বিশদ বিষয়ের আলোচনা করা হয় যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত এবং কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয়।

মূল্য পদ্ধতি : এই পদ্ধতি সাধারণভাবে আর্থিক হিসাবনিকাশকরণ এবং প্রতিবেদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য এবং কার্যকর্মের স্পষ্ট ধারণা এই পদ্ধতিতে জানা সম্ভব হয়, যা স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগে।

V) সুবিধাসমূহ (Advantages)

ঘটনা পদ্ধতি : কেবলমাত্র আর্থিক বিষয়ের মধ্যে এই পদ্ধতির দৃষ্টি নিবন্ধ করে না। এর সাথে কোম্পানির কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণও প্রদান করে। এর মাধ্যমে কোম্পানির কার্যকলাপ এবং তার ফলাফল কেন এমন হল সে সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান করে।

মূল্য পদ্ধতি : এই পদ্ধতিটি অবলম্বনের ফলে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় যা বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। যেহেতু মূল্য সম্পর্কিত তথ্যের উপর এই পদ্ধতি জোড় দেয়। সেজন্য স্টেকহোল্ডারদের মূল্যায়ণের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা করা যায় এবং এই বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় যে স্টেকহোডারদের প্রাসঙ্গিক অর্ন্তদৃষ্টি আছে কি নেই।

2.5 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের পদ্ধতি (Methodology in Accounting Theory)

হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের বিভিন্ন ধারণা, মান এবং অনুশীলনের পদ্ধতিগুলিকে গড়ে তোলা, তাদের মূল্যায়ন এবং পরিমার্জন করতে যে সব নীতি, অনুমান এবং পদ্ধতি প্রয়োজন তার গঠনগত কাঠামোকে হিসাকনিকাশকরণ তত্ত্বের পদ্ধতি বলে। এটি দার্শনিক ভিত্তি, যৌক্তিক কারণসমূহ এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

2.5.1 হিসাবনিকাশকরণে তত্ত্বে ধণাত্মক পদ্ধতি (Positive Methodology in Accounting Theory)

হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে ধণাত্মক পদ্ধতি হল একটি অভিজ্ঞানলব্ধ পদ্ধতি (Enupirical approach) এটি আদর্শমূলক নীতির পরিবর্তে (Normative Proniciples) বাস্তব বিশ্বের যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তার উপর দাঁড়িয়ে হিসাবনিকাশকরণের অনুশীলন গুলির (Practice in accounting) ব্যবস্থা ও তার উপর ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে।

2.5.2 আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি (Normative Methodology)

এই তত্ত্ব ধনাত্মক পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য হিসাবরক্ষকদের যে সব কার্যপ্রণালী বা কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত সে সম্পর্কে যথাযথ পথনির্দেশ করা এই তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বগুলি 'কি করা হয়' তার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার চেয়ে 'কি হওয়া উচিত' তার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়, এই তত্ত্বগুলি বর্ণনামূলক (Descriptive) নয় বলে এগুলিকে বাস্তবে পরীক্ষা করা কষ্টকর।

2.5.3 হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে ধণাত্মক পদ্ধতি বনাম আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি (Positive Vs Normative Methodology in Accounting Theory)

হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে ধণাত্মক এবং আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতির পার্থক্যগুলি নিচে সংক্ষেপে আলোচিত হল :

i) সংজ্ঞা (Definition) : বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে হিসাবনিকাশকরণের অনুশীলন এবং আর্থিক ভবিষ্যদ্বাণী ধণাত্মক পদ্ধতিতে সম্ভব। অপরপক্ষে তাত্ত্বিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে আদর্শ হিসাবনিকাশকরণের নীতি নির্ধারণের সাথে যুক্ত হল আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি।

ii) প্রকৃতি (Nature) : ধণাত্মক পদ্ধতি হল বর্ণনামূলক এবং ব্যাখ্যামূলক, যেখানে আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি হল ধারণাগত এবং আদর্শগত।

iii) উদ্দেশ্য (Purpose) : ধণাত্মক পদ্ধতির লক্ষ্য হল হিসাবনিকাশকরণ আচরণ বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎবাণী করা। আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতির লক্ষ্য হল সর্বোত্তম হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনের (Optimal accounting prine...len) সুপারিশ করা।

iv) ভিত্তি (Basis) : ধণাত্মক পদ্ধতি হল অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা এবং বাস্তব বিশ্বের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল, যেখানে আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি যৌক্তিক কারণ (Logical ....) এবং মূল্য বিচারের উপর নির্ভর করে।

v) প্রয়োগ (Application) : ধণাত্মক পদ্ধতি শিক্ষামূলক গবেষণা এবং অর্থনৈতিক মডেলে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে হিসাবনিকাশকরণ মান নির্ণয় এবং নিয়ন্ত্রক নীতির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

vi) উদাহরণ (Example) : ধণাত্মক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে যে প্রতিষ্ঠানগুলি কোন্ যুক্তিতে অবচয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে, যেখানে আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি বলে যে আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য অবচয়ের কোন্ পদ্ধতিটি আদর্শ।

2.6 সারাংশ

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা, ধারাবাহিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিশ্চিত করার জন্য হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্ব এমন একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রস্তুত করে, যার মাধ্যমে আর্থিক তথ্য যথাযথভাবে সংগঠিত ও উপস্থাপন করা যায়। এই কাঠামো তত্ত্ব থেকে যে সকল বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা ধারণা পেলাম—যেমন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব, আচরণগত তত্ত্ব, যুক্তির তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়। এই একক থেকে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সম্পর্কে আপনারা অবগত হলেন।

2.7 প্রশ্নাবলী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলি :

1. নিম্নলিখিত কোন্‌টি হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বকে সঠিক হিসাবে বিবেচনা করে?
   (ক) এটি ঐতিহাসিক লেনদেনগুলি হিসাববদ্ধ করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
   (খ) এটি স্টেকহোল্ডারদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে হিসাবনিকাশকরণ তথ্যের ভূমিকার উপর জোর দেয়।
   (গ) আর্থিক বিবরণী শুধুমাত্র নিয়ম মেনে চলার দলিল এটি তা নির্দেশ করে।
   (ঘ) এটি আর্থিক তথ্যের ব্যাখ্যার প্রভাবকে গুরুত্ব দেয় না। (খ)

2. হিসাবনিকাশকরণে আচরণগত তত্ত্ব নিম্নলিখিত কোনটির সাথে সম্পর্কিত?
   (ক) মানুষের আচরণের উপর হিসাবরক্ষণের প্রভাব।
   (খ) আর্থিক বিবরণীর প্রযুক্তিগত নির্ভুলতা।
   (গ) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি আইনি কাঠামো দ্বারা পরিচালিত।
   (ঘ) হিসাবনিকাশকরণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ব্যয় নীতি। (ক)
3. হিসাবনিকাশকরণে অবরোহীতত্ত্ব নিম্নলিখিত কোন নীতির উপর নির্ভর করে?
   (ক) অতীতের হিসাবরক্ষক পদ্ধতির বিশ্লেষণ।
   (খ) আর্থিক লেনদেনের পর্যবেক্ষণ।
   (গ) আইন প্রণয়ক দ্বারা নির্ধারিত।
   (ঘ) মৌলিক অনুমান থেকে যৌক্তিক যুক্তি (ঘ)
4. হিসাবনিকাশকরণে আরোহী তত্ত্বটি নিম্নলিখিত কোন বিকল্পের সাথে সম্পর্কিত?
   (ক) বিদ্যমান হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলনের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করে।
   (খ) মৌলিক নীতি থেকে যৌক্তিক নীতি প্রয়োগ করে।
   (গ) নিয়ন্ত্রকদ্বারা প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে।
   (ঘ) বাস্তব প্রমাণ ছাড়াই অনুমানকে ব্যবহার করে। (ক)
5. হিসাবনিকাশকরণে আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত কোন্ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?
   (ক) হিসাবনিকাশকরণ কীভাবে করা উচিত তা নির্ধারণ করা।
   (খ) বিদ্যমান হিসাবনিকাশকরণ অনুশীলন বর্ণনা করা।
   (গ) ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেনদেন হিসাববদ্ধ করা।
   (ঘ) হিসাবনিকাশকরণের তাত্ত্বিক কাঠামো উপেক্ষা করা। (ক)

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

1. হিসাবনিকাশকরণে কাঠামো তত্ত্বের সংজ্ঞা দিন।
2. হিসাবনিকাশকরণে ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব কাকে বলে।
3. হিসাবনিকাশকরণে আচরণগত তত্ত্বের সংজ্ঞা কী?
4. হিসাবনিকাশকরণে তত্ত্বে যুক্তি বলতে কী বোঝায়?
5. হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বের পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

গ। দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

1. হিসাবনিকাশকরণ কাঠামো তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

2. হিসাবনিকাশকরণের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
3. হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
4. অবরোহী বনাম আরোহী তত্ত্বের সম্বন্ধে লিখুন।
5. হিসাবনিকাশকরণে ঘটনা বনাম মূল্য পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
6. হিসাবনিকাশকরণ তত্ত্বে ধণাত্মক বনাম আদর্শজ্ঞাপক পদ্ধতি আলোচনা করুন।

একক-3 : মূলধন [Capital]

গঠন

3.0 উদ্দেশ্য

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 গুরুত্বপূর্ণ ধারণা—মূলধন

3.2.1 হিসাবরক্ষণের ধারণায় মূলধন

3.2.2 অর্থনীতিতে মূলধনের ধারণা

3.2.3 হিসাবরক্ষণে মূলধনের ধারণা ও অর্থনীতিতে মূলধনের ধারণার মধ্যে পার্থক্য

3.3 মূলধনের বৈশিষ্ট্য

3.4 মূলধনের শ্রেণীবিন্যাস

3.5 মূলধনের পরিমাপ

3.5.1 মূলধন পরিমাপের রীতি

3.5.2 মূলধন পরিমাপের সমস্যা

3.5.3 মূলধন ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক

3.6 মূলধনের সংরক্ষণ

3.7 সারাংশ

3.8 অনুশীলন

3.0 উদ্দেশ্য

এই একটি পড়ে আপনারা যে বিষয়গুলো জানতে পারবেন সেগুলি হলঃ—

- মূলধন বলতে আমরা কি বুঝি
- মুলধনের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণীবিভাগ
- মূলধনের পরিমাপ কিভাবে করা হয়
- মূলধনের সংরক্ষণ

3.1 প্রস্তাবনা

অভিধানগত অর্থে মূলধন বলতে আমরা বুঝি শুরুতে বা মুলে নিয়োজিত ধন বা সম্পদকে। কোনো কারবার শুরুতে এবং পরিচালনা করতে যে সম্পর্ক নিয়োজিত হয় তাকে শব্দগত অর্থে মূলধন বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে মূলধনের ধারণাটি খুব সহজ নয়।

3.2 গুরুত্বপূর্ণ ধারণা—মূলধন

এই এককটি পড়ে আমরা মূলধন সম্পর্কে এক সুন্দর ধারণা লাভ করতে সক্ষম হব।

3.2.1 হিসাবরক্ষণের ধারণায় মূলধন (Accounting Concept of Capital)

হিসাবরক্ষণে মূলধনের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। হিসাবশাস্ত্রবিদ্দের মধ্যে মূলধনের ধারণআ সম্পর্কে বিভিন্ন মত-পার্থক্য দেখা যায়। যে সম্পদ সমষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি হয় তাকেই হিসাবরক্ষণে মূলধন বলা হয়। মূলধন মালিকের কাছে একটি দায়। হিসাবরক্ষণে মূলধনকে সাধারণত তিনটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করা হয়। এইগুলি হল—

ক) সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী

খ) প্রথাগত উর্দ্ধতপত্র দৃষ্টিভঙ্গী

গ) কোম্পানীর উদ্বর্তপত্র দৃষ্টিভঙ্গী

(ক) **সাদারণ দৃষ্টিভঙ্গী** (Capital in General outlook): সাধারণত ব্যবসায়ে মালিকের দ্বারা নিয়োজিত নগদ অর্থকে মূলধন বলা হয়। কিন্তু বাস্তব চিত্র বা সম্পূর্ণ আলাদা। বাস্তবে শুধু নগদ অর্থ মূলধন হয় না। যে সম্পদ সমষ্টি নতুন আয় সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলা যায়। অনেক সম্পদের মধ্যে নগত অর্থ একটি অন্যতম সম্পদ। নগদ অর্থ ছাড়া অন্য অনেক সম্পদ আছে যেখান থেকে আয় সৃষ্টি হয়। তাই কেবলমাত্র নগদ অর্থকে মূলধন হিসেবে বিবেচনা করলে মূলধনের দারণআটি ব্যাপকতা হারায় এবং এক সংকীর্ণ ধারণায় পরিণত হয়।

(খ) **অর্থাগত উদ্বর্ত পত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে মূলধন** (Capital as per conveational balance sheet outlook: এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে প্রতিষ্টানের মোট সম্পদে মালিক বা মালিকদের যে পরিমাণ দাবি থাকে তাকেই মূলধন বলা হয়। বিশদভাবে বিচার করে বলা যায় যে প্রতিস্ঠনের মোট সম্পদের মূল্য থেকে ইহার পাওনাদারদের দারির অর্থমূল্য বাদ দিলে যে অবশিষ্ট থাকে তাকে প্রতিষ্ঠানের মূলধন বলে। অনেক সময় একে অবশিষ্ট ইকুইটি নামেও বলা হয়। কিন্তু অনেকে আবার অবশিষ্ট ইকুটি নাম বলতে ইচ্ছুক নয়। কারণ অবশিষ্ট ইকুইটি সম্পদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু মূলধন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। মূলধন হন সেই মজুত সম্পদের পরিমাণ যার উপর প্রতিষ্ঠানের দাবি অনিয়ন্ত্রিত।

গ) **কোম্পানী উর্দ্ধতপত্রের দৃষ্টিতে মূলধন** (Capital on the basis of Company BalanceSheet):

যৌথ মূলধনী কোম্পানী প্রবর্তনের পর মূলধন সম্পর্কে এক নতুন ধারণা তৈরি হয়েছে। এই নতুন ধারণার নাম হল আহনগত ধারণা। সকলেরই জানা আছে যে কোম্পানীর মূলধন নির্দিষ্ট মূল্যের শেয়ারের দ্বারা বিভক্ত। শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা কোম্পানী যে মূলধন সংগ্রহ করে তা স্থায়ী হয়। কোম্পানী আইন অনুযায়ী লাভ বা লোকসান হলে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের কোন পরিবর্তিত হয় না। কারণ লাভ বা লোকসান শেয়ার মূলধনে যোগ-বিয়োগ না করে আলাদাভাবে উদ্বর্তপত্রে দেখানো হয়. কোম্পানীর শেয়ার মূলধন অপরিবর্তিত থাকলেও শেয়ারগ্রহীতাদের কোতম্পানীর কাজে দারি এ আদায়ীকৃত শেয়ার মলধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

3.2.2 অর্থনীতিতে মূলধনের ধারণা (Economic Concept of Capital)

হিসাবশাস্ত্রবিদ এবং অর্থনীতিবিদ—এই উভয়ের মধ্যে মূলধন সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। অর্থনীতিবিদরা পুনরায় উপাদনের জন্য সঞ্চিত উৎপাদিত পণ্যকে মূলধন বলে বিবেচনা করে থাকেন। অতীত উৎপাদনের যে অংশ ভোগ না করে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকেই অর্থবিদ্যার মূলধন বলে। মূলধনকে কেবলমাত্র অতীত শ্রমের ফল হিসেবে মনে করা হলেও অনেক সম্পদকে মূলধন বলা হয় না। যেমন জমি। জমি অতীত শ্রমের কমলনয়, এমনকি মানুষ দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ নয়। এই কারণে অর্থনীতিবিদরা জমিকে মূলদন হিসেবে বিবেচনা করেন না, অথচ যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি প্রভৃতিকে তাঁরা মূলধন বলে বিবেচনা করেন। হিসাবরক্ষণের ধারণা অনুযায়ী জমি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত সম্পদ ও মূলধন। তাই জমিকে মূলধন হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদরে সাথে হিসাবশাস্ত্রবিদদের মতপার্থক্য রয়েছে। আবার মূলধনের অর্থনৈতিক ধারণা অনুযায়ী নগদগ (cash) অর্থ মূলধন নয়। নগদ অর্থ কেকন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দেওয়া এক প্রতিশ্রুতি মাত্র। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নগদ অর্থ মূলদন নয় কিন্তু কোনো ব্যক্তির কাছে নগদ অর্থ মূলধন। তাই মূলধন নিয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য সর্বদাই বিদ্যমান। হিসাবরক্ষকগণ এবং অর্থনীতিবিদগণ একে অপরের থেকে অন্য দৃষ্টিতে মূলধনকে দেখে থাকেন।

3.2.3 হিসাবরক্ষণে মূলধনের ধারণা ও অর্থনীতিতে মূলধনের ধারণার মধ্যে পার্থক্য

(ক) হিসাবরক্ষণের ধারণায় মালিকের বিনিয়োজিত অর্থ বা সম্পদই হল মূলদন আর অর্থনীতির ধারণায় উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে মলধন বলা হয়।

(খ) হিসাবরক্ষণের ধারণায় মূলধন মূলত সত্তাতত্ত্বের (entity concept) উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অর্থনীতির ধারণায় মূলদন মালিকানা তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল।

(গ) হিসাবরক্ষণের ধাণায় মূলধনকে প্রতিষ্ঠানের দায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় আর অর্থনৈতিক ধারণায় মূলধনকে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ঘ) হিসাবরক্ষণের ধারণায় মূলধনকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্ব দেওয়া হয় কিন্তু অর্থনৈতিক ধারণায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মূলধনকে বিবেচনা করা হয়।

(ঙ) নগদ অর্থ, জমি হিসাবরক্ষণের ধারণায় মূলধন কিন্তু অর্থনৈতিক ধারণা এরা মূলধন নয়।

3.3 মূলধনের বৈশিষ্ট্য

মূলধন সম্পর্কে হিসাবরক্ষণের ধারণা এবং অর্থনীতির ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা মূলধনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করি তা হল নিম্নরূপ:

(ক) আয় সৃষ্টি বা লাভ অর্জন করা মূলধনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মলধন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগত বা সামাজিক আয় সৃষ্টির জন্য অন্যতম এক মাধ্যম।

(খঃ) মূলদন হল মানুষের অতীত পরিশ্রমের ফল। মানুষের অতীত কাজকর্ম বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে মূলধন দ্রব্যের সৃষ্টি।

(গ) সঞ্চয় থেকে মূলধনের সৃষ্টি। যখন উৎপাদিত পণ্য ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে ভবিষ্যতে উৎপাদন কাজে ব্যবহারের সঞ্চয় করা হয় তখন তাকে মূলধন বলা হয়।

(ঘ) মূলধন পরিবর্তনশীল। মাঝেমাঝে ইহা পরিবর্তিত হয়. উদাহরণস্বরূপ অবচয় মূলধন হ্রাস করে আবার নীট আয় মূলদন বৃদ্ধি করে।

(ঙ) মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে। অধিক মূলধন অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে। তাই মূলধন হল উৎপাদনশীল।

(চ) সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে মূলধনের ক্ষয় রোধ করা যায়। মূলধনকে সব সময়ই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মূলধন নিঃশেষ হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

(ছ) মূলধন যদিও নীট সম্পদসমষ্টি, তথাপি ব্যবসায়ের কাছে এটি একটি দায় মনে হয়।

3.4 মূলধনের শ্রেণীবিভাগ

মূলধনকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়:

i) উৎসের দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ

ii) মালিকানার দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ

iii) কাজের দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ

i) **উৎসের দিক থেকে মূলধনের শ্রেণীবিভাগ:** উৎসের দিক থেকে মূলধনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (ক) নিজস্ব মূলধন; (খ) অভ্যন্তরে সৃষ্ট মূলধন এবং (গ) ঋণ মূলধন। নিম্নে এই তিনভাগকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(ক) **নিজস্ব মূলধন:** কারবারে মালিক দ্বারা বিনিয়োজিত মূলধনকে নিজস্ব মূলধন বলে। সত্তার দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজস্ব মূলধন হল কারবারের দায়। এক মালিকী কারবারে মালিক, অংশীদারী কারবারে অংশীদারেরা এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা এই নিজস্ব মূলধন সরবরাহ করে থাকেন।

(খ) **অভ্যন্তরে সৃষ্ট মূলধন:** কারবরের লাভের অবশিষ্ট অংশের সঞ্চয়কে অভ্যন্তরে সৃষ্ট মূলধন বলে।

কারবারের আয় অর্জনের লক্ষে সম্পাদিত কাজকর্মের ফলে সৃষ্ট লাভের অবশিষ্ট অংশকে বলা হয় অভ্যন্তরে সৃষ্টি মূলধন।

(গ) **ঋণ মূলধন:** কারবারের বাইএরর পক্ষদের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে যে মূলধন সংগ্রহ করা হয় তাকে ঋণ মূলধন বলে। ঋণ মূলধন স্বল্প-মেয়াদী এবং দীর্ঘ-মেয়াদী এই দুই প্রকারের হতে পারে। কোম্পানীর ঋণপত্র, ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ, ধারে পণ্য ক্রয় ইত্যাদি ঋণ মূলধনের উদাহরণ।

ii) **মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মূলধনের শ্রেণীবিভাগ:** মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গীতে মূলধনকে দুভাগে ভাগ করা হয়।যেমন (ক) মালিকানা বা ইকুইটি মূলধন, এবং (খ)দেনা বা ঋণ মূলধন, নীচে এই দুই ধরন মূলধন সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(ক) **মালিকনা মূলধন:** প্রতিষ্ঠানের সম্পদে মালিকপক্ষের দাবি বা অধিকারকে মালিকানা মূলদন বলে। কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই মূলধনের অপর নাম হল ইকুইটি মূলধন। প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ থেকে মোট ঋণ মূলধন বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই মালিকানা মূলধন বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে নিজস্ব মূলধনের সঙ্গে অবণ্টিত লাভ যোগ করে, যোগফল থেকে অবণ্টিত ক্ষতি যদি থাকে তবে তা বিয়োগ করে মালিকানা মূলধন নির্ধারণ করা হয়।

(খ) **ঋণ মূলধন:** ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে এই ঋণ মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

iii) **কাজের দিক থেকে মূলধনের শ্রেণীবিভাগ:** এই ক্ষেত্রে মূলধনকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (ক) স্থায়ী মূলধন এবং (খ) চলতি বা অবর্তিত মূলধন। নীচে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(ক) **স্থায়ী মূলধন:** মূলধনের যে অংশ স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহে নিয়োজিত করা হয় স্থায়ী মূলধন বলা হয়. স্থায়ী বলার অন্যতম কারণ হল এই মূলধনের দ্বারা সংগৃহীত স্থায়ী সম্পদগুলির সাহায্যে ব্যবসায় প্রতি, ঠান দীর্ঘকালীন সুবিদা ভোগ করে। বাড়ি, যন্ত্রপাতি আসবাপপত্র ইত্যাদি এই মূলধনের উদাহরণ।

(খ) **চলতি মূলধন:** যে মূলধন বার বার আবর্তিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্রয় ও বিক্রয় প্রক্রিয়া চালু রাখতে সাহায্য করে তাকে চলতি বা আবর্তিত মূলধন বলে। কাঁচমাল, মজুতপণ্য, নগদ অর্থ ইত্যাদি চলতি মূলধনের উদাহরণ।

চলতি বা আবর্তিত মূলধনের যে অংশ কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয় তাকে কার্যকর মূলধন বলে। কার্যকর মূলধন আবার দুই প্রকারের। যেমন মোট কার্যকর মূলধন এবং নীট কার্যকর মূলধন।

3.5 মূলধনের পরিমাপ

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত মোট মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে মূলধনের পরিমাপ বলা হয়। হিসাবরক্ষণে মূলধন পরিমাপের সাধারণ চারটি রীতি আছে। এই রীতিগুলি হল—(ক) মোট সম্পদ রীতি; (খ) স্থায়ী সম্পদ ও কার্যকর মূলধন রীতি; (গ) মালিকানা রীতি এবং (ঘ) মালিকানা তহবিল রীতি। নীচে এই চার ধরনের রীতিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

3.5.1 মূলধনের পরিমাপের রীতি

(ক) **মোট সম্পদ রীতি:** এখানে কোনো কারবারের মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে তার মূলধন পরিমাপ করা হয়। মোট সম্পদকে মূলধন হিসেবে বিবেচনা করা হয় বলে এই রীতি অনুযায়ী মোট সম্পদ সংগ্রহে অর্থ সরবরাহকারী বিভিন্ন পক্ষকে প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে গণ্য করা হয়।

(খ) **স্থায়ী সম্পদ ও কার্যকর মূলধনব রীতি:** এই রীতিতে মোট সম্পদগুলি বিবেচনা না করে কেবলমাত্র স্থায়ী সম্পদ ও কার্যকর মূলধনের পরিমাপকে মূলধন পরিমাপের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চলতি বা আবর্তিত সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দেবার পর অবশিষ্ট অর্থকে বলা হয় কার্যকর মূলধন। এই কার্যকর মূলদন ও স্থায়ী সম্পদের যোগফলকে বলা হয় কারবারের মোট মূলধন। এখানেও অর্থ সরবরাহকারী বিভিন্ন পক্ষকে কারবারের মালিক হিসাবে গণ্য করা হয়।

(গ) **মালিকনা দ্বত্ব রীতি:** এই রীতি অনুযায়ী মূলদন পরিমাপে সম্পদের উপর অধিকারকের গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারবারের সম্পদ সমষ্টিকে ঐ সম্পদ সমষ্টির উপর মোট অধিকারের অর্থমূল্যের সমান ধরা হয়। সম্পদের উপর এই অধিরাককে মালিকানা স্বত্ব বলাহয়।

(ঘ) **মালিকানা তহবিল রীতি:** এক্ষেত্রে মালিকদের নিয়োজিত তহবিলকে প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাহ্যিক পক্ষদের থেকে নেওয়া ঋণকে মূলদন হিসেবে ধরা হয় না। অতএব এই রীতিতে কারবারের মোট সম্পদ থেকে বার্হ্যিক দেন। বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মূলদন পরিমাপ করা হয়।

3.5.2 মূলধনের পরিমাপের সমস্যা

মূলধন পরিমাপের সব রীতিগুলো বিশ্লেষণ করে এটা খুব স্পষ্ট যে সব রীতিতেই মূলধনকে অর্থমূল্যে পরিমাপ করতে হয়। প্রচলিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে সম্পদের নগদ অর্থমূল্য পরিমাপ করা হয় অতীত মূল্য ব্যয়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ সম্পদগুলিকে প্রকৃত ক্রয়মূল্যে পরিমাপ করা হয়। অতীত মূল্যের ভিত্তিতে পরিমাপের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবধা দেখা দেয়. যেমন পরিবর্তনশীল মূল্যস্তরের পরিস্থিতিতে অতীত ব্যয় বা ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হলে তা সম্পদের প্রকৃত অর্থমূল্য নির্দেশ করে না। কারণ ক্রয় ও পরিমাপের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাহ্রাসের জন্যসম্পদের বাজার মূল্যের বা প্রতিস্থাপন মূল্যের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। তাই অতীত মূল্যের ভিত্তিতে পরিমাপ করলে প্রতিষ্ঠানেরসঠিক মূলধন নির্ধারিত হয় না।

আবার মূলধন পরিমাপ নির্ভর করে মূলদন কি উদ্দেশ্যে পরিমাপ করা হবে তার উপর। এই উদ্দেশ্য ঠিক করার বিষয়টি অনেকে সময় সমস্যার সৃষ্টি করে। এক একটি উদ্দেশ্যের জন্য মূলধন পরিমাপে এক একরকম রীতির প্রয়োগ করতে হয় বলে মলধন সম্পদে কোনো সাধারণ ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

3.5.3 মূলধন ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক

অর্থনীতিতে মূলধন ও আয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সম্পদ সমষ্টি, অপরদিকে আয় হচ্ছে মূলধনের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট সুবিধা বা সেবাকর্মের সমষ্টি। অতএব অর্থনীতিতে মূলধন হল সম্পদের ভাণ্ডার এবং আয় ঐ মজুত ভাণ্ডার থেকে সেবা বা উপযোগিতার প্রবাহ।

হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে মূলধন এবং আয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে মজুত সম্পদ হল মূলধন। আর ঐ মূলধন ব্যবহারের ফলে সুবিধা বা সেবার অন্তঃপ্রবাহ হল আয়। হিসাবরক্ষণে মূলধন থেকে সৃষ্ট আয়ের ভোগের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। মূলধন কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে জলাধারে সঞ্চিত জলের সঙ্গে এবং আয় ঐ জলাধার থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্গত জলের সঙ্গে তুলনীয়। আর মূলধনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আয় বিবরণী ও উর্দ্বতপত্র এর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি্তে ব্যাখ্যা করা যায়।

3.6 মূলধনের সংরক্ষণ

আয় প্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কারবারের মূলধনকে অটুট বা অক্ষুণ্ণ রাখাই হল মূলধন সংরক্ষণ। আয় বণ্টনের আগে মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। হিসাবরক্ষণ কালের প্রারম্ভিক মূলধনের সমপরিমাণ অর্থ হিসাবরক্ষণকালে অন্তিমে মজুত থাকলে অর্থাৎ এক থাকলে মূলধন সংরক্ষিত আছে বলে ধরা হয়। অতএব মূলধন সংরক্ষণের অর্থ হল মূলধন অক্ষত রাখা। মূলধন সংরক্ষণের সাধারণত তিনটি প্রচিলত ধারণা আছে। যেমন (i) আর্থিক মূলধন সংরক্ষণ, (ii) সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা আর্থিক মূলধন সংরক্ষণ, এবং (iii) স্বাভাবিক বা কার্যকর মূলধন সংরক্ষণ।

আর্থিক মূলদন সংরক্ষণ ধারণায় মূলধনের বা সম্পদের আর্থিক মূল্য তা লিখিত মূল্য সংরক্ষণ করা হয় সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা আর্থক মূলদন সংরক্ষণ ধারণায় অর্থনৈতিক মূলধনের ক্রয় ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য সম্পদের অতীত ব্যয় বা ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

কার্যকর মূলধন সংরক্ষণের ধারণায় প্রতিষ্ঠানের মূলধনের কার্যকর বা স্বাভাবিক ক্ষমতার সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

3.7 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আমরা যে বিষয়গুলি জানতে পারলাম সেগুলি হল:

i) মূলধন সম্পর্কে ধারণা

ii) মূলধনের বৈশিষ্ট এবং শ্রেণীবিভাগ

iii) মূলধনের পরিমাপ

iv) মূলধন এবং আয়ের মধ্যে সম্পর্ক

v) মূলধনের সংরক্ষণ

3.8 অনুশীলনী

এম সি কিউ প্রশ্নাবলী

1. অভিধানগতভাবে মূলধন হল—নিয়োজিত সম্পদ

(ক) মূলে (খ) শেষে (গ) মাঝামাঝি (ঘ) তিনমাস পরে

উত্তর (ক)

2. সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে—মূলধন বলা হয়

(ক) নগদ অর্থকে (খ) যন্ত্রপাতিকে (গ) জমিকে (ঘ) আসবাবপত্রকে

উত্তর (ক)

3. অর্থনীততে—কে মূলধন বলা হয় না।

(ক) যন্ত্রপাতি (খ) জমি (গ) ঘরবাড়ি (ঘ) আসবাপত্র

উত্তর (খ)

4. হিসাবরক্ষণ ধারণায় মূলধন—তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল

(ক) সত্তা (খ)মালিকানা (গ) ভাণ্ডার (ঘ) একমালিকানা

উত্তর (ক)

5. অর্থনীতিতে মূলধন—তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল

(ক) সত্তা (খ) ভাণ্ডার (গ) মালিকনা (ঘ) মজুত

উত্তর (গ)

(খ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

1. মূলধন বলতে কী বোঝেন? 2. কার্যকর মূলধন কাকে বলে?

3. আবর্তিত মূলধন কাকে বলে? 4. মালিকানা মূলধন বলতে কী বোঝেন?

5. স্থায়ী মূলধনের সংজ্ঞা দিন।

(গ) **দীর্ঘ প্রশ্নাবলী**

1. মূলধনের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করুন। 2. মূলধন ও আয়ের সম্পর্ক আলোচনা করুন

3. মূলধনের সংরক্ষণ ব্যাখ্যাকরুন 4. অর্থনীতিতে মূলধনের ধারণা আলোচনা করুন

5. হিসাবরক্ষণে মূলধনের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

একক-4 : আয় [Income]

গঠন

4.0 উদ্দেশ্য

4.1 প্রস্তাবনা

4.2 হিসাবরক্ষণ ধারণায় আয়

4.3 অর্থনীতির ধারণায় আয়

4.4 আয়ের মূলধন সংরক্ষণ ধারণা

4.5 আয়ের বর্তমান কার্যকরী ধারণা

4.6 হিসাবরক্ষণের ধারমায় আয় ও অর্থনৈতিক ধারণায় আরে মধ্যে তুলনা

4.7 আয়ের পরিমাপ

4.7.1 আয় পরিমানের লেনদেন পদ্ধতি ও উদ্বর্ত পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

4.8 মিলকরণ প্রক্রিয়া

4.8.1 হিসাবরক্ষণে আয় পরিমাপের প্রয়োজনয়ীতা

4.9 সারাংশ

4.10 অনুশীলনী

4.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনারা যে বিষয়গুলি জানতে পারবেন সেগুলি হল:

- হিসাবরক্ষণ ধারণায় আয় কাকে বলে
- অর্থনীতির ধারণায় আয় কাকে বলে
- আয়ের মূলধন সংরক্ষণ ধারণা
- আয়ের পরিমাপ
- মূলদন ও আয়ের সম্পদ

4.1 প্রস্তাবনা

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে পণ্য উৎপাদন বা সেবাকর্ম প্রদানের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে আয় বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে কোন কর্মচারীরা বেতন তার আয়, বাড়িভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ মালিকের আয়। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন কারবারির উৎপাদিত বা ক্রয় করা পণ্য বিক্রয় করে যে অর্থ প্রাপ্ত হয় তা তার আয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটা তার আয় নয়। এটা পণ্য বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থকে মোট আয় বলে। এই মোট আয় থেকে উৎপাদন ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নীট আয় বা প্রকৃত আয় বলে। তাই এই এককটির মাধ্যমে আমরা আয় সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হব।

4.2 হিসাবরক্ষণ ধারণায় আয় (Accounting Concept of Income)

হিসাবরক্ষণে আয় কথাটি তিনটি ধারণার উপর নির্ভরশীল। এই তিনটি ধারণা হল—(ক) রেভিনিউ, (খ) অতিবাহিত মূল্য—ব্যয় বা রেভিনিউ ব্যয়, এবং (গ) লাভ।

হিসাবরক্ষণে আয় শব্দটি ব্যক্তির আয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না, কারবারের আয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ প্রতিষ্ঠানকে মালিক থেকে পৃথক এক সত্তা বলে বিবেচনা করা হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট হিসাবরক্ষণ কালে প্রতিষ্ঠানের মোট আদায়ীকৃত রেভিনিউ ও লাভ থেকে সংশ্লিষ্ট সময়ে ইহার অতিবাহিত ব্যয়গলি বাদ দিলে যে অবশিষ্ট নীট রেভিনিউ পাওয়া যায় তাকে হিসাবরক্ষণে ায় বলে। অতএব আয় নির্দেশক সমীকরণ হল:

আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ + লাভ)—অতিবাহিত ব্যয়

অতিবাহিত ব্যায় = (খরচ + ক্ষতি)

অতএব, আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ + লাভ)—(খরচ + ক্ষতি)

হিসাবরক্ষণের ধারণায় আয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় চারটি অন্যতম বিষয় হল:-

(ক) মোট রভিনিউ-এর পরিমান নির্ধারণ করা

(খ) সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময়ের ফলে অর্জিত লাভ বা লোকসানের পরিমান নির্ধারণ করা।

(গ) মোট রেভিনিউ বা লাভের সমষ্টির সাথে অতিবাহিত মূল্য-ব্যয় বা খরচ এবং ক্ষতির সমষ্টি মিলকরণ করা।

4.3 অর্থনীতির ধারণায় আয় (Economic Concept of Income)

অর্থনীতিতে ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আয়কে বিচা করা হয়। হিসাবরক্ষণে প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আয় নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ অর্থনীতিতে আয় হিসাবরক্ষণের আয় থেকে অনেক ব্যাপক ধারণা। অর্থনীতিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তি যে পরিমান পণ্য ও সেবা ভোগ করার

পরও আগের অবস্থাতে থাকতে সমর্থ হয়, তাহাই হল ঐ ব্যক্তির আয়। আয়ের এই সংজ্ঞাটি J.R Hicks বর্ণিত সংজ্ঞার অনুরূপ। পরবর্তীকালে Hicks কে অনুকরণ করে S. S. Alexandar বলেন যে "কোন কোম্পানীর আয় হল সেই পরিমান অর্থ যা ইহার শেয়ার হোল্ডারদের বণ্টন করার পরও বছরশেষে বছরের শুরুর মত আর্থিক স্বচ্ছলতা ভোগ করে।

4.4 আয়ের মূলধন সংরক্ষণ ধারণা (Capital Maintenance Concept of Income)

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং অর্থনৈতিক কাজকর্ম ধারাবাহিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডার আর আর আয়কে বলা হয় ঐ ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত ধারাবাহিক প্রবাহ। এই য় প্রবাহের ধারাকে অবিরাম চালু রাখার জন্য মূলধন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। অতএব মূলধনকে অক্ষত রাখা প্রয়োজন। আয় প্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য মূলধনকে অটুট বা অক্ষত রাখার এই ধারণাকে আয়ের মূলধন সংরক্ষণ ধারণা নামে অভিহিত করা হয়। ধারাবাহিকতার নীতি অনুসারে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে যদি অনন্তকাল ধরে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তাহলে মূলদন অক্ষত না রেখে কোন উপায় নেই। কেবলমাত্র মূলধন ও মূলধনী সম্পদ যদি অক্ষত থাকে, তবেই ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা নীতি বজায় থাকে, নচেৎ নয়।

4.5 আয়ের বর্তমান কার্যকরী ধারণা (Current Operating Concept of Income)

অনেক রকমভাবে ব্যবসায়ের আয় নিরূপণ করা যায়। কিন্তু যদি আমাদের কাছে কতকগুলি নির্দিষচ ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহলে সেই ঘটনাগুলি থেকে কিভাবে ব্যবসায়ের আয় সমষ্টিভাবে নির্ণয় করতে হবে, তার কয়েকটি প্রথা-প্রকরণ ও পন্থা বর্তমান হিসাবব্যবস্থায় নির্দিষ্ট আছে। এই পন্থাগুলি অনুসরণ করলেই আমরা বিভিন্নরকম ব্যবসায়িক ঘটনাবলী থেকে ঝটিক আয় নির্ধারণ করতে পারি, নীচে এই ঘটনাগুলো আলোচনা করা হল:

(ক) প্রতিদিন ব্যবসায়ে অনেক রকমের ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু এই সব ঘটনার মধ্য থেকে প্রতমেই ঠিক করে নিতে হবে কোন ঘটনটি ব্যবসায়িক লেনদেন আর কোনটি লেনদেন নয়। যে ঘটনা লেনদেন নয় তাকে ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ হিসাবরক্ষক কেবলমাত্র ব্যবসায়িক লেনদেনগুলিকেই তিনি তাঁর কাছে ব্যবহার করবেন, অন্য ঘটনাকে নয়।

(খ) এরপর লেনদেনগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কারণ, বিভিন্ন শ্রেণীর লেনদেন বিভিন্ন ধরনের হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। তাই ঠিকমত শ্রেণীবিভাগ না করলে লেনদেনগুলিকে

লিপিবদ্ধ করতে খুবই অসুবিধা হয়।

(গ) শ্রেণীবিভাগ হয়ে যাবার পর লেনদেনের তারিখ ওতাদের ক্রমানুসারে সাজিয়ে বিভিন্ন হিসাবের বইতে ঠিকমত লিপিবদ্ধ করতে হয়। যেমন নগদ লেনদেন নগদ বইতে, ধারে মাল কেনা হলে তার জন্য ধারে ক্রয় বইতে ইত্যাদি।

(ঘ) প্রাথমিকভাবে হিসাবের লিপিবদ্ধকরণ হয়ে গেলে পাকাপাকিভাবে সেগুলিকে লেজারে আবার বিভিন্ন হিসাবখাতে ভাগ করে লিখে রাখতে হয়। ফলে লেজারে অনেক হিসাবখাত থাকে। এই হিসাবখাতগুলিতে সারা বছর ধরে পাকাপাকিভাবে লিপিবদ্ধকরণের কাজ চলতে থাকে।

(ঙ) এইভাবে পাকা খাতায় বিভিন্ন হিসাবখাতে সব লেনদেনগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেলে বছরের শেষে সব হিসাবখাতগুলির জের নির্ণয় করা হয়। কোন হিসাবখাতের ডেবিট জের হয়, আবার কোনো হিসাবখাতের ক্রেডিট জের হয়।

(চ) সব হিসাবখাতের জের নির্ণয় হয়ে গেলে পরে দেখতে হবে হিসাবত্রগুলি ঠিকঠিক ভাবে খাতায় লেখা হয়েছে কিনা। এটা দেখতে হলে ডেবিট ও ক্রেডিট সব জেরগুলি নিয়ে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করতে হয়। এই রেওয়ামিলটি দুদিকে মিলে গেলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, সব হিসাবপত্র ঠিকই আছে।

(ছ) এরপর কালান্তিক হিসাবগুলি তৈরি করা হয়। প্রথমে তৈরি হয় ট্রেডিং হিসাব। এর থেকে নির্ণয় হয় কারবারের মোট লাভ না ক্ষতি। মোট লাভ নির্ণয় করার আগে অবশ্যই বছরের শেষে মজুতপণ্যের পরিমাণ ও মূল্য সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হয়।

(জ) এরপর লাভ-লোকসান হিসাব তৈরি করা হয়। ব্যবসায়ের সব অপ্রত্যক্ষ খরচ এবং ক্ষতিগুলিকে প্রাপ্ত রেভিনিউ-এর মাঝে ম্যাচ করানোই হল এই হিসাব তৈরির মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া অবচয় এবং বিভিন্নরকম সংস্থানের জন্যও টাকা সরিয়ে রাখতে হয়। এই লাভ-লোকসানের হিসাব থেকেই বছরের শেষে নীট লাভ নির্ণয় করা হয়।

অতএব কতকগুলি ঘটনা থেকে যদি বছরের লাভ বা লোকসান নির্ণয় করতে হয়, তবে ঘটনাগুলিকে পরপর সাজিয়ে সে কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

4.6 হিসাবরক্ষণের ধারণায় আয় ও অর্থনৈতিক ধারণায় আয়ের মধ্যে তুলনা (Comparison between accomting concept of income and economic concept of inome)

ক) হিসাবরক্ষণের ধারণায় আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্থিক মূল্যের বিচার করা হয়। কিন্তু অর্থনীতির ধারণা আয় নির্ধারণের ক্ষেতে প্রকৃত মূল্যের বিচার করা হয়।

খ) হিসাবরক্ষণের ধারণায় নির্ধারিত আয়ে লেনদেন মূল্যের পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়না কিন্তু অর্থনীতির ধারণায় আয় নির্ধারণের মূল্যের পরিবর্তনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গ) হিসাবরক্ষণের ধারণায় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আয়কে বিচার করা হয়, আর অর্থনীতির ধারণায় ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আয়কে বিচার করা হয়।

ঘ) হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে টনা ঘটে যাবার পর আয় নির্ধারিত হয় কিন্তু অর্থনীতির ধারণায় আনুমানিক ভবিষ্যত সুবিধার ভিত্তিতে আয় নির্ধারিত হয়।

ঙ) হিসাবরক্ষণের ধারণায় আদায়ীকৃত রেভিনিউ ও লাভ থেকে খরচ এবং ক্ষতি বাদ দিয়ে আয় নির্ধারণ করা হয় কিন্তু অর্থনীতির ধারণায় নির্দিষ্ট সময়ের শেষে সম্পদের প্রত্যাশিত মূল্য থেকে ঐ সময়ের প্রারম্ভিক মূল্য বাদ দিয়ে এবং পণ্য ও সেবাকর্ম ভোগের আর্থিক মূল্য যোগ করে আয় নির্ধারণ করা হয়।

4.7 আয়ের পরিমাণ (Measurement of Income)

আয় পরিমাপের জন্য হিসাবরক্ষণে দুটি পৃথক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন—(ক) উদ্বর্তপত্র পদ্ধতি ব্যবৃহৃত হয়। যেমন—(ক) উদ্বর্তপত্র পদ্ধতি এবং (খ) লেনদেন পদ্ধতি। এই দুই পদ্ধতি পৃথক ধারণা উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এদের ব্যবহারে একই ফলাফল পাওয়া যায়। নীচে এই পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হল:

(ক) **উদ্বর্তপত্র পদ্ধতি:** সম্পদের বৃদ্ধি আয়ের সৃষ্টি করে। হিসাবকালের শেষদিনে ব্যবসায়ের নীট সম্পদ যদি এ সময়কালের শুরুর দিনের নীট সম্পদের থেকে বৃদ্ধি পায়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে ব্যবসায়ের আয় হয়েছে। অবশ্য এই হিসাবকালের মধ্যে যদি আবার অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করা হয়, বা কোন মূলধন ব্যবসায় থেকে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে তার হিসাবও এই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। না হলে নীট আয় ঠিকমত নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। নীট পরিসম্পদ বা Net worth উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত তথ্য থেকে পরিমাপ করা যায়। উদ্বর্তপত্র প্রস্তুতের মাধ্যমে আয় পরিমাপ করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে উদ্বর্তপত্র বা Balance Sheet পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে আয় পরিমাপের প্রকৃত সূত্রটি হল:

আয় = [(সমাপ্তিকালীন নীট সম্পদ—প্রারম্ভিক নীট সম্পদ)—নতুন মূলধন বিনিয়োগ + ত্তোলিত মূলধন]

এই সূত্রটি থেকে বোঝা যায় যে আয় পরিমাপে উদ্বর্তপত্র পদ্ধতি মূলত একতরফা দাখিলা পদ্ধতির অনুরূপ। উদ্বর্তপত্র পদ্ধতি সাধারণত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণে জটিলতা খুব কম অবশ্য এই পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় ন বলে প্রতিষ্ঠানেরমোট লাভ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

(খ) **লেনদেন পদ্ধতি:** এটি আয় পরিমাপের সব থেকে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি। প্রতিদিনের লেনদেনের ফলেই ব্যবসায়ের সম্পদের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। সম্পত্তির এই বৃদ্ধিই শেষপর্যন্ত লাভ ডেকে আনে। প্রতিনয়ত প্রতিটি লেনদেন ব্যবসায়ের সব সম্পদ ও দায়ের মধ্যে একটা পরিবর্তন ডেকে আনে। ক্রমাগত এই পরিবর্তনের ফলেই বছরের শেষে আয়ের উদ্ভব হয়। যে পদ্ধতিতে লেনদেনগুলির ফলে প্রাপ্ত আয় থেকে সেই আয় পেতে গিয়ে যত ক্ষতি ও খরচের লেনদেন হয়, তাদের ম্যাচ করিয়ে ব্যবসায়ের নীট য়

নির্ণয় করা হয়, তাকেই বলা হয় লেনদেন পদ্ধতি।

প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (ক) আভ্যন্তরীন লেনদেন এবং (খ) বাহ্যিক লেনদেন।

প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের বা সম্পদের মূল্যের ব্যবহারজনিত হ্রাস-বদ্ধি নির্দেশক লেনদেনগুলিকে আভ্যন্তরীন লেনদেন বলে। অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠানের বাইরের কোন পক্ষের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের লেনদেনকে বাহ্যিক লেনদেন বলে। আয় পরিমাপে এই দুধরনের লেনদেনই বিচার করা হয়।

লেনদেন পদ্ধতি অনুযায়ী আয় পরিমাপের সমীকরণটি হল:

আয় = (আদায়ীকৃত রেভিনিউ + লাভ) – (খরচ + ক্ষতি)

এই পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট হিসাবরক্ষণকালে প্রতিষ্ঠানের আয়ের পরিমাপই শুধু পরিমাপ করা হয় না, ঐ আয় কিভাবে উদ্ভুত হয়েছে তাও দেখানো হয়।

লেনদেন পদ্ধতি দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি মেনে লেনদেনগুলিকে লিপিবদ্ধ ও শ্রেণীবিভক্ত করে। ফলে ইহাকে আয় পরিমাপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, প্রতিষ্ঠানের বাইরে অর্থ বিনিয়োগ ও অন্যান্য অব্যবসায়িক কাজকর্ম থেকে আয় পৃথকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

4.7.1 আয় পরিমাপের লেনদেন পদ্ধতি ও উদ্বর্তপত্র পদ্ধতির পার্থক্য

পার্থক্যগুলি নিচে আলোচনা করা হল:

(ক) লেনদেন পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের লেনদেনগুলিকেই আয় নির্ণয়ের প্রদান হাতিয়ার বলে মনে করা হয়। আর উদ্বর্তপত্র পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের সম্পত্তিসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধিকেই আয় নির্ণয়ের সূত্র বলে মনে করা হয়।

(খ) লেনদেন পদ্ধতিতে আয় পরিমাপের সমীকরণটি হল:

আয় = (আদায়ীকৃত রেভিনিউ + লাভ) – (খরচ + ক্ষতি)

উদ্বর্তপত্র পদ্ধতিতে ায় পরিমাপের সমীককরণটি হল:

আয় = হিসাবরক্ষণের কালের সমাপ্তিতে মূলধন—হিসাবরক্ষণকালের আরম্ভে মূলধন + উত্তোলিত মূলধন—নতুন নিয়োজিত মূলধন

(গ) লেনদেন পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহ বিচার করে আয় পরিমাপ করা হয়। উদ্বর্তপত্র পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের প্রভাব বিশ্লেষণ না করে, কেবলমাত্র লেনদেনগুলির সম্মিলিত প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে আয় পরিমাপ করা হয়।

(ঘ) লেনদেন পদ্ধতিতে মোট লাভ বা আয় এবং নীট লাভ বা আয় পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায়। কিন্তু উদ্বর্তপত্র পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নীট আয় বা লাভ নির্ধারণ করা যায়।

(ঙ) দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আয় নির্ণয় করার সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি হলো, লেনদেন পদ্ধতি। আর একহারা পদ্ধতিতে হিসাবপত্র রাখা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আয় নির্ণয় করা হয় এই উদ্বর্তপত্র

পদ্ধতিতে।

(চ) লেনদেন পদ্ধতি হল অধিক তথ্যজ্ঞাপক পদ্ধতি কিন্তু উদ্বর্তপত্র পদ্ধতি হল অপেক্ষাকৃত কম তথ্যজ্ঞাপক পদ্ধতি।

(দ) লেনদেন পদ্ধতিতে অন্তমজুত পণ্যের মূল্যায়ন করা যা কিন্তু উদ্বর্তপত্র পদ্ধতিতে অন্তমজুত পণ্যের মূল্যায়ন করা যায় না।

4.8 মিলকরণ প্রক্রিয়া (Matching Process)

আয় নির্ধারণের ধারণায় মিলকরণ প্রক্রিয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবসায়ের সঠিক আয় নির্ধারণ করার জন্য কোনো বছরের প্রাপ্ত রেভিনিউ থেকে সেই বছরে সেই রেভিনিউ থেকে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব খরচ ও ক্ষতি বাদ দিতে হয়। অর্থাৎ আদায়ীকৃত রেভিনিউ ও লাভের যোগফল থেকে ব্যয় ও ক্ষতিগুলি মিলকরণের মাধ্যমে আয় নির্ধারণ করা হয়। Backer এর মতে 'রেভিনিউ থেকে অতিবাহিত ব্যয়গুলির মিলকরণের ফলে উদ্ভূত অবশিষ্টকে সাধারণত আয় বলে বিবেচনা করা হয়'। অর্থাৎ মিলকর্ প্রক্রিয়া হল কোন হিসাবরক্ষণ কালের ব্যয় ও ক্ষতিগুলিকে আদায়ীকৃত রেভিনিউ ও লাভের সঙ্গে ব্যয়ের পুনরুদ্ধার প্রকিরয়া বা রেভিনিউএ ব্যয়গুলি আরোপ করার প্রক্রিয়া।

মিলকরনের সমস্যা (Problem of matching): আয় পরিমাপ ধারণা অনুযায়ী আয় হল সংশ্লিষ্ট (খরচ + ক্ষতি) থেকে আদায়ীকৃত রেভিনিউ এর উদ্বৃত্ত। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ এবং ব্যয়গুলিকে রেভিনিউ এর সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রকিরয়া সহজ নয়। কোন একটি নির্দিষ্ট হিসাবরক্ষণ বছরে বিভিন্ন কাতে যে ব্যয়গুলি করা হয় সেগুলির মধ্যে এমন কিছু ব্যয় থাক যেগুলি ঐ হিসাবরক্ষণ বছরের সঙ্গে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। আবার ঐ হিসাবরক্ষণকালে করা হয়েছে এমন কিছু ব্যয় পরবর্তী হিসাবরক্ষণ বছরে রেভিনিউ অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া আরও কিছু ব্যয় থাকতে পারে যেগুলি যে বচরের রেভিনিউ অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত বা বছরে প্রদান করা হয়নি, পরবর্তী হিসাবরক্ষণ কালে প্রদান করা হয়েছে. যেহেতু বার্ষিক আয় বলতে ঐ বছরের সংশ্লিষ্ট ব্যয় থেকে আদায়কৃত রেভিনিউ যতটুকু বেশি তাকে বোঝায়, ঐ আয় নির্ধারণের জন্য শুধু সংশ্লিষ্ট বছরের রেভিনিউ অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করা হয়েছে তা ঐ বছরের আদায়ীকৃত রেভিনিউ থেকে বাদ দিতে হয়।

তাহলে বোঝা যায় যে, ম্যাচিং বা মিলকরণ প্রক্রিয়াটি যে কোন ব্যবসায়ের পক্ষেই একটি প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যিক প্রক্রিয়া।

মিলকরণ প্রক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ (Classification of matching process): আদায়কৃত রেভিনিউ এর সঙ্গে ব্যয়গুলির মিলকরণ খুব সহজ কাজ নয়, বরং সমস্যাবহুল। এই সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে এই মিলকরণ প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(ক) প্রত্যক্ষ বা পণ্যভিত্তিক মিলকরণ এবং (খ) পরোক্ষ বা সময়ভিত্তিক মিলকরণ। নিচে এই দুই প্রক্রিয়াকে আলোচনা করা হল:

(ক) **প্রত্যক্ষ বা পণ্যভিত্তিক মিলকরণ (Direct or product matching)**: এই ধরনের মিলকরণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত ব্যয়গুলি ঐ পণ্য বা সেবাকর্মের আদায়ীকৃত রেভিনিউ এর সঙ্গে মিলকরণ করা হয়। যেমন কাঁচামাল, মজুরি ইত্যাদি ব্যয়, প্রত্যক্ষ ব্যয়গুলি পণ্য বা সেবাকর্মের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্টভাবে কোন পণ্য বা সেবাকর্মের জন্য ব্যয় করা হয়েছে তা চিহ্নিত করা যায়।

(খ) **পরোক্ষ বা সময়ভিত্তিক মিলকরণ (Indirecto or period matching):** যে ব্যয়গুলি নির্দিষ্টভাবে কোনো পণ্য উৎপাদন বা সেবাকর্ম প্রদানের জন্য করা হয়েছে বলে সনাক্ত করা যায় না সেই পরোক্ষ ব্যয়গুলি সময়ের ভিত্তিতে মিলকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে রেভিনিউ যে সময়কালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই সময়কালের জন্য ব্যয়িত সব খরচগুলিই ঐ রেভেনিউ থেকে বাদ দিয়ে আয় নির্ধারণ করা হয়। মেরামত খরচ, অবচয়, বেতন প্রভৃতি পরোক্ষ ব্যয়গুলির সময়ভিত্তিক মিলকরণ করা হয়।

4.8.1 হিসাবরক্ষণে আয় পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Income Measurement in Accounting)

হিসাবরক্ষণে আয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হল:

ক) লভ্যাংশ বণ্টন ও পুনর্বিনিয়োগ—মালিকদের মধ্যে আয়ের অংশ বণ্টনের জন্য এবং অর্জিত আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ প্রতিষ্ঠানের মূলধন হিসেবে বিনিয়োগের জন্য আয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ফলে প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

খ) দক্ষতার পরিমাপ—আয় দক্ষতা নির্দেশক। একই প্রতিষ্ঠানের দুটি সময়ের বা দুটি প্রতিষ্ঠানের একই সময়ে আয়ের তুলনার মাধ্যমে পরিচালন দক্ষতার পরিমাপ করা যায়।

গ) বিভিন্ন দায়িত্ব কেন্দ্রের কার্য সম্পাদনের মুল্যায়ন—আয় পরিমাপ করা হলে বিভিন্ন বিভাগের আয়ের তুলনার মাধ্যমে ইহাদের পারস্পরিক দক্ষতার মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। এই ধরনের মূল্যায়ন কারবারের দায়িত্ব কেন্দ্র ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে ব্যবস্থাপকদের সহায়তা করে।

ঘ) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ—প্রতিষ্টানের এবং প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি সঠিক আয় পরিমাপের উপর নির্ভর করে।

ঙ) কর দায় নির্ধারণ—প্রতিষ্ঠানের আয়ের বিভিন্ন স্তরের উপর দেশের সরকার বিভিন্ন কর হার স্থির করে থাকে। অতএব দেয় করের পরিমান নির্ধারিত হয় প্রতিষ্ঠানের আরে উপর। ফলে কর দায় নির্ধারণ একটি অন্যতম উদ্দেশ্য—

চ) সরকারি আর্থিক নীতি প্রণয়ন—দেশের সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়ন অনেকাংশে প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের পরিমাপের উপর নির্ভরশীল। আয় পরিমাপ দাম নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে সহায়তা করে।

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অনুমান শ্রমিকদের প্রাপ্য কেননা ও উৎসাহ ভাতা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি আয়ের সঠিক পরিমাপের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

4.9 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে এক সুন্দর ধারণা লাভ করতে সক্ষম হলেন সেগুলি হল:

(ক) হিসাবরক্ষণ এবং অর্থনীতির ধারণা আয় বলতে কী বোঝায়

(খ) আয়ের মূলধন সংরক্ষণ ধারণাটি কী

(গ) আয়ের বর্তমান কার্যকরী দারণাটি বলতে কী বোঝায়

(ঘ) আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

(ঙ) আয় পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা কী হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে

4.10 অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলী

হিসাবরক্ষণে কোন আয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে?

(ক) কারবারের আয়

(খ) ব্যক্তির আয়

(গ) পরিবারের ায়

(ঘ) দেশের আয়

উত্তর : (ক)

2. অতিবাহিত ব্যয়ের সূত্র হল

(ক) অতিবাহিত ব্যয় = (খরচ × ক্ষতি)

(খ) অতিবাহিত ব্যয় = (খরচ + ক্ষতি)

(গ) অতিবাহিত ব্যয় = (খরচ – ক্ষতি)

(ঘ) অতিবাহিত ব্যয় = (খরচ – ক্ষতি)

উত্তর : (খ)

3. হিসাবরক্ষণে আয় নির্দেশক সমীকরণটি হল—

(ক) আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ + লাভ)—অতিবাহিত ব্যয়

(খ) আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ – লাভ) + অতিবাহিত ব্যয়

(গ) আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ + লাভ) × অতিবাহিত ব্যয়

(ঘ) আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ × লাভ)— অতিবাহিত ব্যয়

উত্তর : (ক)

4. লেনদেন পদ্ধতি অনুযায়ী আয় পরিমাপের সূত্রটি হল—
   (ক) আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ + লাভ) + (খরচ + ক্ষতি)
   (খ) আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ —লাভ) + (খরচ + ক্ষতি)
   (গ) আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ + লাভ) – (খরচ + ক্ষতি)
   (ঘ) আয় = (আদায়কৃত রেভিনিউ – লাভ) – (খরচ + ক্ষতি)
   উত্তর : (গ)
5. নীচের কোনটি হিসাবরক্ষণে আয় পরিমাপের প্রয়োজনীতা নয়?
   (ক) লভ্যাংশ বণ্টন
   (খ) দক্ষতার পরিমাপ
   (গ) অবিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
   (ঘ) করদায় নির্ধারণ

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

1. আয় কাকে বলে?
2. মিলকরণ প্রকিরয়া বলতে কী বোঝেন?
3. পরোক্ষ বা সময় ভিত্তিক মিলকরণ কাকে বলে?
4. লেনদেন পদ্ধতির সংজ্ঞান দিন।
5. লেনদেন পদ্ধতিতে আয় নির্ধারণের সূত্র লিখুন।

(গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

1. আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি সূত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।
2. হিসাবরক্ষণে আয় নির্ধারণের প্রায়জনীয়তা আলোচনা করুন।
3. হিসাবরক্ষণ ধারণায় আয় ব্যাখ্যা করুন।
4. অর্থনীতির ধারণায় আয় ব্যাখ্যা করুন।
5. মিলকরণ প্রক্রিয়ার সমস্যা ও শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
6. আয়ের বর্তমান কার্যকরী ধারণা আলোচনা করুন।

একক-5 : রেভিনিউ এবং খরচ [Revenue and Expenses]

গঠন

5.0 উদ্দেশ্য

5.1 প্রস্তাবনা

5.2 রেভিনিউ-এর সংজ্ঞা

5.2.1 রেভিনিউ-এর প্রকৃতি

5.2.2 রেভিনিউ-এর বৈশিষ্ট্য

5.2.3 রেভিনিউ বিশ্লেষণের বিভিন্ন রীতি

5.2.4 রেভিনিউ-এর পরিমাণ

5.2.5 রেভিনিউ-প্রাপ্তি নীতি

5.3 রেভিনিউ-এর সনাক্তকরণ

5.4 খরচের সংজ্ঞা

5.5 খরচের বৈশিষ্ট্য

5.6 খরচের প্রকারভেদ

5.7 খরচ সনাক্তকরণ

5.8 খরচের পরিমাণ

6.9 সারাংশ

5.10 অনুশীলনী

5.11 গ্রন্থপঞ্জী

5.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনারা যে সমস্ত বিষয়গুলি জানতে পারবেন সেগুলি হল নিম্নরূপ:

- রেভিনিউ-এর সংজ্ঞা, প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য
- রেভিনিউ-এর পরিমাপ ও সনাক্তকরণ

- খরচের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
- খরচের সনাক্তকরণ ও পরিমাপ

5.1 প্রস্তাবনা

ব্যবসায়ের প্রতিদিনের কাজে নানাভাবে নানারকম অর্থের লেনদেন হয়। এই সমস্ত লেনদেনের মধ্যে যেসব লেনদেনের জন্য টাকা ব্যবসায়ের বাইরে চলে যায় এবং যার ফলও বেশিদিন ধরে পাওয়া যায় না, খুব বেশি হলে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যেই যার ফল দেওয়া শেষ হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় খরচ, আপনার ব্যবসায়ে প্রতিনিয়তই আয়ের সৃষ্টি হয়. রেভিনি যে কখন, কোন সময় সৃষ্টি হয় তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কারণ টাকা এলেই যে রেভিনিউ সৃষ্টি হল তা নয়, তাই এই কেটির মাধ্যমে আমরা রেভিনিউ এবং খরচ, সম্পর্কে এক সুন্দর এবং সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সমর্থ হবে।

5.2 রেভিনিউ-এর সংজ্ঞা (Definnition of Revenue)

প্রকৃতপক্ষে রেভিনিউ এর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা খুব কঠিন কাজ। এই প্রসঙ্গে রেভিনিউ এর বিভিন্ন, রীতির বিশ্লেষণ করা উচিত। রেভিনিউ বিশ্লেষণের মধ্যে সম্পদ আগমনে রীতির গুরুত্ব অনুযায়ী কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের ফলে কোন প্রতিষ্ঠান যে সম্পদ পেয়ে থাকে তার অর্থমূল্যই হল রেভিনিউ। প্রসঙ্গেত উল্লেখযোগ্য যে Glautier এর Underdown এর মতে—"রেভিনিউ বলতে আমরা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কাজকর্ম থেকে উদ্ভুত সম্পদের প্রবাহ অর্থাৎ অর্থ বা অর্থপ্রাপ্তির অধিকারকে বুঝি যা কিনা মালিকের বিনিয়োজিত তহবিল বা পাওনাদারদের প্রদত্ত ঋণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।' সম্পদ আগমনের অনুযায়ী রেভিনিউ-এর সংজ্ঞাই বাস্তবসম্মত।

5.2.1 রেভিনিউ-এর প্রকৃতি (Nature of Revune)

সাধারণ অর্থে একটি নির্দিষ্ট হিসাবরক্ষণ কালে কোন প্রতিষ্ঠান পণ্য বিকরয় বা সেবা প্রদান করে যে অর্থ পায় বা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পায় তাকেই রেভিনিউ বলা হয়। রেভিনিউ এর উদ্ভব যে কখন ঘটে তা নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেভিনিউ সৃষ্টির সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়। যদি ব্যবসায়ের প্রকৃতি ভিন্ন হয় তবে রেভিনিউ সৃষ্টি সময়কালও আলাদা হয়। হিসাবরক্ষণ তত্ত্বের বিভিন্ন লেখক আবার রেভিনিউ শব্দটির পরস্পর বিরোধী অংশে এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই রেভিনিউ বিষয়টি খুবই জটিল এক পদ্ধতি।

5.2.2 রেভিনিউ-এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Revune)

বিভিন্ন ধরনের আলোচনাগুলি বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা রেভিনিউ এর যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই তা হল নিম্নরূপ:

(ক) ইহা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কাজকর্ম থেকে উদ্ভুত হয়। সাধারণত ব্যবসায়িক কাজকর্ম বলতে

আমরা যা বুঝি তা হল—

(i) পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয়, (ii) পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়, আর (iii) সেবাকর্ম বিক্রয়।

(খ) রেভিনিউ সম্পদের বা তহবিলের অন্তঃপ্রবাহ নির্দেশ করে। কারণ বিক্রয়ের ফলে সম্পদ প্রাপ্তি বা সম্পদ প্রাপ্তি অধিকারসূচিত হয়।

(গ) রেভিনিউ যে সম্পদের বা তহবিলের অন্তঃপ্রবাহ নির্দেশ করে সেগুলি অর্থের অঙ্কে প্রকাশ করা যায়।

(ঘ) রেভিনিউ এর ফলে অর্জন করা সম্পদ মালিকের নিয়োজিত তহবিল বা পাওনাদারদের নিকট থেকে পাওয়া ঋণের থেকে আলাদা

(ঙ) রেভিনিউ সবসময় একটি নির্দিষ্ট হিসাবরক্ষককালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

5.2.3 রেভিনিউ বিশ্লেষণের বিভিন্ন রীতি (Differentapproaches to Revenue Analysis)

হিসাবরক্ষণে রেভিনিউ বিশ্লেষণের চার ধরনের রীতি প্রচলিত আছে। এগুলি হল:

(ক) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন রীতি: এই রীতি অনুযাতয়ী কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বা সৃষ্ট সেবাকর্মকে রেভিনিউ বলে বিবেচনা করা হয়। Paton এবং Littleton এই উৎপাদন রীতির প্রবক্তা—

(খ) সম্পদের আগমরীতি: এই রীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ফলে নীট সম্পদের আগয়নকে রেভিনিউ বলে অভিহিত করা হয়। American Accounting Association এই রীতির প্রবক্তা। এই রীতি অনুসারে—'রেভিনিউ বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা খরিদ্দারদের নিকট হস্তান্তরিত মোট পণ্য বা সেবাকর্মের মূল্য।'। এই রীতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত রেভিনিউ-এর সংজ্ঞা অধিক বাস্তসম্মত।

(গ) সম্পদের বহির্গমন রীত: এই রীতি অনুযায়ী ক্রেতাদের পণ্য সরবরাহ এবং সেবা প্রদানের ফলে প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে Bedford এই রীতির অন্যতম প্রবক্তা।

(ঘ) মালিকানার দাবি পরিবর্তন রীতি: এই রীতি অনুযায়ী মালিকানার দাবি পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন কাজকর্মের ফলে প্রতিষ্ঠানে সম্পদ বৃদ্ধি বা দায়ের হ্রাসকে রেভিনিউ বলে অভিহিত করা হয়।

সমালোচিত রেভেনিউ বিশ্লেষণের এই চারটি রীতিই আবার নানাভাবে রয়েছে।

5.2.4 রেভিনিউ-এর পরিমাপ (Revenue Mesurement)

সাধারণত রেভিনিউ এর পরিমাপ করা হয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার বিমিময় মূল্য দ্বারা। এই বিনিময় মূল্য লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেলে নগদে প্রাপ্ত অমূল্যকেই বিনিময় মূল্য বলে অভিহিত করা হয়। আবার এই বিনিময় মূল্য পরবর্তী সময়ে পাওয়া গেলে লেনদেন থেকে যে অর্থমূল্য

পাওয়া যাবে তার বর্তমান বাট্টাকৃত মূল্যকে বিনিময় মূল্য ধরা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে কোন পণ্যের দাম যদি 500 টাকা এক বছর পরে অর্থাৎ দেরিতে পাওয়া যায় তাহলে বাট্টার (Discounted value) বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়। তবে এই 500 টাকা পাওয়ার জন্য যদি খুব সামান্য সম অপেক্ষা করতে হয় তবে বাট্টার বিষয়টি উপেক্ষা করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে বিনিময় মূল্য পায়ো যায় বা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় সেই মূল্যেই রেভিনিউ পরিমাপ করা হয়। তাই রেভিনিউ পরিমাপের ক্ষেত্রে বাট্টাকৃত মূল্য, সময় ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

5.2.5 রেভিনিউ প্রাপ্তি নীতি (Revenue Realisation)

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে অর্থ আদায় হলেই রেভিনিউ প্রাপ্তি পূর্ণ হয়। রক্ষণশীল মানুষেরা এই মতামতে বিশ্বাস করেন। সবাই এই মতে বিশ্বাস করেন না। ফলে অর্থ আদায় হলেই যে রেভিনিউ প্রাপ্তি ঘটে, এই মতটি সর্বজন গ্রাহ্য নয়। আবার অনেকে মনে করেন উৎপাদন-প্রক্রিয়াটি শেষ হলেই রেভিনিউ সৃষ্টি প্রক্রিয়া পূর্ণ হলেই যে রেভিনিউ প্রাপ্তি ঘটে, সেটাও ঠিক নয় বা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তাই এটা বলা হয় যে রেভিনিউ কখন পাওয়া গেল এটি ঠিক করা খুবই কঠিন কাজ। আর কঠিন কাজ বলেই সকলের পক্ষে একমত পোষণ করা সম্ভব নয়। সেই কারনেই ক্ষেত্র বিশেষে এই নীতির হেরফের ঘটে থাকে।

অবশ্য রেভিনিউ নির্ণয় করতে গেলে কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হবে। নীচে এই শর্তগুলি উল্লেখ করা হল:

(ক) কেবলমাত্র নগদ অর্থ এল কিনা সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না, নগদ অর্থ না এলেও রেভিনিউ প্রাপ্তি ঘটতে পারে।

(খ) প্রাপ্ত রেভিনিউ এর পরিমাণ যখন নিশ্চিতভাবে পরিমাপ করা যায় তখনই রেভিনিউ প্রাপ্তি ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

(গ) যখন সত্যিসত্যিই ব্যবসায়ের পণ্য বিক্রয় হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

(ঘ) যখন পণ্য উৎপাদনের পক্রিয়াটি পুরোপুরিভাবে হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।

(ঙ) যখন বিক্রির পণ্যের জন্য নগদ অর্থ পাওয়া যাবেই বলে একেবারে নিশ্চিত হওয়া যায় কেবলমাত্র তখনই রেভিনিউ প্রাপ্তি ঘটেছে বলে বিবেচনা করা হয়।

উপরিউক্ত শর্তগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে ধরে নেওয়া যায় যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে রেভিনিউ প্রাপ্তি ঘটছে বলে ধরে নেওয়া যায় না। যেমন,

(ক) কারবারীদের পণ্য বিক্রয় হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও যদি তার দাম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যায়।

(খ) কোন ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা দান করার পূর্বে যদি অগ্রিম কোনো অর্থ আসে, তবে তা রেভিনিউ প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না।

(গ) যখন রেভিনিউ প্রাপ্তির সঠিক পরিমাণ একেবারে নিশ্চিতভাবে পরিমাপ করা না যায় তখন তা রেভিনিউ প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

(ঘ) যদি কোন কারবারি প্রতিষ্ঠান তার নিজের শাখা বা বিভাগের মধ্যে সেবা বিনিময় করে অথবাপণ্য পাল্টিয়ে দেয়, তখন তাকে বিক্রিয় বলে বিবেচনা করা হয় না এবং সেই সময় রেভিনিউ প্রাপ্তি ঘটেছে বলে ধরা হয় না।

(ঙ) যখন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো উপহার বা দান হিসেবে কোনো নগদ অর্থ বা দ্রব্য পাওয়া যায় তখন তাকে রেভিনিউ প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না কারণ এর বদলে কোনো দেনা বা দায় বা খরচ বা ক্ষতির সৃষ্টি হয় নি।

অতএব এটা বোঝা যায় যে রেভিনিউ কখন পাওয়া গেল এবং কতটা পাওয়া গেল তা নির্ধারণ করা ভীষণ কঠিন এক কাজ। রেভিনিউ প্রাপ্তি নীতির অনেক ত্রুটি আছে। নীচে এই ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা হল:

(ক) পণ্য বিক্রয় হলেই যে টাকা পাওয়া যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

(খ) যদি পাওয়া যায় তবে তা পুরো পাওয়া যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ কুঋণের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

(গ) চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত ঠিকাদারী নির্মাণকার্য, যেমন—রাস্তাঘাট নির্মাম, গৃহ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আয় বা রেভিনিউ নির্ণয় অনেক দেরীতে হয় কারণ অর্থপ্রাপ্তি ও কাজ শেষ করা সম্বন্ধে অনেকসময় অনিশ্চয়তা থাকে।

(ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলেও পণ্যদ্রব্য যে বিক্রয় হবেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে রেভিনিউ প্রাপ্তি নীতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আছে এবং জটিলতাও আছে, তথাপি প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনা এবং গবেষণার মাধ্যমে ও সংশোধন করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

5.3 রেভিনিউ-এর সনাক্তকরণ (Recoguiton of Revenue)

হিসাবরক্ষণে রেভিনিউ এর সমাস্তকরণ বা স্বীকৃতিদান বলতে কোনো একটি হিসাবরক্ষণ বছরের আয় নির্ধারণে কোন্ কোন্ রেভিনিউগুলি বিবেচনা করা হবে তা বোঝায়। সুতরাং রেভিনিউ এর স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একে নির্দষ্ট হিসাবরক্ষণকালের রেভিনিউ হিসাবে গ্রহণের সময় অথবা রেভিনিউ উদ্ভবের সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

রেভিনিউ অর্জন করা আর তার জন্য নগদ অর্থ পাওয়া প্রকৃতপক্ষে এক বিষয় নয়, দুটি ভিন্ন বিষয়। রেভিনিউ যে হিসাবরক্ষণ কালে পাওয়া হয় সেই হিসাবরক্ষণ কালেই অর্জিত হয়। অতএব রেভিনিউ এর পরিমাপ করা হয় পাওনা ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তিতে। ফলে রেভিনিউ আদায় না হলেও অনেক সময় একে আদায়ীকৃত রেভিনিউ হিসাবে অভিহিত করা হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো রেভিনিউকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা তা বিবেচনা করার জন্য কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ:

(ক) সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমান উদ্দেশ্যগতভাবে যাচাই করা সম্ভব হবে।

(খ) এটি অবশ্যই অর্জিত রেভিনিউ হতে হবে, এবং

(গঃয) এইট অবশ্যই কোন সম্পদ বা সম্পদ সমষ্টির মাধ্যমে বা দায়ের অবলোপনের মাধ্যমে আদায়ীকৃত হতে হবে।

Sprouse এবং Moonitz এর মতে যে সময়ে পণ্য ও সেবাকর্ম সৃষ্টি ও বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান অর্থনৈতিক কাজ সম্পন্ন হয় সেই সময়ে রেভিইনউ সনাাক্তকরণ বা চিহ্নিতকরণ উচিত, অবশ্য যদি এ কাজকারবারের ফলাফল বাস্তবসম্মত পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

রেভিনিউ সাধারণত ধারাবাহিকভাবে অর্জন করা হয়। ফলেকোনো কারনে পণ্যের উৎপাদন ও বিকরয় চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে রেভিনিউকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে রেভিনিউ সনাক্তকরণের সময়ে নির্ধারণে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ধরণ বা প্রকৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেভিনিউ যখন সনাক্তকরণ বা হিসাবভুক্ত করা হয় তখন সাধারণত যে নীতিগুলি বিচার বিবেচনা করা হয় সেগুলি নিচে আলোচনা করা হল:

i) **বিক্রয়ের সময় রেভিনিউ স্বীকৃতিদানের নীতি:** এই নীতিটি সবথেকে অধিক ব্যবহৃত এক জনপ্রিয় নীতি। পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে লেনদেনের সমাপ্তি ঘটে এবং পণ্য উৎপাদনের বা প্রদানের সময় রেভিনিউকে আদায়কৃত বলে বিবেচনা করা হয়। তবে যদি ঐ বিক্রয়ের মূল্য আদায়ে অনিশ্চয়তা থাকে তবে অসুবিধা আছে। সাধারণত পণ্য বিক্রয়ের সময়ে রেভিনিউ সনাক্তকরণের নীতিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করতে যে কারণগুলি দেখা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(ক) পণ্য বিক্রয়ের পূর্বে কোনো সময়ে পণ্যটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকে না বলে নির্দিষ্ট কোনো মূল্য স্থির করা সম্ভব হয় না। এই অনিশ্চয়তার জন্য পণ্য বিক্রয়ের পূর্বে উৎপাদিত অথবা ক্রয় করা পণ্যের মূল্য নিয়ম অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে এমন কোনো যুক্তি বা তথ্য হিসাবরক্ষকদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় না।

(খ) প্রকৃতপক্ষে পণ্য বিক্রয় মানে সবকিছুর অর্থাৎ ব্যয়ের সমাপ্তিকে ধরা হয়। এই ব্যয়ের সঙ্গে রেভিনিউ এর মিলকরণের দ্বারা আয় নির্ধারিত হয়ে থাকে।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে থাকেন তাদের সেবা প্রদানের সময় রেভিনিউ-এর স্বীকৃতিদান অসুবিধানজক হয়ে থাকে আবার পণ্য বিক্রয়ের সাথে কোনো অস্বাভাবিক শর্ত যুক্ত থাকলে বিক্রয়ের পরে অন্য কোনো সময়ে রেভিনিউ সনাক্তকরণ করা হয়ে থাকে।

ii) **বিক্রয়মূল্য আদায়ের বা নগত অর্থ প্রাপ্তির সময়ে রেভিনিউ স্বীকৃতিদানের নীতি:** অনেকসময় পণ্য বিক্রয় যখন হয় তখন রেভিনিউকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, বরং বিক্রিয়মূল্য যখন প্রাপ্তি ঘটে সেই সময়কে রেভিনিউ এর স্বীকৃতি দানের সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিক্রয় লেনদেনে এমন কিছু শর্ত থাকে যার দ্বারা রেভিনিউ এর স্বীকৃতিদানের জন্য হিসাবরক্ষক সমস্যার সম্মুখীন হন। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে কিস্তিতে পণ্য বিক্রয় করা হলে বিক্রিয়ের চুক্তিতে যদি এমন কোনা শর্ত থাকে যে ক্রেতা বিক্রয় পরবর্তী কোনো সময়ে এই বিক্রয় চুক্তি বাতিল করতে পারেন এবং চুকিত্র সময় দেওয়া নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা নেই তখন নগদ অর্থ প্রাপ্তি নীতি অনুসরণ করা হয়

রেভিনিউ স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে। আবার বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষজন যেমন ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি তাদের পেশাগত স্বার্থও সম্মান রক্ষার তাগিদে কখনোই বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করেন না। এই ক্ষেত্রে রেভিনিউ এর স্বীকৃতিদানের জন্য নগদ অর্থ প্রাপ্তির নতি গ্রহণ করা হয়।

iii) **উৎপাদনকার্য শেষ হওয়ার সময় রেভিনিউ স্বীকৃতি দানের নীতি:** কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে উৎপাদনকার্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকে সেখানে উৎপাদন কার্য শেষ হওয়ার সময়েই রেভিনিউ সনাক্তকরণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে পণ্যের একটি আনুমানিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করার হয় এবং এই আনুমানিক বিক্রয়মূল্যকে রেভিনিউ হিসাবে ধরা হয় এবং এই আনুমানিক বিক্রয়মূল্য থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে আয় পরিমাপ করা হয়।

iv) **উৎপাদন কার্য সম্পাদিত হওয়ার আগে রেভিনিউ এর স্বীকৃতিদানের নীতি:** কিছু কিছু শিল্প আছে যেমন নির্মাণ শিল্প যেখানে দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়। রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণকার্য শেষ হতে অনেক বছর সময় লেগে যায়। যদি নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর রেভিনিউকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানের ঐ বছরের আয় খুব বেশি হবে এবং শেষ হবার আগের বছরগুলিতে ক্ষতি হবে, যা কিনা হিসাবরক্ষণ আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সমস্যা দূর করার জন্য নির্মাণকার্যের বিভিন্ন স্তরে রেভেনিউ এর সনাক্তকরণ করা হয়ে থাকে। এই নীতিটি মূলত নির্মাণ শিল্পেই ব্যবহৃত হয়।

5.4 খরচের সংজ্ঞা (Difinition of Expenses)

Expense বা খরচ শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি (French) শব্দ 'Expendre' থেকে। এই Expendre শব্দটির অর্থ ব্যয় করা। সুতরাং খরচ বলতে আমরা সেইসব সম্পদগুলিকে বুঝি যেগুলি ব্যয় করা হয়েছে। কারবারে প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে নানারকম লেনদেন হয়ে থাকে। এইসব লেনদেনের মধ্যে কিছু কিছু লেনদেনের জন্য টাকা কারবারের বাইরে চলে যায় এবং যার ফলও বেশিদিন ধরে পাওয়া যায় না। খুব বেশি হলে একটি হিসাবকালের মধ্যেই এই ফল পাওয়া শেষ হয়ে যায়। যে সমস্ত লেনদেনের ফল একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় তাদের বলা হয় খরচ। অতএব খরচের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। খরচ হবার সাথে সাথে ফল পাওয়া যায় এবং তার প্রভাবও শেষ হয়ে যায়। অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না। খরচ হল তাৎক্ষণিক ব্যয়। অর্থাৎ অতিবাহিত ব্যয়। খরচ হল সম্পদের ত্যাগ স্বীকার। কোনো খরচ উদ্বর্তপত্রে দেখানো হয় না। লাভ-ক্ষতির হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের সাথে খরচগুলি মিলকরণ করা হয়।

5.5 খরচের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Expenses)

খরচের সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা খরচের যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই তা হল নিম্নরূপ:

(ক) খরচ হল সম্পদের ত্যাগ যা কিনা অর্থমূল্যে পরিমাপ করা যায়।

(খ) খরচ হল সম্পদের ত্যাগ স্বীকার, যে ত্যাগের মাধ্যমে সুবিধা অর্জিত হয়।

(গ) খরচ হল তাৎক্ষণিক ব্যয়

(ঘ) খরচের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা বা ফল খুব বেশি হলে কোনো এক নির্দিষ্ট বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

(ঙ) সব ত্যাগই খরচ নয়, কেবলমাত্র যে ত্যাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পণ্য উৎপাদন বা সেবা কর্ম প্রদানের সাথে যুক্ত তাকেই খরচ বলা হয়।

(চ) সুবিধা বা সম্পদ উপার্জনের জন্য এই ত্যাগ করা হয়।

5.6 খরচের প্রকারভেদ (Catogeries of Expenses)

খরচকে সাধারণত চারভাঘে ভাগ করা যায়। যেমন স্থির খরচ, পরিবর্তনশীল খরচ, কার্যকরী খরচ বেং অ-কার্যকরী খরচ। নিচে এই খরচগুলিকে উদাহরণসহ আলোচনা করা হল:-

(ক) **স্থির খরচ (Fixed expenses)** : উৎপাদন কি হোক বা না হোক এই স্থির খরচ অবশ্যই করতে হয়। উৎপাদনের নামে এর কোনো যোগ নেই। তবে অধিক উৎপাদন হলে প্রতি এককে স্থির খরচের প্রভাব কম হয়। আবার উৎপাদন যদি কম হয় তবে একক পিছু প্রভাব বেশি হয়। ভাড়া, বীমা, অবচয় ইত্যাদি স্থির খরচের উদাহরণ।

(খ) **পরিবর্তনশীল খরচ (Variable expenses):** যে খরচ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এই খরচ বাড়ে আবার উৎপাদন কমে গেলে এই খরচ কমে যায়। কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদি পরিবর্তনশীল খরচের উদাহরণ। এই খরচ উৎপাদন এবং বিক্রয়ের পরিমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(গ) **কার্যকরী খরচ (Operating Expenses)**: যে করচ কারবারের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে যুক্ত তাকে কার্যকরী খরচ বলা হয়। ভাড়া বিজ্ঞাপন, মজুরী ইত্যাদি কার্যকরী খরচের উদাহরণ। এই খরচ কারবারের প্রধান কাজকর্মের মধ্যে যুক্ত।

(ঘ) **অ-কার্যকরী খরচ (Non-operating expenses):** এই ধরনের খরচ কারবারের প্রধান কার্যবলীর সাথে যুক্ত নয়। এই ধরনের খরচ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কারবারী স্বাস্থ্যকে বুঝতে সাহায্য করে। ঋণের উপর সুদ, কর ইত্যাদি অ-কার্যকরী খরচের উদাহরণ।

এই ধরনের খরচ কাবারের ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

উপরিউক্ত খরচ ছাড়াও আরও অনেক ধরনের খরচ আছে তার মধ্যে অন্যতম হল অগ্রদত্ত খরচ। নীচে এই অগ্রদত্ত খরচ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:-

অগ্রদহ খরচ (Prepaid Expenses): রেভিনিউ ব্যয় যদি এক বছরের থেকে সামান্য কিছু বেশি দিনের জন্য হয়, তখন তাকে বলা হয় অগ্রদত্ত খরচ। চলতি সম্পদ ক্রয় করলে তাকে অগ্রদত্ত খরচ বলা যায় না। এই খরচের প্রভাব এক বছরের চেয়ে সামান্য কয়েক মাপ অধিক হতে পারে।

5.7 খরচ সনাক্তকরণ (Recognition of Expenses)

খরচ সনাক্তকরণ একটি হিসাবরক্ষণ নীতি, যা কিনা প্রতিষ্ঠান যে খরচ সংঘটিত করে তার নথিভুক্ত করাকে বোঝায়। কখন অর্থ পাওয়া গেল তার গুরুত্ব কম। এই সনাক্তকরকে ম্যাচিং নীতিও বলা হয়। খরচ সনাক্তকরণ নীতি একটি মৌলিক হিসাবরক্ষণ ধারণা যা কিনা আর্থিক বিবরণীতে কখন খরচ নথিভুক্ত করা উচিত তার সূচনা করে। কখন নগদ অর্থ প্রদান অথবা পাওয়া গেছে তার গুরুত্ব খুবই কম। খরচ সনাক্তকরণ এর তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা—

i) সম্পর্কিত কারণ এবং প্রভাব,

ii) নিয়মমত এবং যুক্তিসঙ্গত বণ্টন এবং

iii) তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি।

5.8 খরচের পরিমাণ (Measurement of Expenses)

খরচের পরিমাপ বলতে ব্যক্তি অথবা কারবার দ্বারা ব্যয় করা অর্থের চিহ্নিতকরণ, শ্রেণীবিভাগকরণ এবং সংখ্যাগত নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদিকে বোঝায়। হিসাবরক্ষণ, নীতিতে শুদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা প্রকাশে খরচের পরিমাণ অপরিহার্য। খরচকে পরিমাপ করা হয় প্রকৃত ব্যয়ের মাধ্যমে (Original Cost). এই প্রকৃত ব্যয় যে নগদ সমান হয়. নগদ পদ্ধতিতে যে নগদ অর্থ দেওয়া হয় তাকেই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয় চলতি বছরের খরচ হিসেবে। অতএব মূল খরচের উপর ভিত্তি করে খরচ পরিমাপ করা হয়। সঞ্চয় পদ্ধতিতে, যদি ব্যয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রাখা হয় তবে প্রদত্ত নগদ অর্থ প্রদানের অংশ ব্যয় বা খরচ হিসেবে স্বীকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি কোন প্রতিষ্ঠান তিন বছরের জন্য ১২০০ টাকা বীমা ক্রয় করে তবে নগদ অর্থ প্রদানের পদ্ধতি অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ১২০০ টাকাই খরচ হিসাবে নথিভুক্তি করবে কারণ এই টাকাটি সম্পূর্ণভাবে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সঞ্চয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ৪০০ টাকা বীমা খরচ বা ব্যয় হিসেবে নথিভুক্ত করবে।

5.8 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সুন্দর দারণা লাভ করতে পারলেন তা হল:-

ক. রেভিনিউ এর সংজ্ঞা, প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণের রীতি

খ. রেভিনিউ এর পরিমাপ ও প্রাপ্তি নীতি

গ. রেভিনিউ সনাক্তকরণ

ঘ. খরচের সংজ্ঞা, বৈশি,ট্য, প্রকারভেদ,

ঙ. খরচের সনাক্তকরণ এবং পরিমাপ

5.10 অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলী

1. নীচের কোনটি রেভিনিউ এর বাস্তবসম্মত সংজ্ঞার নির্দেশ করে—
   (ক) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন রীতি
   (খ) সম্পদের আগমন রীতি
   (গ) সম্পদের বহিগমন রীতি
   (ঘ) মালিকানার দাবি পরিবর্তন রীতি
   উত্তর : (খ)
2. খরচ শব্দটির উৎপত্তি কোন দেশের 'Expendre' শব্দ থেকে—
   (ক) ফরাসি
   (খ) ভারতীয়
   (গ) চায়না
   (ঘ) জাপানি
   উত্তর : (ক)
3. নীচের কোনটি খরচের বৈশিষ্ট্য নয়—
   (ক) খরচ হল সম্পদের ত্যাগ স্বীকার
   (খ) খরচের মাধ্যমে সুবিধা প্রাপ্তি ঘটে
   (গ) খরচ অর্থমূল্যে পরিমাপ করা যায় না
   (ঘ) খরচ হল তাৎক্ষণিক ব্যয়
   উত্তর : (গ)
4. উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হওয়ার আগে রেভিনিউ-এর স্বীকৃতিদানের রীতি কোন ধরনের শিল্পে ক্ষেত্রে উপযোগি:
   (ক) নির্মাণ শিল্পে
   (খ) উৎপাদন শিল্পে
   (গ) খেলনা তৈরি শিল্পে
   (ঘ) রাসায়নিক শিল্পে
   উত্তর : (ক)
5. ঋণের উপর সুদ—খরচের একটি উদাহরণ—
   (ক) অ-কার্যকরী
   (খ) কার্যকরী
   (গ) পরিবর্তনশীল

(ঘ) আংশিক স্থির এবং আংশিক পরিবর্তনশীল

উত্তর : (ক)

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

1. রেভিনিউ বলতে কী বোঝেন?
2. খরচের সংজ্ঞা দিন।
3. রেভিনিউ এর প্রকৃতি লিখুন।
4. খরচের যেকোনো দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
5. রেভিনিউ এর বৈশিষ্ট্য লিখুন
6. কার্যকরী খরচ কাকে বলে?

(গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

1. রেভিনিউ এর সনাক্তকরণ ব্যাখ্যা করুন।
2. রেভিনিউ বিশ্লেষণের বিভিন্ন রীতি আলোচনা করুন।
3. রেভিনিউ এর পরিমাপ কিভাবে হয়? উদাহরণসহ লিখুন।
4. রেভিনিউ প্রাপ্তি নীতি আলোচনা করুন।
5. খরচের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
6. খরচের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

5.11 গ্রন্থপঞ্জী

- দেবাশিস ব্যানার্জী ও মানস কুমার হাজরা, হিসাবরক্ষণ তত্ত্ব ও পরিচালন হিসাবরক্ষণ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- অঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রশ্নোত্তরে হিসাবতত্ত্ব, বি বি কুণ্ডু গ্রান্ড সন্স, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৮৮।

একক-6 : লাভ ও ক্ষতি

গঠন

6.0 উদ্দেশ্য

6.1 প্রস্তাবনা

6.2 লাভ

6.2.1 লাভের শ্রেণীবিভাগ

6.2.2 লাভের বৈশিষ্ট্য

6.3 ক্ষতি

6.3.1 ক্ষতির শ্রেণীবিভাগ

6.3.1 ক্ষতির বৈশিষ্ট্য

6.4 লাভ ও ক্ষতির পার্থক্য

6.5 সারাংশ

6.6 প্রশ্নাবলী

6.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলি জানতে পারব সেগুলি হল—

— লাভ ক্ষতির ধারণা

— লাভ ও ক্ষতির শ্রেণীবিভাগ

— লাভ ও ক্ষতির বৈশিষ্ট্য

— লাভ ও ক্ষতির পার্থক্য

6.1 প্রস্তাবনা

হিসাবরক্ষণ, ব্যবসা এবং অর্থায়নের অনেক রকম জটিল ধারণা রয়েছে যা এই ক্ষেত্রগুলিতে অভিজ্ঞতা বা জাগতিক প্রশিক্ষণ না থাকা ব্যক্তিরা দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে না। লাভ ক্ষতি হল ব্যবসার অন্যতম অঙ্গ, যা ব্যবসার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় কোনো ব্যবসার লাভ নির্ভর করে ক্ষতির ওপর। লাভ বা ক্ষতি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে, আর্থিক বিশ্লেষক ও বিনিয়োগকারীরা সাধারণত ক্ষতিও লাভের বিষয়ে চিন্তা করেন। তাই লাভ ও ক্ষতির বিষয়ে কিছুটা হলেও নজর দিতে হবে।

6.2 লাভ

লাভ হল মুনাফা-এর অপর নাম যা একটি কোম্পানির নিট আয়কে তুলে ধরে। এবং কোনো কিছুর বর্তমানমূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি হলে লাভ অর্জন করা হয়। লাভ বিভিন্ন ধরনেরও হয়।

i) মোট লাভ

ii) নিট লাভ

iii) উপলব্ধ লাভ এবং

iv) অবাস্তব লাভ

v) মূলধনী লাভ

a) স্বল্পমেয়াদী

b) দীর্ঘমেয়াদী

6.2.1 লাভের শ্রেণীবিভাগ :

লাভের শ্রেণীবিভাগগুলি আলোচনা করা হল—

i) মোট লাভ : বিক্রয় মূল্য থেকে প্রত্যক্ষ খরচ বাদ দিলে মোট লাভ পাওয়া যায়।

ii) নিট লাভ : মোট লাভ থেকে পরোক্ষ খরচ বাদ দিলে নিট লাভ পাওয়া যায়।

iii) উপলব্ধ লাভ : প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে বেশি বা অধিক মূল্যে সম্পদ বিক্রি করে অর্জিত মুনাফাকে বলা হয় উপলব্ধিলাভ। এই লাভের কারণে বর্তমান সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যখন একটি সম্পদ প্রাথমিকভাবে কেনার চেয়ে বেশি দামে বিক্রয় হয় তখন উপলব্ধি লাভ অর্জিত হয়।

iv) অবাস্তব লাভ : যখন কোনো সম্পদের মূল্য হঠাৎ করে ক্রয়মূল্যের থেকে বৃদ্ধি পায় তখন ক্রেতা সেটিকে বিনিয়োগ করলেও বিক্রি করে না সেটি হল অবাস্তব লাভ।

v) মূলধনী লাভ : মূলধনী লাভ যেকোনো সম্পদের ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করলে পাওয়া যায়। এই লাভ দুইরকম হতে পারে। যেমন—

a) স্বল্পমেয়াদী :

কোনো সম্পদ এক বছরের মধ্যে বিক্রি করে লাভ হলে তা হল স্বল্পমেয়াদী।

b) দীর্ঘমেয়াদী :

কোনো সম্পদ এক বছরের বেশি সময়ে বিক্রি করে লাভ করলে তা হল দীর্ঘমেয়াদী।

6.2.2 লাভের বৈশিষ্ট্য :

লাভ-এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

i) ব্যবসার উন্নতি :

কোম্পানির লাভের ফলে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের লাভ-এর ফলে ব্যবসার উন্নতি হয় যেটি প্রতিটি

প্রতিষ্ঠান চায়।

ii) শ্রমিক বল বৃদ্ধি :

লাভ ব্যবসায় শ্রমিকদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করে যা শ্রমবল বাড়াতে সাহায্য করে।

iii) উৎসাহ :

লাভ হলে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ে পরবর্তীতে যাতে ব্যবসা বা কোম্পানির উন্নতি হয় তার জন্য।

iv) সংগঠনের সুনাম :

লাভ হলে সংগঠন এর সুনাম বৃদ্ধি হয় যা ব্যবসার জন্য প্রয়োজন।

বৈশিষ্ট্য

ব্যবসার উন্নতি | শ্রমিকবল বৃদ্ধি | উৎসাহ | সংগঠনের সুনাম

6.3 ক্ষতি

কোনো প্রতিষ্ঠানে সেই প্রাতিষ্ঠানিক দ্রব্য ক্রয়মূল্যের থেকে কম দামে বিক্রয় করা হলে ক্ষতির সৃষ্টি হয়। ক্ষতি হল ব্যবসার একটি অঙ্গ যা ব্যবসাকে সঠিক পথ অবলম্বনে সহায়তা করে।

6.3.1 ক্ষতির শ্রেণীবিভাগ :

কোনোরকম পণ্য রপ্তানি বা আমদানির কিছু অংশ চুরি, আমদানি বা ছিনতাইও হতে পারে এমনকী কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীনও হতে পারে।

i) স্বাভাবিক ক্ষতি

ii) অস্বাভাবিক ক্ষতি

i) স্বাভাবিক ক্ষতি :

স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ প্রাকৃতি কারণে বা প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি কোনো পণ্য বা দ্রব্যের পরিবর্তন এর জন্য যদি ক্ষতির সম্মুখীন হয় তখন তা হল স্বাভাবিক ক্ষতি। এই ধরনের ক্ষতির জন্য ব্যবসায়ীরা সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাই স্বাভাবিক ক্ষতির কোনো মূল্য কোনোভাবে ব্যবসায় প্রভাব ফেলে না।

অবিক্রিত পণ্যের মান নির্ধারণ পদ্ধতি :

Total Value of good sent

Net quantity recived by $\times$ Unsold units

Consignee in good condition

ii) অস্বাভাবিক ক্ষতি :

যে সকল ক্ষতি অসাবধনতা বা দুর্ঘটনার কারণে হয়েছে তাকে অস্বাভাবিক ক্ষতি বলে। যেমন—আগুন

লেগে যাওয়া, জাহাজ ডুবে যাওয়া ইত্যাদি।

6.3.2 ক্ষতির বৈশিষ্ট্য :

ক্ষতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

i) ব্যবসায় সঠিক পথ অনুসন্ধানে সহায়তা :

ব্যবসায় ক্ষতি হলে যাতে সেইরকম আর না হয় তার জন্য সঠিক পথ অনুসন্ধান করা,

ii) অল্প দামের দ্রব্য উৎপাদন :

কোনোক্ষতি হয়োয় ব্যবসায় স্বল্প দামের উৎপাদন বাড়াতে হবে যাতে ক্ষতির পরিমাণ কমে যায়।

iii) পরবর্তী পদক্ষেপ :

ব্যবসার ক্ষতি পরবর্তী পদক্ষেপ কীভাবে এবং কেন নেওয়াহবে তা নির্দেশ করে।

6.4 লাভ-ক্ষতির পার্থক্য

বিষয়	লাভ	ক্ষতি
i) সংজ্ঞা	কোম্পানির দ্রব্য ক্রয়মূল্য থেকে বেশি দামে বিক্রয় করলে লাভ হয়।	কোনো দ্রব্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করলে ক্ষতি হয়।
ii) মূল্যের	লাভ এর উপর আয় এর মূল্য নির্ভর করে।	ক্ষতির ওপর ব্যয় এর মূল্য নির্ভর হয়।
iii) মান	লাভ ধনাত্মক মানকে নির্দেশ করে।	ক্ষতি ঋণাত্মক মানকে নির্ভর করে।
iv) চাহিদা	কোম্পানি লাভের চাহিদায় ব্যবসা করে।	ক্ষতি চাহিদায় কোনো রকম ব্যবসা সম্ভব নয়।

6.5 সারাংশ

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা লাভ ও ক্ষতির ধারণা, লাভ ক্ষতির শ্রেণীবিভাগ, লাভ ক্ষতির বৈশিষ্ট্য ও লাভ ও ক্ষতির পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারলাম।

6.6 প্রশ্নাবলী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলী :

1. নিম্নলিখিত তত্ত্বের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী?

   (a) পরোক্ষ ব্যয় (b) পরোক্ষ আয়

(c) সরাসরি আয় (d) সরাসরি ব্যয় (b)

2. রাজস্ব ব্যয় কোথায় নথিভুক্ত করা হয়?
   (a) Profit & Loss A/C -এ (b) Balance Sheet
   (c) ট্রেডিং অ্যাকউন্টে (d) কোনটিই নয়। (a)

3. লাভ ও ক্ষতির হিসাব কী প্রদর্শিত করে?
   (a) একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রি হওয়া পণ্যের মূল্য
   (b) একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসার আর্থিক ফলাফল
   (c) একটি নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসার আর্থিক ফলাফল
   (d) একটি নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসার লাভ ক্ষতি হিসাব (b)

4. লাভ ও ক্ষতির অ্যাকউন্টে ডেবিটের আধিক্য কী নামে পরিচিত?
   (a) মোট লাভ (b) নিট লাভ
   (c) মোট ক্ষতি (d) নিট ক্ষতি (b)

5. লাভ ক্ষতির হিসাবে আয় কী নামে পরিচিত?
   (a) আয়ের বিবৃতি (b) Operation Statement
   (c) উপার্জনের বিবৃতি (d) ব্যয়ের বিবৃতি (a)

6. যখন কোনো সম্পদের মূল্য বাড়ে এবং ক্রেতা যেটিকে বিনিয়োগ করলেও বিক্রি করে না সেটি হল—
   (a) মূলধনি লাভ (b) উপলব্ধি লাভ
   (c) স্বাভাবিক লাভ (d) অবাস্তব লাভ (d)

7. নীচের কোনটি একটি ক্ষতির শ্রেণিবিভাগ?
   (a) স্বাভাবিক ক্ষতি (b) অস্বাভাবিক ক্ষতি
   (c) উভয়ই (d) উপলব্ধ ক্ষতি (c)

8. Dusting, বাস্পীভবন ইত্যাদির কারণে যে ক্ষতি হয় তাকে কী বলে?
   (a) স্বাভাবিক ক্ষতি (b) অস্বাভাবিক ক্ষতি
   (c) অতিরিক্ত ক্ষতি (d) স্বাভাবিক লাভ (a)

9. প্রতিষ্ঠানের হিসেবের বইতে দেখানো পরিমানের চাইতে কম মূল্যে সম্পদ বিক্রি করা হলে তার থেকে যে অর্থ উপার্জিত হয় তা হল—
   (a) লাভ (b) ক্ষতি
   (c) স্বাভাবিক লাভ (d) স্বাভাবিক ক্ষতি (b)

10. নিম্নে কোনটি অস্বাভাবিক ক্ষতি ঘটাতে পারে?
   (a) চুরি (b) আগুন লেগে যাওয়া

(c) জাহাজডুবি (d) সবগুলি (c)

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

1. স্বাভাবিক ক্ষতি (Normal Loss) বলতে কী বোঝায়?
2. ক্ষতি বলতে কী বোঝেন?
3. লাভের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন।
4. অস্বাভাবিক ও স্বাভাবিক লাভের উদাহরণ দিন।
5. লাভের শ্রেণিবিভাগ গুলি কী কী?
6. ক্ষতির শ্রেণিবিভাগ গুলি কী কী?

গ) বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

1. লাভ ও ক্ষতির পার্থক্য লিখুন।
2. ক্ষতির বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।
3. ক্ষতির শ্রেণীবিভাগগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
4. ক্ষতি কী লাভের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে, সেই প্রসঙ্গে কিছু মতামত নিজের ভাষায় লিখুন।
5. মূলধনী লাভ কী? শ্রেণীবিভাগগুলির বর্ণনা দিন।
6. লাভের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

একক-7 : সম্পদ ও দায়

গঠন

7.0 উদ্দেশ্য

7.1 প্রস্তাবনা

7.2 সম্পদ

7.2.1 সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

7.2.2 সম্পদের বৈশিষ্ট

7.2.3 সম্পদ মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য

7.2.4 সম্পদ মূল্যায়ণের পদ্ধতি

7.3 দায়

7.3.1 দায়ের শ্রেণীবিভাগ

7.3.1 দায়ের বৈশিষ্ট্য

7.3.3 দায় মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য

7.3.4 দায় মূল্যায়ণের পদ্ধতি

7.4 সম্পদ ও দায়ের পার্থক্য

7.5 সারাংশ

7.6 প্রশ্নাবলী

7.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলি জানতে পারব—

- সম্পদেকর ধারণা
- সম্পদের শ্রেণীবিভাগ
- সম্পদের বৈশিষ্ট্য
- সম্পদের মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য
- সম্পদ মূয়্যাণের পদ্ধতি
- দায়
- দায়ের শ্রেণীবিভাগ

- দায়ের বৈশিষ্ট্য
- দায়ের মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য
- দায়ের মূল্যায়ণের পদ্ধতি
- সম্পদ ও দায়ের পার্থক্য

7.1 প্রস্তাবনা

কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধীনে যাবতীয় সম্পদ যার দ্বারা ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় সম্পত্তি। যেমন—Building, Plantand & Machinery, Stoke ইত্যাদি। কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন সম্পদের উপর নির্ভরশীল তেমনই দায়ের উপর নির্ভরশীল, কোম্পানির বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসা করতে গেলে ব্যাঙ্ক থেকে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় কোম্পানির ধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সুবিধা ও আয়বৃদ্ধির বিষয় ও থাকতে পারে।

7.2 সম্পদ

কোনো প্রতিষ্ঠানের অতীতের লেনদেন এবং ঘটনার ফলে সত্তার মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত সম্পদকে বোঝায়, সেখান থেকে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সুবিধা সত্তার কাছে প্রবাহিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সহজভাষায় সম্পদ হল ব্যবসার মালিকানাধীন সম্পত্তি বা অধিকার। এগুলিকে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ হিসাবে রাখা যেতে পারে। যেমন—Building, Land ইত্যাদি।

• সম্পদ :

কোনো প্রতিষ্ঠানের অতীতের লেনদেন এবং ঘটনার ফলে সস্তার মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত সম্পদকে বোঝায়, সেখান থেকে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সুবিদা সত্তার কাছে প্রবাহিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সহজ ভাষায় সম্পদ হল ব্যবসার মালিকানাধীন সম্পত্তি বা অধিকার। এগুলিকে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ হিসেবে রাখা যেতে পারে। যেমন— Building, Plantand Machinery, Land, Stoke, Goodwill ইত্যাদি।

• দায় :

কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির একটি প্রধান উৎস যেটি সম্পদ নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সেটি হল দায়। যেটি হয় ঋণদাতা বা পাওনা দারদের কাছ থেকে ধার নেওয়া এবং মালিকের অবদান, দায় বলতে কোনো কোম্পানির সম্পদের বিরুদ্ধে মালিকদের পাশাপাশি অন্যান্য পক্ষের দাবিকে বোঝায়। হিসেবের ক্ষেত্রে দায় ও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— Outstaning Rent, Capital, Land ইত্যাদি।

7.2.1 সম্পদের শ্রেণীবিভাগ :

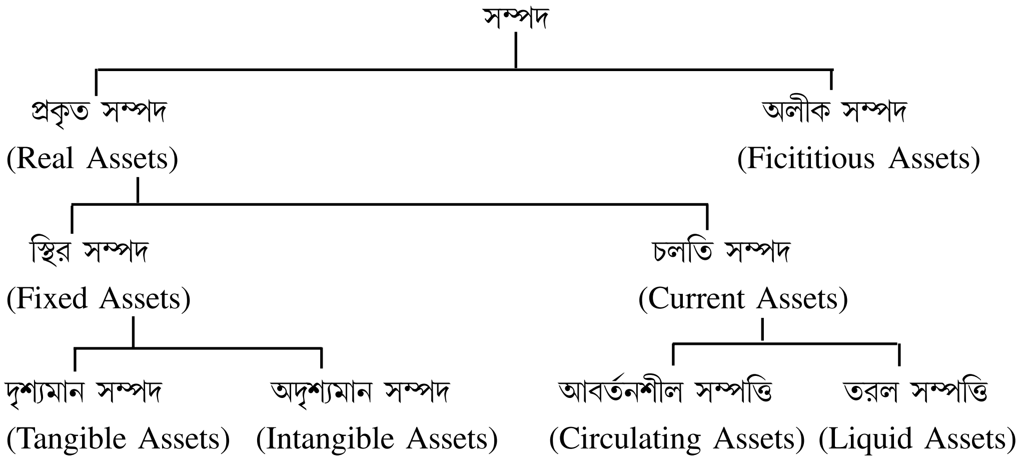

i) প্রকৃত সম্পদ (Real Assets) :

যে সকল সম্পদের বাজার মূল্য আছে, যেমন Building, Land, Machinery ইত্যাদি এই সকল সম্পত্তিকে প্রকৃত সম্পত্তি বা প্রকৃত সম্পদ বলা হয়। প্রকৃত সম্পদকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—স্থির সম্পত্তি ও চলতি সম্পত্তি।

a) স্থির সম্পত্তি (Fixed Assets) :

যে সম্পদগুলি দীর্ঘস্থায়ী এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বিক্রি করা হয় সেই সম্পদকে স্থির সম্পদ বলে। যেমন— Land, Building, Goodwill ইত্যাদি। এই স্থির সম্পত্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পক।

(ক) দৃশ্যমান (Tangibla Assets) :

যে সকল সম্পদ এর বাস্তবে অস্তিত্ব আছে এবং যা স্পর্শনীয় সেইসকল সম্পদকে দৃশ্যমান সম্পক বলে। যেমন—Machinery, Land, Building, Plant ইত্যাদি।

(খ) অদৃশ্যমান সম্পদ (Intanjibls Assets) :

যে সকল সম্পদের কোনোরকম বাস্তব অস্তিত্ব নেই এবং যা অস্পর্শনীয় সেই সকল সম্পদকে অদৃশ্যমান সম্পদ বলে। যেমন— Goodwill, Pantent right ইত্যাদি।

(b) চলতি সম্পত্তি (Current Assets) :

যে সকল সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও যা দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরিত করে দায় মেটানো যায় সেই সকল সম্পদ কে চলতি সম্পদ বা চলতি সম্পত্তি বলা হয়। যেমন—Stock, Cash ও Debtors ইত্যাদি। এই ধরণের সম্পত্তি অনতবরত রূপ পরিবর্তন করে বলে এদের Circulating বা Floating Assets এ বলা হয়। যেমন—পণ্য ক্রয় করলে Cash, Stock এ রূপান্তরিত হল আবার পণ্য বিক্রয় করলে Stock, Debtors

এ রূপান্তরিত হয়। চলতি সম্পদগুলিকেও দুটি ভাগে ভাগ করা হয় যেমন—তরল সম্পদ ও আবর্তনশীল সম্পদ।

(ক) তরল সম্পদ (Liquid Assets) :

চলতি সম্পদের মধ্যে যেসকল সম্পদ অতিদ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় তাকে তরল সম্পদ বলে। যেমন—Debtors, Cash-in-hand, Cash-at-Bank ইত্যাদি।

(খ) আবর্তনশীল পদ্ধতি (Floating Assets) :

যে সকল সম্পদ ক্রমাগত পরিমানে অথবা মূল্যে রূপান্তরিত হয়, তাকে আবর্তনশীল সম্পদ বলা হয়। যেমন—Cash, Inventory ইত্যাদি।

ii) অলীক সম্পত্তি (Fictitious Assets) :

যে সকল সম্পত্তির কোনো রূপ বাজার মূল্য নেই সেই সকল সম্পদ বা সম্পত্তিগুলিকে অলীক সম্পত্তি বলে। যেমন—Prelimanary Expenses, Discount on issue of Share, Debit Balance ইত্যাদি। আসলে এগুলি মোটেই কোনোরকম সম্পদ নয় যেহেতু রেওয়ামিলের Debit Balance হিসেবে এবং উদবর্তপত্রে Asset হিসেবে বোঝানো হয় তাই এগুলির এই প্রকার নাম দেওয়া হয়েছে।

● এছাড়াও আরও এক প্রকার সম্পত্তি দেখতে পাই যার ব্যবহারের ফলে ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যায় সেগুলিকে ক্ষয়শীল সম্পত্তি বলা হয়। যেমন— Mine ও Forest ইত্যাদি।

● এছাড়া আরও একপ্রকার সম্পত্তি আছে যাকে সম্ভাব্য সম্পত্তি (Contingent Asset) বলে। বর্তমানে যে সম্পত্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারে নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে তা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারে আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে, আসলে কিনা তা ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার উপর নির্ভর করে তাকে সম্ভাব্য সম্পত্তি বলা হয়। যেমন—কোনো কোম্পানির অ-তলবী মূলধন (Incalled Share Capital), Claim for Income tax refund, ইত্যাদি। এইরূপ সম্পত্তির হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয় না এবং উর্দ্ধবর্তপত্রেও তা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না।

7.2.2 সম্পদের বৈশিষ্ট্য

একটি সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

i) মালিকানা :

উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবসার মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণকে বোঝায় সম্পদ। কোম্পানি বা কোনো ব্যবয়াসিক প্রতিষ্ঠান নগদ বা নগদ সমতুল্য বিনিময়ে তাই এই সম্পদ বিক্রি করতে পারে।

ii) রাজস্ব উৎপাদন :

সম্পদের মাধ্যমে ব্যবসায় রাজস্ব উৎপন্ন হতে পারে। উদাহরণ—যন্ত্রপাতি, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়াতে পারে যার ফলে অর্থনৈতিক সুবিধা হয়।

iii) অর্থনৈতিক মূল্য :

প্রতিটি সম্পদের একটি অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। এবং সেই সম্পদ বাজারে বিনিময় বা বিক্রি করা

যেতে পারে।

iv) অবচয় :

অবচয়ের কারণে একটি সম্পদের প্রাথমিক মূল্য হ্রাস পায়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া বা শুধুমাত্র একটি সম্পদের দরকারি জীবনের শেষে শেষ হয়।

v) রক্ষণাবেক্ষণ :

বেশিরভাগ সম্পদের একটি রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের খরচ থাকে, নিয়মিত ভাবে সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে এটি মসৃণভাবে চলে ও ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে কোনোরকম ধাঁধা সৃষ্টি করে না।

vi) স্ক্যাক মূল্য :

প্রত্যেকটি সম্পদের ব্যবহারে কারণে তার অবমূল্যায়ণ হতে থাকে, একটি সময় পরে সম্পদটির অকার্যকর বা অপ্রচলিত হয়ে যায়, এবং ব্যবসার জন্য এর কোনো ব্যবহার থাকে না তবে তখনও এর একটা মূল্য থাকে যা প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তিগর্ত এটিকে অন্য এক স্ক্র্যাপ ডিলারে কাছে বিক্রয় করার উপলব্ধি করতে পারে, যা সম্পদটির স্ক্র্যাপ মূল্য হিসেবে পরিচিতি।

নিম্নে সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে একটি ছক দেওয়া হল—

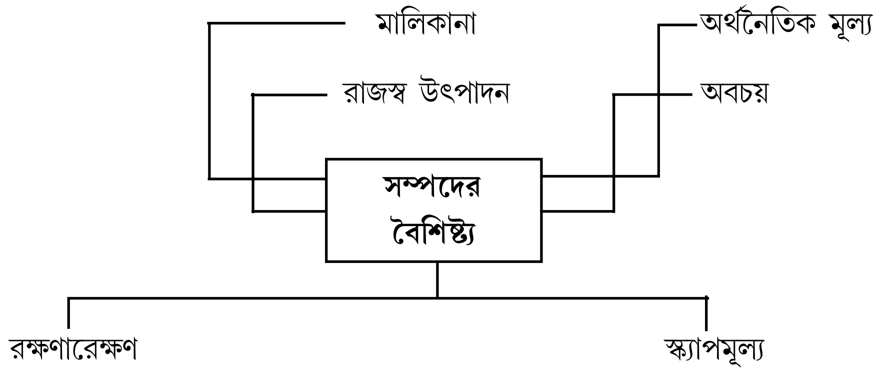

7.2.3 সম্পদ মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য (objective os Assets Valuation) :

সংজ্ঞা :

সম্পদ মূল্যায়ন বলতে বোঝায় Stock, বিকল্প বন্দ Building, Machinery বা জমি সহ একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তির মূল্য, নির্ধারণের প্রক্রিয়া, এটি সাধারণ পরিচালিত হয় যখন একটি কোম্পানির সম্পদ বিক্রি বা বিমা করা হয়, বা দখল করা হয়।

উদ্দেশ্য :

সম্পদ মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

i) মূল্যায়ণ :

প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ণের জন্য সম্পদের মূল্যায়ণ করা অত্যন্ত জরুরি একটি

প্রতিষ্ঠানের জন্য।

ii) বিনিয়োগ পদ্ধতি :

প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা বিনিয়োগের প্রকৃতি সম্পর্কে মতামত জানা একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

iii) সুনাম মূল্যায়ণ :

প্রতিষ্ঠানের সুনামের মূল্যায়ণ করা সম্পদের মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য। যাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম সঠিকভাবে বজায় থাকে।

iv) সম্পদের পার্থক্য করা :

প্রতিষ্ঠানের ক্রয় এবং তারিখ ও উদ্ধর্তপত্রের তারিখ অনুযায়ী সম্পদের মূল্যে পার্থক্য মূল্যায়ণ করে।

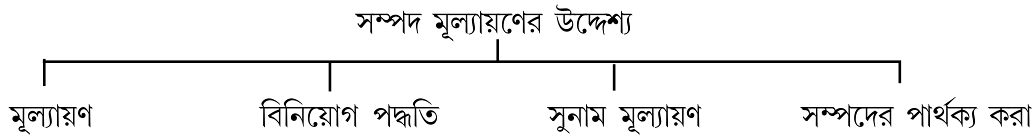

7.2.4 সম্পদ মূল্যায়ণের পদ্ধতি (Assets Valuation Method) :

সম্পদের মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

i) খরচ পদ্ধতি :

এটি সম্পদের মূল্যায়ণের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। এটি সাধারণত সম্পদের ঐতিহাসিক মূল্যের ভিত্তিতে গণনা করা হয়, কারণ হল—যে কীসের জন্য সম্পদ কেনা বা ক্রয় করা হয়েছিল।

ii) বাজার মূল্য পদ্ধতি :

বাজারমূল্য পদ্ধতিতে সম্পদের মূল্যকে তার বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে বা বাজারে বিক্রি করবার সময় তার অনুমান মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।

iii) বেস স্টক পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে একটি প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট স্তরের স্টক রাখতে হবে যার মূল্য একটি বেস স্টক এর মূল্যের উপর ভিত্তি করে, মূল্যায়ণ করা হয়।

iv) স্ট্যাণ্ডারড্ খরচ পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে প্রকৃত খরচের পরিবর্তে প্রত্যাশিত খরচ ব্যবহার করা হয়। প্রায়ই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, এই পদ্ধতিতে প্রত্যাশিত খরচগুলির প্রকৃত রেকর্ড করা হয়।

v) স্ক্র্যাপ মূল্য পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে সেই মূল্যকে বোঝায় যা সম্পদ থেকে প্রাপ্ত, যদি সেই সম্পদকে স্ক্র্যাপ হিসেবে

বিক্রয় হয়।

7.3 দায়

কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির একটি প্রধান উৎস হল দায় যা সম্পদ নিয়ে আসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেটি হয় ঋণদাতা বা পাওনাদারদের কাছ থেকে ধার নেওয়া মালিকের অবদান। দায় বলতে কোনো কোম্পানির সম্পদের বিরুদ্ধে মালিকদের পাশাপাশি অন্যান্য পক্ষের দাবিকেও বোঝানো হয়। হিসেবের ক্ষেত্রে দায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— Outstannding rent, Capital ইত্যাদি।

7.3.1 দায়ের শ্রেণীবিভাগ :

- দায়
  - অন্তর্দায় (Internal Liabilities)
  - বহির্দায় (External Liabilities)
    - স্থির দায় (Fixed Liabilities)
    - চলতি দায় (Current Liabilities)
      - বিলম্বিত দায় (Deffered Liabilities)
      - তরল দায় (Liquid Liabilities)

i) অন্তর্দায় (Internal Liabilities) :

মালিকের নিকট ব্যবসার যে সকল সমদয় ঋণ থাকে তাকে অন্তর্দায় বলে। যেমন—Capital, Reserve ইত্যাদি।

ii) বহির্দায় (External Liabilities):

মালিক ব্যতিত বাইরের অন্যকোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট ব্যবসার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তার দায়কে বহির্দায় বলে। যেমন— Creditor, Bills payable, Bank overdroft এই বহির্দায়কে দুইভাগে ভাগ করা হয়।

a) স্থির বা দীর্ঘমেয়দী দায় (Fixed or Longterm Liabilities) :

যে সকল দায় দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ যোগ্য অথবা যে সকল দায় এর মেয়াদ অনেক বেশি সেই সকল দায়কে স্থির বা দীর্ঘমেয়াদী দায় বলা হয়। অর্থাৎ যে সকল দায়ের মেয়াদ ১২ মাসের বেশি সেই সকল দায়কে স্থির বা দীর্ঘমেয়াদী দায় বলে। যেমন—Debenture, Loan, Mortgage ইত্যাদি।

b) চলতি দায় বা স্বল্প মেয়াদি দায় (Current or Short turn Liabilities) :

যে সকল দায় দ্রুত পরিশোধ যোগ অথবা যে সকল দায় এর মেয়াদ অনেক কম অর্থাৎ ১২ মাসের কম সেই সকল দায়কে চলতি বা স্বল্পমেয়াদি দায় বলে। যেমন— Creditors, Bills Payable এই চলতি

দায়কে দুইভাগে ভাগ করা হয়।

ক) বিলম্বিত দায় (Deffered Liabilities) :

যে সকল চলতি দায় এক মাসের বেশি কিন্তু একবছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় সেই সকল চলতি দায়কে বিলম্বিত দায় বলা হয়।

খ) তরল দায় (Liquid Liabilities) :

যে সকল চলতি দায় এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ অনধিক একমাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় সেই সকল চলতি দায়কে তরল দায় বলে। যেমন— Outstanding bills, Bank overdraft ইত্যাদি।

●সম্ভাব্য দায় (Contingent Liabilities) :

উল্লিখিত দায়গুলি ছাড়াও আরও একপ্রকার দায় রয়েছে যা ভবিষ্যতের দায় হতে পারে। ইহা ভবিষ্যতের ঘটনার উপর নির্ভরশীল।

7.3.2 দায়ের বৈশিষ্ট্য :

দায়বদ্ধতার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

i) অনিবার্যতা :

একটি প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে দায় নেওয়া অনিবার্য। যা প্রতিষ্ঠান কখনোই এড়াতে পারবে না।

ii) অর্থনৈতিক সুবিধা হস্তান্তর :

অর্থনৈতিক সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে দায় নিষ্পত্তি করতে হবে। এরকম অর্থনৈতিক সুবিধা নগদ সম্পদ বা পরিশোধের প্রদানের মাধ্যমে হতে পারে।

iii) অতীতের লেনদেন :

প্রতিষ্ঠানের কোনোরকম অতীত সংক্রান্ত ঘটনা বা লেনদেনের কারণে দায় সৃষ্টি হতে পারে। যেমন প্রতিষ্ঠানের অতীতে কোনো ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারলে বর্তমানে তা একপ্রকার বৃহৎ দায় সৃষ্টি করে।

7.3.3 দায় মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য :

দায়গুলির মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

i) বাধ্যবাধ্যকতা :

প্রতিটি দায় মূল্যায়ণের কিছু বাধ্য বাধকতা অবলম্বন করতে হয়, সেই বাধ্যবাধকতা সঠিকভাবে পূরণ হচ্ছে কীনা তা নিশ্চিত করা।

ii) অস্তিত্ব :

কোনো কোম্পানির দায় এর অস্তিত্ব রয়েছে কীনা এবং কোম্পানির দায় সংক্রান্ত কোনোরকম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কী না সেটির হিসেব রাখা।

iii) আর্থিক ফলাফল :

দায় এর বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণের আর্থিক ফলাফলের কোনোরকম ভুলত্রুতি হচ্ছে কীনা তা অনুসন্ধান করা।

iv) যথার্থতা প্রকাশ :

দায়গুলি যথাযতভাবে কোম্পানি খাতায় বা হিসেবের বইতে প্রকাশ করা হচ্ছে কীনা তা সঠিক ভাবে যাচাই করা।

দায় মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য

বাধ্যবাধকতা | অস্তিত্ব | আর্থিক ফলাফল | যথার্থতা প্রকাশ

7.3.4 দায় মূল্যায়ণ পদ্ধতি :

দায় মূল্যের মূল্যায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

i) সম্পদ ও দায় যাচাই এবং মূল্যায়ণ :

এটি কোম্পানির ব্যালেন্স শীটে রেকর্ডকৃত সম্পদ ও দায় যাচাই করার পদ্ধতি।

ii) অ্যাকাউন্টিং মূল্যায়ণ :

পেনশন তহবিল সম্পদ ও দায়ের মূল্যায়ণ করার পদ্ধতি।

iii) সম্পদভিত্তিক মূল্যায়ণ :

কোম্পানির সম্পদের মূল্য বা দায় বাদ দেওয়ার পরে তার মোট সম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি।

iv) অ্যাকচুয়াল মূল্যায়ণ :

পেশন তহবিলের সম্পদ ও দায়ের মূল্যায়ণ করার পদ্ধতি।

v) মডেল জি.এস.টি আইন :

পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহ নির্ধারণ পদ্ধতি।

7.4 সম্পদ ও দায়ের পার্থক্য

ব্যবসার ক্ষেত্রে বা ব্যবসার যে কোনো রকম হিসেবের ক্ষেত্রে সম্পদ ও দায় এক বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছে। সম্পদ ও দায়ের মধ্যে তবুও কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হল—

বিষয়	সম্পদ	দায়
i) সংজ্ঞা	কোনো ব্যবসা বা ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদ যার অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সুবিধা প্রদান করবে বলে আশা করা যায়	কোনো ব্যবসা বা ব্যক্তির আর্থিক বাধ্যবাধকতা যা অন্য কোনো সত্তার কাছে ঋণ বা পাওনা অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে।
ii) উদাহরণ	নগদ, প্রাপ্যহিসাব, তালিকা, সম্পত্তি, বিনিয়োগ	প্রদেয় হিসেব, ঋণ, প্রদেয় করা, বন্ধক
iii) মূল্যের প্রকৃতি	এটি একটি ইতিবাচক প্রকৃতির মূল্য। সম্পদ একটি ব্যবসা বা ব্যক্তির সামগ্রিক সম্পদে অবদান রাখে।	এটি একটি ঋণাত্মক মানের সম্পদ। দায় এমন বাধ্যবাধকতা প্রতিনিধিত্ব করে যা নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।
iv) অবচয়	কিছু সম্পদের সময়ের সাথে অবমূল্যায়ন হয়	দায় এর অবমূল্যায়ণ হয় না।
v) করের	কিছু ক্ষেত্রে সম্পদের মালিকানা কর সুবিধা পেতে পারে।	কিছু দায়ের উপর সুদ পরিশোধ কর ছাড়যোগ্য হতে পারে।

7.5 সারাংশ

সকল আলোচনার ভিত্তি আমরা এই এককটি থেকে সম্পত্তি কী দায়, কী সম্পত্তি ও দায়ের শ্রেণিবিভাগ, সম্পদ ও দায়ের বৈশিষ্ট্য, সম্পদ ও দায় মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য, ও মূল্যায়ণের পদ্ধতি, সম্পদ ও দায়ের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছি।

7.6 প্রশ্নাবলী

(ক) বহুনির্বাচনী প্রশ্নাবলী :

1. চলতি দায় কখন পরিশোধ করা হয়—

   (a) ১ বছরের মধ্যে (b) ১ বছরের পরে

   (c) ৫ বছরের মধ্যে (d) ২ বছরের মধ্যে (a)

2. Bonds, Debentures ইত্যাদি কীসের অংশ—

   (a) চলতি দায় (b) চলতি সম্পত্তি

   (c) দীর্ঘমেয়াদী দায় (d) স্থির সম্পত্তি (a)

3. নিম্নলিখিত কোনটি সম্পদের মূল্য হ্রাস করে না—

(a) Accident	(b) Insurance		
(c) Mediclaim	(d) Obsolescence	(b)	

4. নিম্নে কোন ধরনের লেনদেনের ফলে সম্পদ ও দায় বৃদ্ধিপায়

(a) Payment to Creditors	(b) Collections from Debtor.	
(c) Goodwill written off	(d) Outstanding rent	(d)

5. চলতি সম্পত্তি নয় কোনটি?

(a) আসবাবপত্র	(b) নগদ টাকা	
(c) Advence Payment	(d) Stock-in-Irada	(a)

6. এদের মধ্যে কোনটি চলতি দায় নয়?

(a) Creditors	(b) Furniture	
(c) Bank overdraft	(d) Bills Payable	(b)

7. নীচের কোনটি একটি চলতি দায়?

(a) Creditors	(b) Furniture	
(c) Cash	(d) Building	(a)

8. নীচের কোনটিকে বহির্দায় হিসেবে গণ্য করা হবে?

(a) Creditors	(b) Debtors	
(c) আসবাবপত্র	(d) মূলধন	(a)

9. নীচের কোনটি একটি সম্পদ মূল্যায়ণ পদ্ধতি?

(a) Scrop Value	(b) বেস স্টক	
(c) খরচ পদ্ধতি	(d) সবকটি	(d)

10. অলীক সম্পত্তি হল—

(a) Preliminary expenses	(b) Creditors	
(c) Debtors	(d) Furniture	(a)

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

1. সম্পদ কী?
2. দায় কীভাবে সম্পদের উপর নির্ভরশীল?
3. চলতি ও তরল সম্পদ কী?
4. প্রকৃত সম্পদ কী?

5. সম্ভাব্য দায় বলতে কী বোঝেন?
6. দায়ের বৈশিষ্ট্য গুলি লিখুন।

গ) বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

1. সম্পদ ও দায়ের পার্থক্য লিখুন।
2. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
3. সম্পদের শ্রেণীবিভাগগুলি লিখুন।
4. দায় কী? দায়ের শ্রেণীবিভাগগুলি লিখুন।
5. সম্পদ মূল্যায়ণের পদ্ধতিগুলি কী? কী?
6. সম্পদ মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

একক-8 : অবচয় নীতি ও বিশ্লেষণ

গঠন

8.0 উদ্দেশ্য

8.1 প্রস্তাবনা

8.2 অবচয়

8.2.1 অবচয় সংক্রান্ত হিসাব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

8.2.2 অবচয়ের কারণসমূহ

8.2.3 অবচয় হিসাব করার প্রয়োজনীয়তা

8.2.4 অবচয় ধার্যের পদ্ধতিসমূহ

8.2.5 অবচয় নির্ধারণ পদ্ধতি প্রভাবিত করার বিষয়

8.3 সারাংশ

8.4 প্রশ্নাবলী

8.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলি জানতে পারব সেগুলি হল—

- অবচয় কী
- অবচয় সংক্রান্ত হিসাব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।
- অবচয়ের কারণসমূহ
- অবচয়ের হিসাব করার প্রয়োজনীয়তা।
- অবচয় ধার্যের পদ্ধতি সমূহ
- অবচয় নির্ধারণ পদ্ধতি প্রভাবিত করার বিষয়।

8.1 প্রস্তাবনা

কোনো সম্পত্তি ব্যবহার করার ফলে তার মূল্য হ্রাস পায় এইরূপ মূল্য হ্রাস এর পদ্ধতিকে বলা হয় অবচয়। বিভিন্ন হিসাবশাস্ত্রবিদ অবচয়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই সকল সংজ্ঞার মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল—

- 'যে কোনো কারণবশত সম্পত্তির ক্রমিক ও চিরন্তন মূল্য হ্রাস হওয়াকে বলা হয় অবচয়। (Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause'—Caster)
- ব্যবহার বা কালাবর্তনের ফলে স্থির সম্পত্তির মূল্য হ্রাসকে বলা হয় অবচয়। (Depreciation is the dimination in the value of fixed assets due to use and/or laps of time'—Terminology of the Institute of cost and manegment Accounts, England)

এই সংজ্ঞাগুলি থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, ব্যবহার ও সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে সম্পত্তির ক্ষয়প্রাপ্ততা এবং এই সকল সম্পত্তির স্থায়িত্বতা হ্রাস পায় এই ধরনের পরিবর্তনই হল অবচয়।

8.2 অবচয়

অবচয় হলো একটি বাস্তব সম্পদের মূল্য হ্রাস যা বিভিন্ন কারণের ফলে সম্পত্তির আর্থিক মূল্য হ্রাস করে, যেমন—দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি।

এই অবচয় একটি হিসাব পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যা আমাদের একটি সম্পদের ব্যয়ের অংশটিকে তার কার্যকর জীবনের বরাদ্ধ করতে সাহায্য করে যা নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের লাভ ও ক্ষতির বিবৃতিকে প্রদর্শিত করে।

8.2.1 অবচয় সংক্রান্ত হিসাব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য :

অবচয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থায়ী সম্পত্তির উপর নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে এই উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করা হল—

i) প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ :

সম্পদের ক্ষয়প্রাপ্ততার সাথে সাথে বর্তমানে সম্পদের প্রকৃতমূল্য কতটা তা নির্ধারণ করা অবচয়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

ii) প্রকৃত লাভ ক্ষতি নির্ধারণ করা :

অবচয়ের জন্য কোনো বাইরের পক্ষকে কোন অর্থ প্রদান করা হয় না। তবুও অবচয় যেহেতু স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য হ্রাস করে তাই সেইদিক থেকে বলা যেতে পারে এটি ক্ষতি। ব্যবসায় অন্যান্য ক্ষতি যেমন হিসাব করা হয় ঠিক তেমনটি ভাবে অবচয় সঠিকভাবে নির্ণয় করলে প্রকৃত লাভ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

iii) মূলধন সংরক্ষণ :

সম্পত্তি করে যে পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হয়, ক্ষয়জনিত সম্পত্তির মূল্য হ্রাসের ফলে সেই পরিমান মূলধন কমে যায়। অবচয় ধার্যের মাধ্যমে সম্পত্তির এই ক্ষয়জনিত মূল্য হ্রাসের সংস্থান না করে আয় পরিমাপ করলে প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ বেশি দেখানো হবে। এই অতিরিক্ত লাভ বন্টন করা হলে

কার্যকরী মূলধন কমে যাবে।

iv) প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ :

উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কোনো সম্পত্তির কোনো নির্দিষ্ট হিসাব বছরে যে ক্ষয় হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যান্য ব্যয়ের মতো অবচয়ের ব্যয় ও পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তা না হলে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় কম দেখানো হবে।

v) আইনগত বিধিনিষেধ মেনে চলা :

1956 সালে কোম্পানি আইনে 205 নম্বর ধারায় লাভের বন্টনের আগে স্থির সম্পত্তির উপর অবচয়ের সংস্থান করা বাধ্যতামূলক, এই আইনের সকলরকম বিধিনিষেধ মেনে চলা অবচয় হিসাবের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিম্নে উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করে একটি ছক দেওয়া হল—

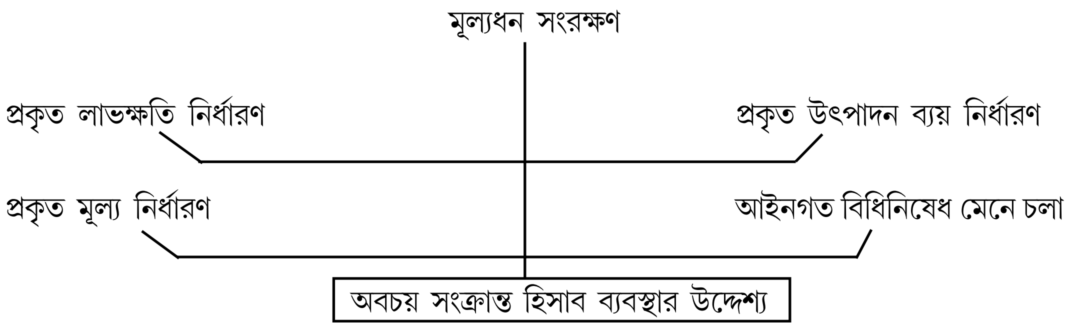

8.2.2 অচয়ের কারণসমূহ :

অবচয়ের কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

i) ক্রমাগত ব্যবহার ভিত্তিক ক্ষয় :

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেকোনো সম্পদের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়, যার ফলে ঐ সম্পদের মূল্য হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ ব্যবসায় সম্পদের সেবা প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

ii) সময়ের আবর্তনের ভিত্তিতে ক্ষয় :

যখন কোনো সম্পদ প্রাকৃতিক শক্তি যেমন বাতাস বৃষ্টি ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে, তখন তাদের মূল্য পায় সেটি কোনো কাজে নাও লাগতে পারে।

iii) অপ্রচলিততার মাধ্যমে মূল্য হ্রাস :

অপ্রচলিততা ও অবমূল্যায়ণের এটি প্রধান কারণ। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, উৎপাদনী পদ্ধতির উন্নতি, বাজারের চাহিদার পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে একটি বিদ্যমান সম্পদ কিছু সময়ের মধ্যে পুরোনো হয়ে যেতে পারে। ফলস্বরূপ সম্পদের চাহিদা হ্রাস পায়, কারণ পুরানো সম্পদ, ব্যবসার সকল প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম হয় না।

iv) দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষয় :

ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কারণে সম্পদ ধ্বংস হতে পারে। এর ফলে সম্পদের মূল্য হ্রাস পায়, এটি বিবেচনা করাও প্রয়োজন।

v) আইনি মেয়াদ শেষ হওয়ার মাধ্যমে :

কিছু সম্পদ আছে যা ব্যবসায় এটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সময়কাল একটি চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় যেখানে সেই নির্দিষ্ট সম্পদ ব্যবহারের মেয়াদ উল্লেখ করা থাকে। যেমন—পেটেন্ট, কপিরাইট ইত্যাদি।

নিম্নে অবচয়ের কারণগুলি উল্লেখ করে একটি ছক দেওয়া হল—

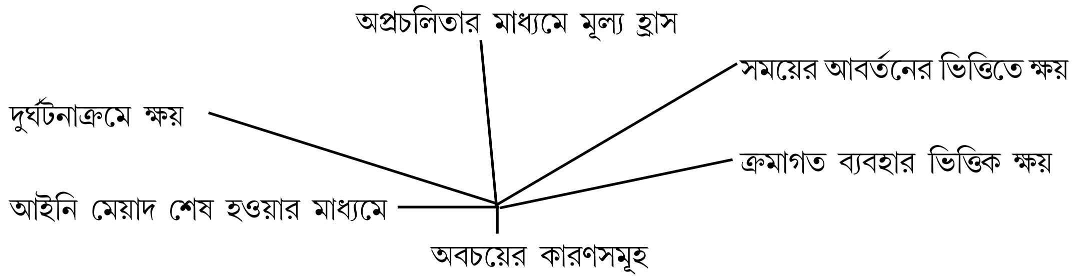

8.2.3 অবচয় হিসাব করার প্রয়োজনীয়তা :

অবচয় হিসাব করার কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেগুলি হল—

i) প্রকৃত লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় :

যে কোনো ব্যবসার প্রকৃত লাভ তখনই নির্ধারণ করায় যখন নির্দিষ্ট বছরের জন্য ব্যবসায় সমস্ত খরচ এবং ক্ষতি ব্যবসার মোট আয় থেকে বাদ দেওয়া হয়। যদি কোম্পানি সম্পদের অবচয় প্রদান না করে, তাহলে তা ফার্মের রাজস্বে সমন্বয় করা যাবে না, এবং সম্পদগুলি অতি মূল্যায়িত হিসেবে রেকর্ড করা হবে।

ii) কর সুবিধার জন্য :

কর পরিশোধের আগে অবচয় মুনাফার সাথে সমন্বয় করা হয় বলে অবচয় কোম্পানিকে কর সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে করযোগ্য আয় হ্রাস পায় এবং ফার্মকে হ্রাসকৃত লাভের উপর স্বল্প পরিমানে কর দিতে হয়।

iii) উৎপাদনের সঠিক খরচ নির্ধারণ :

অবচয় ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত অন্যান্য ব্যয়ের অনুরূপ। অবচয় বিবেচনা করার পরেই উৎপাদনের সঠিক খরচ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

iv) সম্পদ প্রতিস্থাপনের জন্য তহবিল সরবরাহ করা :

অবচয় লাভ এবং ক্ষতির হিসাব থেকে ডেবিট করা হয়, তবে এটি একটি নগদ বহির্ভূত ব্যয় অর্থাৎ অবচয় চার্জ করার জন্য কোনো প্রকৃত নগদ অর্থ প্রদান করা হয় না।

v) মূলধনের বাইরে মুনাফা বন্টন রোধ :

যদি কোনোও কোম্পানি অবচয় চার্জ না করে, তাহলে লাভ এবং ক্ষতির হিসাবে প্রকৃত মুনাফার পরিবর্তে অতিরিক্ত মুনাফা দেখাবে, এই মুনাফা শেয়ারহোল্ডাররা উত্তোলন করতে পারবেন।

নিম্নে প্রয়োজনীয়তাগুলি উল্লেখ করা হল—একটি ছকের মাধ্যমে—

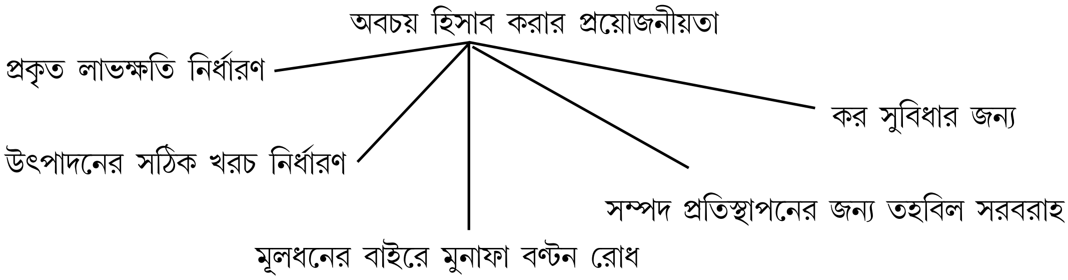

8.2.4 অবচয় ধার্যের পদ্ধতি :

i) সরলরৈখিক পদ্ধতি :

এটি অবচয় চার্জ করার সবচেয়ে প্রাচীন এবং সহজ পদ্ধতি। সম্পদের আয়ুষ্কাল অনুমান করা হয় এবং সম্পদের আয়ুষ্কাল ধরে সমানভাবে অবচয় লেখা হয়। অবচয়ের পরিমান এমন হয় যে সম্পদের আয়ুষ্কাল শেষে সম্পদের বইয়ের মূল্য শূন্যে নেমে আসে।

$$\text{অবচয়ের পরিমান} = \frac{\text{মূল খরচ—অবশিষ্ট বা স্ক্র্যাপমূল্য}}{\text{সম্পদের আনুমানিক ব্যবহার যোগ্য জীবনকাল।}}$$

ii) ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে অবচয়ের পরিমাণ নির্দিষ্টহারে সম্পত্তির লিখিত মূল্যের উপর গণনা করা হয়। কোনো সম্পত্তির ক্রয়মূল্য থেকে অবচয় বাদ দিলে লিখিত মূল্য পাওয়া যায়। প্রতি বছর অবচয় ধার্য করবার ফলে সম্পত্তির লিখিত মূল্য ক্রমশ হ্রাস পায়। অবচয়ের শতকরা হার এই ক্রমহ্রাসমান মূল্যের ওপর প্রয়োগ করা হয় বলে এই প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি হল ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি।

iii) বার্ষিকী পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির মূল্য এবং স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগের সুদের পরিমাণ উভয়ই বিবেচনা করা হয়। সুদের পাশাপাশি অ্যানুইটি টেবিল থেকে অবচয়ের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অবচয় গণনা করা হয় এবং প্রতি বছর লাভ এবং ক্ষতি অ্যাকাউন্টে চার্জ করা হয়। গণনার দিক থেকেও এই পদ্ধতিটি সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল হওয়ায় এটিকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও বলা হয়।

iv) অবচয় তহবিল পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার প্রতিস্থাপনের জন্য তহবিল সরবরাহ করা হয়। অবচয়ের পরিমান সিঙ্কিং ফান্ড বা অবচয় তহবিল অ্যাকাউন্ট নামে একটি অ্যাকাউন্টে জমা হয়, যেটি উর্দ্ধতপত্রের দায় এর দিকে দেখানো হয়।

v) বিমা নীতি পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির মূল্যের জন্য একটি বিমা পলিসি কেনা হয়। এই পলিসিটিকেই সম্পত্তির জীবনকাল ধরে নেওয়া হয়। এবং এটি এমন সময়ে পরিপক্ক হয় যখন সম্পত্তিটি প্রতিস্থাপন করা হয়। অবচয়ের জন্য প্রদত্ত পরিমাণ বিমা প্রিমিয়ামের জন্য প্রদান করা হয়। প্রিমিয়ামের পরিমান সমস্ত বছরে একই থাকে। পলিসির মেয়াদপূর্তির পরে, বিমা কোম্পানি পরিমাণ প্রদান করবে এবং সেই পরিমাণ সম্পদ প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হবে।

vi) মূল্যায়ণ পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে প্রতি বছরের শেষে সম্পদের পুনর্মূল্যায়ণ করে অবচয়ের পরিমাণ গণনা করা হয়। শুরুতে এবং শেষের দিকে সম্পদের মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে সেই পার্থক্যও অবচয় হিসেবে ধরা হয়। মূল্যের বৃদ্ধিও হতে পারে।

vii) হ্রাস পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিটি বিশেষত সেইসকল সম্পদের জন্য ব্যবহৃত হয় যেগুলি ব্যবহারের সাথে ক্ষয় হয়। সম্পদের মোট মূল্যকে কার্যকারী আমানত দিয়ে ভাগ করা হয়। অবচয় হার গণনা করা হয় সম্পদের মূল্যকে সম্ভাব্য পণ্যের আনুমানিক পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে বার্ষিক অবচয় হবে নিষ্কাশিত পরিমাণকে প্রতি ইউনিটের হার দিয়ে গুণ করা।

যদি একটি খনিতে ২ লক্ষ টন কয়লা থাকে এবং খনির মূল্য যদি ৫ লক্ষ টাকা হয়, তাহলে প্রতি টন কয়লার দাম পড়বে ২.৫০ টাকা।

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খনি থেকে উত্তলিত কয়লার পরিমাণকে প্রতি টন হার, অর্থাৎ ২.৫০ দিয়ে গুন করা হবে এবং ফলস্বরূপ যে পরিমাণ কয়লা আসবে তা হবে অবচয়ের পরিমাণ।

viii) মেশিন আওয়ার রেট পদ্ধতি :

এই পদ্ধতিতে, একটি যন্ত্রের আয়ুষ্কাল বছরের পরিবর্তে তার কাজের সময়ের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়। একটি নির্দিষ্ট যন্ত্র দক্ষতার সাথে কাজ করবে এমন মোট ঘণ্টার সংখ্যা অনুমান করা হয়। এরপর আনুমানিক ঘণ্টার সংখ্যাকে যন্ত্রের খরচ দিয়ে ভাগ করা হয়, অবশিষ্ট মূল্য বাদ দিয়ে যাতে প্রতি ঘণ্টায় অবচয়ের হার নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিটি স্থির কিস্তি পদ্ধতি বা হ্রাসকারী ভারসাম্য পদ্ধতির চেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক এবং সুনির্দিষ্ট বলে ধরা হয়।

ix) অন্যান্য :

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও আরও পদ্ধতি আছে যেমন—নির্ধারিত পরিমাণ পদ্ধতি, কাস্টম সময়সূচী ইত্যাদি। এই পদ্ধতিগুলি হিসাবের ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

8.2.5 অবচয় নির্ধারণ পদ্ধতি প্রভাবিত করার বিষয়সমূহ :

অবচয় নির্ধারণ পদ্ধতি প্রভাবিত করার বিষয়সমূহগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

i) আর্থিক প্রতিবেদন :

দীর্ঘকালের সম্পদের জন্য আর্থিক প্রতিবেদনের লক্ষ হল আয়ের একটি বিবৃতি খোঁজা যা বাস্তবসম্মত ভাবে সেই সম্পদের মেয়াদ শেষ করে। আর্থিক বিবৃতির মাধ্যমে সম্পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার যুক্তিসংগত অনুমানের উপর ভিত্তি করে, অবচয় চার্জ রিপোর্ট করা উচিত, যাতে ন্যায্য উপস্থাপনার লক্ষ অর্জন করা যায়।

ii) মুদ্রাস্ফিতি :

অবচয় হল সম্পদের মূল্য হ্রাসের একটি পদ্ধতি এখানে বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি যেমন—সরলরৈখিক পদ্ধতি, ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি ইত্যাদি রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অবচয়ের একটি পদ্ধতি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফিতি একটি বিবেচ্য বিষয়।

iii) প্রযুক্তি :

অবচয়ের অত্যাবশ্যক কারণ হল শিল্পের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করে। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের অবমূল্যায়ণের পদ্ধতি নির্বাচনের নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

iv) সম্পদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা :

সম্পদের ব্যবহারের কারণে এটি তারমূল্য হারাতে পারে। যদি ব্যবহারের সাথে কোনো সম্পদ নিজের মূল্য হারিয়ে ফেলে তখন সম্পদের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। সেই প্রকৃতি সম্পর্কেও বেশ কিছু ধারণা লাভ করা যায় এই অবচয় হিসেবের মধ্যে দিয়ে।

8.3 সারাংশ

এই একটি পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা অবচয় কী, অবচয় সংক্রান্ত হিসাব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, অবচয়ের কারণসমূহ। অবচয় হিসাবের প্রয়োজনীয়তা, অবচয়ে ধার্যের পদ্ধতিসমূহও অবচয় নির্ধারণ পদ্ধতির প্রভাবিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম।

8.4 প্রশ্নাবলী

(ক) বহুনির্বাচনী প্রশ্নাবলী :

1. Depreciation বা অবচয়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

   (a) কর কমনো (b) নিট মুনাফা গণনা করা

   (c) পূর্বের লাভের পরিমাণ (d) মোট মুনাফা (b)

2. অবমূল্যায়ণের সরলরৈখিক পদ্ধতি অনুসারে, অবচয়ের পরিমাণ কি রকম থাকে—

   (a) স্থির থাকে (b) হ্রাস পায়

   (c) বৃদ্ধি পায় (d) (b) ও (c) (a)

3. একটি সম্পদের অবচয়ের মোট পরিমাণ কীসের বেশি হতে পারে না?

(a) Scrap value	(b) Market value	
(c) অবমূল্যায়ণযোগ্য মান	(d) Book value	(b)

4. একটি মেশিনে চার্জ করা অবচয়ের পরিমাণ করা Debit হবে—

(a) Repair Account	(b) Machinery Account	
(c) Depricition Account	(d) Cash Account	(c)

5. হিসাবক্ষেত্রে Obsolate হওয়া কী নামে পরিচিতি?

(a) প্রাথমিক মূল্য	(b) Obsolescence	
(c) Depletion	(d) Amorization	(...)

6. ক্রম হ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় গণনা করা হয় কীসের ওপর ভিত্তি করে?

(a) প্রাথমিক মূল্য	(b) Book Value	
(c) Scrap Value	(d) Market Value	(b)

7. অবচয় কীসের ওপর ধার্য করা হয়—

(a) Fixed Assets	(b) Current Assets	
(c) Fixtitious	(d) (b) ও (C) উভয়ই	(a)

8. নীচের কোন সম্পত্তিকে অবচয়ের হিসেব ধরা হয় না—

(a) Buliding	(b) Machinery	
(c) Land	(d) Furniture	(c)

9. অবমূল্যায়ণের Annuity পদ্ধতিতে Depreclation চার্জ হয়—

(a) প্রতিবছর বৃদ্ধি পায়	(b) প্রতিবছর হ্রাস পায়	
(c) স্থায়ী হয়	(d) প্রতিবছর Fluctuate হয়	(b)

10. অবচয় মূল্যায়ণ হল—

(a) নগদ খরচ	(b) আর্থিক খরচ	
(c) অ-নগদ খরচ	(d) non-operating expeures	(c)

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

1. অবচয় বলতে কী বোঝেন?
2. ক্রমহ্রাস মান পদ্ধতি কী?
3. মেশিন আওয়ার রেট পদ্ধতি কী?
4. অবচয়ের দুটি উদ্দেশ্য কী?
5. অবচয়ের দুটি নির্ধারণের প্রভাবিত করা বিষয় কী কী?
6. সরলরৈখিক পদ্ধতি কী?

গ) বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

1. অবচয় কী? ইহার উদ্দেশ্যগুলি কী?
2. অবচয়ের কারণগুলি কী?
3. অবচয়ের প্রভাবিত করার বিষয়গুলি কী?
4. অবচয় নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা গুলি কী কী?
5. অবচয়ের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী কী?
6. অবচয় কীভাবে উদ্‌বর্তপত্রের উপর প্রভাব ফেলে?

একক-9 : মূল্যস্তর ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা[Accounting for Price Level Charges]

গঠন

9.0 উদ্দেশ্য

9.1 প্রস্তাবনা

9.2 মূল্যস্থরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা—ধারণা

9.3 মুদ্রাস্ফীতির সময়ে হিসাব ব্যবস্থার সমস্যা

9.4 মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা

9.5 সম্পত্তি ও তাদের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

9.6 মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার প্রভাব

9.6.1 মুদ্রার চলতি ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি

9.6.2 চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা পদ্ধতি

9.7 সারাংশ

9.8 অনুশীলনী

9.9 গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র

9.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাবব্যবস্তা কি, এর উদ্দেশ্য কি, বিভিন্ন সম্পত্তি ও দায়ের মূল্যের উপর কি প্রভাব পড়ে, কিভাবে সম্পত্তি ও দায়ের মূল্যের উপর মূল্যস্তর পরিবর্তনের প্রভাবকে সরিয়ে রেখে প্রকৃত মূল্যকে দেখানো যায়, ঐ মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার বিভিন্ন মডেলগুলি কি কি ইত্যাদি।

9.1 প্রস্তাবনা

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত আর্থিক হিসাবরক্ষণ মূলত অতীত ব্যয়ভিত্তিক পদ্ধতিতে রাখা হয়। অতীত ব্যয়ভিত্তিক এই হিসাব ব্যবস্থায় রক্ষিত হিসাবনিকাশ থেকে হিসাব বৎসরের শেষে বাৎসরিক লাভ

বা লোকসানের পরিমাণ এবং সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব বৎসরের শেষে মূল্য কত তা দেখানো হয়। কিন্তু মূল্যস্তরের পরিবর্তন যা সততই চলতে তা হিসাবকালের শেষে যে লাভ দেখানো হয় ও সম্পত্তি ও দায়ের যে মূল্য দেখানো হয় তা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা এবং চিত্র যথাযথভাবে দেখাতে পারে না। আয় ব্যয়গুলি যা আগের মূল্যে ঘটেছিল এবং সম্পত্তি ও দায় যা আগের মূল্যে অধিকার করা হয়েছিল বা দায় হিসাবে গণ্য হয়েছিল তা আর্থিক প্রতিবেদনের তারিখের মূল্যের সাথে মেলে না বা সমাঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। ফলে লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং সম্পত্তির দায়ের আর্থিক চিত্র যথার্থভাবে প্রকাশ পায় না, ফলস্বরূপ, প্রাতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের মালিক, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যথা পাওনাদার, দেনাদার, কর-আধিকারিক ইত্যাদি সকলেই এইরকম অতীত ব্যয়ভিত্তিক ব্যবস্থায় হিসাবরক্ষণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন বা প্রভাবিত হন। এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রয়োজন হল মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার প্রণয়ন করা—যাতে সামগ্রিকভাবে লাভ-ক্ষতির হিসাব ও সম্পত্তি-দায় যথাযথ নির্ধারিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই প্রকৃত আর্থিক ফলাফল ও অবস্থার বিষয়ে অবগত হন।

9.2 মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা—ধারণা (Accounting for Price Level Changes–Concept)

মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা হল এক বিশেষ ধরনের আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়বস্তু যথা লাভ-ক্ষতির পরিমাণ, সম্পত্তি ও দায়ের আর্থিক চিত্র ইত্যাদির উপর মূল্যস্তর পরিবর্তনের প্রভাবকে হিসাবের আওতায় আনা যায় এবং সাথে সাথে প্রকৃতি আর্থিক ফলাফল ও প্রকৃত আর্থিক চিত্র যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায়। মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন হলে তার প্রভাব গিয়ে পড়ে লেনদেনগুলির মূল্যায়নের উপর। আর এই মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। ফলে একটি সময়ে ঘটে যাওয় কোনো লেনদেন যে মূল্যে নির্ধারিত হয় তা পরবর্তীকালে বাৎসরিক আর্থিক বিবরণে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারেনা। হিসাবকালের শুরুতে কোনো লেনদেন, ধরা যাক কোনো সম্পত্তি যা ১,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল তার মূল্য মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের জন্য হিসাবকালের শেষে হয়ে দাঁড়াতে পারে ১,২০০ টাকায়। এমতাবস্থায়, ঐ সম্পত্তিকে হিসাবের প্রতিবেদনে অতীতমূল্যভিত্তিক পদ্ধদিতে দেখাতে হলে ১,০০০ টাকায় দেখাতে হয়। কিন্তু আর্থিক বিবরণী প্রকাশের দিনে ঐ সম্পত্তির বর্তমান মূল্য দাঁড়ায় ১,২০০ টাকা। ফলে সম্পত্তিটিকে তার অতীতমূল্যের ভিত্তিতে (যা প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক বিবণী তৈরিতে কাজে লাগায়) হিসাবকালের শেষ যে অন্তিম বা কালান্তিক আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে দেখানো হয় তার মাধ্যমে সম্পত্তিটির প্রকৃত আর্থিক চিত্র প্রকাশ পায় না। সুতরাং, এক্ষেত্রে যা করণীয় তা হল মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন অনুযায়ী অন্তিম হিসাব বিবরণীতে অতীমূল্যস্তরকে ভিত্তি করে তৈরি বিভিন্ন হিসাবের লেখ্য বা তথ্যগুলিকে (Accounting Information) বর্তমান মূল্যস্তরগুলিতে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই, যে, হিসাবব্যবস্থায় আর্থিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন আর্থিক তথ্য (financial data or information) গুলিকে পরিবর্তিত মূল্যসূচি বা চলতি মূল্য অনুযী পরিমাপ করে, সংশোধন করে সামগ্রিক হিসাব ব্যবস্থায় পরিবর্তন

ঘটানো হয় তাকে মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাবব্যবস্থা বলে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে মূল্যস্তরভিত্তিক পরিবর্তন বলতে মূলত মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)-কে ধরা হয় অর্থাৎ যখন মুদ্রাস্ফীতিজনিত কারণে জিনিসপত্রের কমে যায়। যদিও মূল্যস্তরভিত্তিক পরিবর্তন বলতে মুদ্রামূল্যের দাম বা জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়া বা অন্যকথায় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়াকেও বোঝায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্বে ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতিই চলে আসছে অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত উর্দ্ধমুখী—তাই মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাবব্যবস্থা বলতে সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাববস্থাকে \(Inflation Accounting) ধরা হয়।

9.3 মুদ্রাস্ফীতি সময়ে হিসাবব্যস্থার সমস্যা (Accounting Problems during Inflation)

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে জিনিসপত্রের দাম বা মূল্য প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। কয়েকদিন আগরে ক্রীত সম্পদ বা ঘটে যাওয়া লেনদেন যে মূল্যে ঘটে তার সাথে কয়েকেদিন পরে ক্রীত সম্পদ বা ঘটে যাওয়া লেনদেনের মূল্যের কোনো সামঞ্জস্য থাকেনা। লেনদেনের ভিত্তিতে প্রদেয় দায়ের সঠিক অবস্থা প্রকাশ পায় না। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবিকভাবেই অতীত মূল্যভিত্তিক হিসাবব্যবস্থায় অনেক সমস্যা দেখা যায়—

ক) **আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ত্রুটিপূর্ণ:**—আর্থিক প্রতিবেদনে যে লাভ বা ক্ষতি দেখানো হয় তাতে প্রকৃত লাভ-ক্ষতি প্রকাশ পায় না। ফলে হিসাবকৃত লাভ বা মুনাফা থেকে লভ্যাংশ প্রদান করলে তা প্রকৃতপক্ষে মূলধনের ফেরত হয়ে দাড়ায়। এই পরিস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয়। এরকম চলতে থাকরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মূলধনের হ্রাস হওয়ার ফলে স্বাভাবিক কার্যকলাপ চালাতে ব্যর্থ হতে পারে। আসলে, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে পরবর্তীকালে অর্জিত রেভিনিউ-এর সাথে আগে ঘটে যাওয়া রেভিনিউ খরচ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বর্তমান বেশি মূল্যের রেভিনিউ-এর সাথে আগের বা অতীতের কম মূল্যে ঘটা রেভিনিউ খরচ ম্যাচিং করে যে লাভ দেখানো হয় বা নির্ণয় করা হয় তা প্রকৃত লাভ দেখায় না। লাভের পরিমাণ বাজিয়ে দেখানো হয়—এবং এই স্ফীতলাভ থেকে লভ্যাংশ প্রদান মূলধনের ফেরত হয়ে দাঁড়ায়। এটা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী।

খ) **স্থায়ী সম্পদের অবচয় নির্ধারণ ত্রুটিপূর্ণ:**—স্থায়ী সম্পদগুলি ব্যবহারের ফলে তাদের ক্ষয়ক্ষতি বা মূল্যহ্রাস ঘটে। স্থায়ীসম্পদের এই মূল্য হ্রাস এর ফলে হিসাবে ঐ মূল্যহ্রাসকে রেভিনিউ খরচ হিসাবে দেখিয়ে অবচয় ধার্য করা হয়। সম্পত্তির এই অবচয় ধার্য করার উদ্দেশ্য স্থায়ীসম্পদের মূলধনকে অটুট রাখা এবং একইসাথে ঐ অবচয় ধার্যকৃত অর্থ জমিয়ে ফান্ড তৈরি করা যাতে পরবর্তীকালে ক্ষয়প্রাপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত সম্পদের প্রতিস্থাপন করা যায় ভবিষ্যতে। কিন্তু স্থায়ী সম্পদের অতীত মূল্যের ভিত্তিতে অবয় ধার্য করে যে ফান্ড তৈরি হয় তা আগামীদিনে মুদ্রাস্ফীতি কারণে স্থায়ী সম্পদের প্রতিস্থাপন মূল্যের তুলনায় কম হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, স্থায়ী সম্পদের প্রকৃত বা যথার্থ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয় না। এছাড়াও অবচয় অতীত ক্রয়মূল্যভিত্তিক হওয়ায় অবচয়ের পরিমাণ লাভক্ষতির হিসাবে কম দেখানো হয়—ফলস্বরূপ লাভের পরিমাণ স্ফীত হয়ে দাড়ায়।

গ) **বস্তুগত চলতি সম্পদের মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ:**—বস্তুগত চলতি সম্পদ বলতে মজুতপণ্য সম্ভারকে বোঝায়। আর্থিক প্রতিবেদন নির্ধারণে এই মজুতপণ্যের সম্ভারকে 'ক্রয়মূল্য বা বাজারদেরর মধ্যে যেটি কম' সেই মূল্যে মূল্যায়ন করে হিসাবব্যবস্থায় দেখানো হয়। এক্ষণে, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মজুত পণ্যসম্ভারের বাজার দর বা মূল্য স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয় ইহার অতীত ক্রয়মূল্যের তুলনায়। তাই মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বা পরিস্থিতিতে এই কম মূল্যের পণ্যসম্ভারকে হিসাব ব্যবস্থায় দেখানোর ফলে আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত লাভ বা লোকসান প্রকৃত ফলাল প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়।

ঘ) **প্রতিবেদনে আর্থিক চলতি ও দায়গুলির প্রকাশ ত্রুটিপূর্ণ:**— প্রতিষ্ঠানের আর্থিক চলতি সম্পদ যথা দেনাদার, প্রাপ্যহুন্ডি এগুলির মূল্য চুক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব এদের ওপর পড়েনা—যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি হলেও দেনাদারদের কাছ থেকে বর্তমান মূল্য অনুযায়ী দাবী আদায় করা যায় না। একইভাবে প্রতিষ্ঠানের দায়গুলিও চুক্তিভিত্তিক হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি হলেও দায় পরিশোধের পরিমাণ আগের কমমূল্যে ধার্য্য হয়ে থাকা আর্থিক দায় পরিশোধ করতে হয়। এতে একথা ঠিকই যে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের দায়বাবদ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে লাভ হয়। কিন্তু হিসাবব্যবস্থায় যে আর্থিক চলতি সম্পদ ও দায়গুলিকে আগের কম মূল্যে দেখানো হয় তার ফলে মুদ্রাস্ফীতির পরিসরে আর্থিক প্রতিবেদনে সম্পত্তি ও দায়ের যে চিত্র প্রকাশ করা হয় তা প্রকৃত ও নায্যচিত্র প্রকাশে ব্যর্থ হয়।

9.4 মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা

মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:—

ক) প্রচলিত অতীত ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় হিসাব বৎসরের শেষে তৈরি আর্থিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত লাভ-ক্ষতির পরিমাণ ও সম্পত্তি এবং দায়ের যে আর্থিক চিত্র প্রদর্শিত হয় তা সঠিক, যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত বলে ববেচিত হয়। ফলে অধিক প্রতিবেদনের ব্যবহারকারী পক্ষক্ষণ বিভ্রান্তিতে পড়ে না।

খ) মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় মূলধনের সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধার যথাযথ হয়। স্থায়ী সম্পদগুলির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ব্যবহার করার ফলে তাদের মূল্যহ্রাস বা অবক্ষয় হয় এবং মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হিসাবে অবচয় ধার্যকরণের মাধ্যমে মূলধনের ক্ষয়রোধ করা যায় বা অন্যকথায় মূলধনঅটুট রাখা যায় এবং ইহা খুবই জরুরি, অতীতব্যয়ভিত্তিক হিসাবব্যবস্থায় এই অবচয় ধার্য করা স্থায়ীসম্পদগুলির অতীতের ক্রয়মল্যের ভিত্তিতে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির পরিসরে (যা ক্রমাগত চলে আসছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে) ঐ অতীতমূল্যের ভিত্তিতে অবচয় র্ধা করলে মূলধনের সংরক্ষণ সঠিক হয় না। মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাবব্যবস্থায় অবচয় ধার্য বর্তমান মূল্যস্তরভিত্তিক হওয়ার মূলধন সংরক্ষণ যথার্থ হয়—ফলে স্থায়ী সম্পদের ভবিষ্যৎ প্রতিস্থাপনের অর্থের বা ফাণ্ডের অভাব পড়ে না।

গ) মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় বস্তুগত চলতি সম্পদ (পণ্য সম্ভার)-কে 'বর্তমান বাজারদর বা ক্রয়মূল্য যেটি কম' সেই মূল্যে দেখানোর ক্ষেত্রে স্বভাবতই বর্তমান বাজারদের বেশি হওয়ার বস্তুগত চলতি

সম্পদের মূল্যায়ন যথাযস হয় এবং এর ফলে লাভ-ভতির হিসাব দেখানো আর্থিক ফলাফলে প্রকৃত ফল প্রকাশিত হয়। এই পরিস্থিতি অতীত ব্যয়ভিত্তিক হিসাবব্যস্থায় হয় না যা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী।

ঘ) মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাবব্যবস্থায় আর্থিক প্রতিবেদনের লেখ্য বা তথ্য (Financla data) গুলিকে বর্তমান মূল্যে প্রকাশ করার অন্যান্য সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান যারা মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাবব্যবস্থায় প্রতিবেদন তৈরি করে তাদের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়। এছাড়াও, মুদ্রার চলতি মূল্যে প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করা থকলেও সেগুলি প্রয়োজন বিভিন্ন বৎসরের মূল্য পরিবর্তনকারী সূচক সংখ্যা দ্বারা পরিবর্তন করে বিভিন্ন বৎসরের আর্থিক কার্যকলাপের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যকলাপের মধ্যে অর্থবহ তুলনা করা সহজ হয়। কিন্তু অতীতব্যয়ভিত্তিক হিসাবব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই র্অবহ তুলনা সম্ভবপর হয় না।

মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ:

ক) চলতি মূল্য রূপান্তরিত প্রতিবেদন থেকে অতীতে ঘটে যাওয়া লেনদেনর প্রকৃত মূল্য বা পরিমাণ জানা সম্ভব হয় না। অতীত মূল্যের ভিত্তিতে অনেক তথ্যের আদান-প্রদান প্রতিবেদনের ব্যবহারকারীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ—কিন্তু তা অজানা থেকে যায়।

খ) মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক ব্যবস্থায় অতীমূল্যকে চলতিমূল্যে পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয় কারণ বিভিন্ন দিনে ঘটা লেনদেনের জন্য বিভিন্ন চলতিমূল্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন পড়ে।

গ) চলতিমূল্যে প্রস্তুত করা আর্থিক প্রতিবেদনে লাভ-লোকসান যথার্থ হলেও ঐভাবে দেখানো লাভ-লোকসান বা সম্পদ ও দায়ের আর্থিক চিত্রপ্রকাশ যথাযথ হলেও সেগুলির প্রামাণ্য হিসাবে কোন তথ্য ডাটা ধারণাগত মতাদর্শের ভিত্তিতে অতীতমূল্যকে ভিত্তি করে।

ঘ) চলতিমূল্যে প্রস্তুতকরা আর্থিক প্রতিবেদনের লাভ-ক্ষতি প্রামাণ্যযুক্ত না হওয়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং বিশেষ করে কর কর্তৃপক্ষের কাছে গৃহীত হয় না বা এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের আর্থিক প্রতিবেদনকে অনুমোদন করে না।

9.5 সম্পত্তি ও দায়ের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব (Inpact of Inflation on Assets and Liabilities)

মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি হন যখন জিনিসপত্রের মূল্য বা দাম বাড়তে থাকে এবং এর ফলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। অর্থাৎ আগে কোন সম্পদ বা অন্যকিছুতে কিনতে গেলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হত, মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিসরে ঐ একই সম্পদ বা বস্তুকে কিনতে আগের থেকে বেশি অর্থব্যয় করতে হয়। অবশ্য দায়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিজনিত প্রভাব হয় না বা পড়ে না—এবং দায়গ্রহীতার দায় পরিশোধের জন্য বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি কারণে কোন অতিরিক্ত বা বেশি প্রদান করতে হয় না। কেননা দায় হল অতীতে অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো আর্থিক প্রদান যা মুদ্রস্পীতি পরিসরে অপরিবর্তিত থাকে। তাই দায়গ্রহীতা প্রকৃতপক্ষে লাভবান হন। বর্তমানে ঘটা কোনো দায় হলে যে অর্থপ্রদান করতে হত আগের কমমূল্যে ঘটা চুক্তিমোতাবেক দায় বর্তমানে প্রদান করলেও অর্থপ্রদান অনেকটাই কম হয়।

একইভাবে অন্যান্য আর্থিক সম্পদ যথা দেনাদার, প্রাপ্যহুণ্ডির ক্ষেত্রেও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়ে ন যেহেতু এগুলি অতীতে সংঘটিত লেনদেনের সাপেক্ষে ঘটা চুক্তিমোতাবেক অর্থ পাওয়ার অঙ্গীকার। পরবর্তকালে মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন হলেও এই বাবদ অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনার্থিক বা বস্তুগত সম্পদ যেমন পণ্যসম্ভারের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূণ্য। কারণ মজুতসম্ভারের যথার্থ মূল্যায়নের উপরেই আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত লাভ বা লোকসান প্রকৃত বা সঠিক কিনা তা নির্ভর করে। মজুতসম্ভারের মূল্য নির্ধারণে ‘বাজারদরা বা ক্রয়মূল্য যেটি কম’ সেই দামে প্রথাগতভাবে রক্ষণশীল মতবাদে (conservative policy or doctrine) মজুতপণ্যের মূল্যয়াণ করা হয়। এক্ষণে, মুদ্রাস্ফীতির পরিসরে এই মূল্যায়ণের সময় ক্রয়মূল্যকেই ভিত্তিহিসাবে ধরা হয় যেহেতু বাজারদর বেশি থাকে। ফলস্বরূপ, আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত লাভলোকসানের পরিমাণ যথার্থ আর্থিক ফলাফল প্রকাশে ব্যর্থ হয়।

স্থায়ী সম্পদগুলির ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংরক্ষণের স্থায়ীসম্পদের অবচয় ধার্য্য অতীতমূল্যের ভিত্তিকে করা হলে অবচয় ধার্য্য করার মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদের ভবিষ্যত প্রতিস্থাপন অপর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং মূলধন সংরক্ষণ অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে, অতীতমূল্যের পরিবর্তে চলতিমূল্যে স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন ও অবচয় ধার্য্য করলে মূলধন সংরক্ষণ ব্যহত হয় ও ভবিষ্যৎ প্রতিস্থাপন সঙ্কটমুক্ত হয়।

9.6 মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার বিভিন্ন মডেল (Different models of Inflation Acounting)

মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা যা মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাব বলেও পরিচিত তা হল আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির একটি উপায় যেখানে আর্থিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন লেখ্য বা তথ্যগুলিকে তাদের বর্তমান মূল্যে প্রকাশ বা রূপান্তর করে আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। আর্থিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন লেখ্যগুলিকে মুদ্রাস্ফীতি হিসাবব্যবস্থায় চলতি মূল্যে প্রকাশ করার বা রূপান্তর করার জন্য ব্যহৃত পদ্ধতিগুলি হল—

ক) মুদ্রার চলতি ক্রয়ক্ষমতাভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি (Current Purchasing Power Method–CPP); এবং খ) চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি (Current cost Accounting–CCA)।

9.6.1 মুদ্রার চলতি ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক হিসাব (CPP Method)

মুদ্রার চলতি ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতিতে আর্থিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতিতে আর্থিক রূপান্তরিত করা হয়। এই রূপান্তরের জন্য আর্থিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন লেখা বা আর্থিক তথ্যগুলিকে হিসাবকালের শেষের দিনের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়। প্রতিবেদনের ব্যবহারকারী পক্ষগণ হিসাববৎসরের অন্যান্য সময়ের মদ্রামূল্যের চেয়ে হিসাবকালের শেষে মুদ্রামূল্যের যে মূল্য যা অন্যকথায় চলতিমূল্য তার সাথে অধিক পরিচিত থাকেন, তাই এই হিসাব ব্যবস্থায় আর্থিক প্রতিবেদনের লেখ্য বা তথ্যগুলিকে চলতি মূল্যে পরিবর্তন বা রূপান্তর করার জন্য মুদ্রার চলতি

ক্রয়ক্ষমতাভিত্তিক মূল্যকে কাজে লাগানো হয়।

এই হিসাব ব্যবস্থায় স্থায়ী সম্পদ ও মজুত সম্ভারের ন্যায় অনার্থিক বস্তুগত সম্পদগুলির ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ অতীত ক্রয়মূল্য বা অধিগ্রহণ মূল্যকে হিসাবকালের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করার দিনের মুদ্রামূল্য অনুযায়ী রূপান্তর করা হয়। কিন্তু দায় ও আর্থিক সম্পদ যথা দেনাদার, প্রাপ্য হুণ্ডি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এগুলি অতীত চুক্তিভিত্তিক হওয়ায় এদের মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, তাই এদেরকে চলতি মূল্যে রূপান্তর করার প্রয়োজন হয় না। মুদ্রার চলতি ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বস্তুগত সম্পদের মূল্য বাড়িয়ে দেখানো হয় বর্তমান চলতিমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে। এই রূপান্তর সাধনের ফলে উদ্ভুত ফান্ড বা মূল্যায়নজনিত লাভ বা মুদ্রাস্ফীতিজনিত লাভ শেয়ার হোল্টার বা বিনিয়োগকারীদের তহবিলে সমন্বয় সাধন করে অর্থাৎ বাড়িয়ে দেখানো হয়।

মুদ্রাস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় বা মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় আর্থিক প্রতিবেদনের লেখ্য বা তথ্যগুলিকে চলতি ক্রয়ক্ষমতাভিত্তিক মূল্যে রূপান্তরত করার জন্য একটি পরিবর্তনকারী গুণক (Conversion Factor) ব্যবহার করা হয়। এই পরিবর্তনকারী গুণক হল প্রতিবেদনের লেখ্যগুলির পরিবর্তন করার দিনের বা সময়ের চলতি মূল্যসূচিকে ঐ লেখ্যগুলির অধিগ্রহণের দিনের বা তারিখের মূল্যসূচি দিয়ে ভাগ করে যে অনুপাত পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনকারী গুণকরূপী অনুপাতকে যে লেখ্যর মান পরিবর্তন করতে হবে তার অতীতমল্যের সাথে গুণ করে মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক মূল্য নির্ণয় করা হয়।

9.6.2 চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা পদ্ধতি (CCA)

চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় আর্থিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন লেখ্যগুলিকে মুদ্রাস্ফীতির পরিসরে তাদের অতী ক্রয়মূল্যের পরিবর্তে চলতি মূলে হিসাবকরণ করে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে স্যান্ডিল্যান্ডসকমিটি রিপোর্টে (Sandiland Committee Report) এ মুদ্রার চলতি ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার পরিবর্তে চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে সম্পদের বর্তমান আর্থিক মূল্য গুরুত্বপূর্ণ হওে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ঐ সম্পদটির প্রতিষ্ঠানের কাছে মূল্য (Value to the Organisation)। প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোনো সম্পদ চলে গেলে বা হাতছাড়া হয়ে গেলে সেই সম্পদটির জন্য সবচেয়ে কম পরিমান ক্ষতি হবে তাকে ধরা হয় প্রতিষ্ঠানটির নিকট সম্পদটির যথার্থ মূল্য—এই মূল্যকে বিয়োগজনিক জন্য বা হারানো মূল্য (Deprival value) হিসাবে বা হারিয়ে গেলে বা মালিকানাবিহীন হয়ে গেলে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ঐ বিনষ্ট বা হারিয়ে যাওয়া সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় সেই মূল্যকে বলা হয় প্রতিস্থাপন মূল্য (Replacement value)। চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় প্রতিবেদনের বিবিন্ন লেখ্যগুলিকে তাদের ন্যায্য বাজারমূল্যে (Fair market value) রূপান্তরিত করে আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এই ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয় নিম্নলিখিত মূল্যগুলিকে কাজে লাগিয়ে—

ক) **চলতি বাজার মূল্য (Current selling price):-** কোনো সম্পদকে বর্তমানে বিক্রয় করে যা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় চলতি বাজার মূল্য।

খ) **বিয়োগজনিত মূল্য (Deprival value):-** কোনা সম্পদ হারিয়ে গেলে বা হাতছাড়াহয়ে গেলে যে ক্ষতি হয় তাকে বিয়োগজনিত মূল্য বলে।

গ) **প্রতিস্থাপন মূল্য (Replacement price or value):-** কোনো সম্পদত বিনষ্ট হয়ে গেলে যথার্থ প্রতিস্থাপনের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে বলে প্রতিস্থাপন মূল্য।

চলতি ব্যয়ভিত্তিক ব্যবস্থায় উপরোক্ত তিনটি মূল্যের মধ্যে যেটি কোনো সম্পদের চলতিমূল্য নির্ধারণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয় সেই মূল্যেই আর্থিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন লেখ্যগুলিকে তাদের সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যের ভিত্তিতে রূপান্তর করে আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট তথ্য যথোপযুক্ত হওয়ায় ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন সহজ হয়। এই পদ্ধতিতে চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় কোনো সম্পদ অকেজো হয়ে গেলে বা অব্যবহার্য হয়ে গেলে (যাকে বিক্রয় করে দেওয়া সম্ভবপর নয়, যেমন কোনো রেলস্টেশন, বিমানবন্দর ইত্যাদির ক্ষেত্রে) প্রতিস্থাপন মূল্যকে বিচার্য মূল্য হিসাবে ধরা হয়। আবার কোনো সম্পদ যথা কোনো যন্ত্রপাতি হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হলে যে ভবিষ্যত আয়ের উৎস বিনষ্ট হয় তাকে বিচার করে ‘বিয়োগজনিত মূল্য’কে চলতি ব্যয় ভিত্তিক হিসাবে ব্যবস্থায় রূপান্তরকরণে কাজে লাগানো হয়। এক্ষেত্রে, বিয়োজনিত মূল্য পাওয়া না গেলে ঐ সম্পদকে বিক্রয় করে যে মূল্য পাওয়া যায় তাকে চলতি মূল্য ধরে হিসাবকরণ করা হয়।

চলতি ব্যয় হিসাবব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:-

ক) স্থায়ী সম্পদগুলিকে দেখানো হয় আর্থিক বিবরণীতে তাদের নীট প্রতিস্থাপন মূল্যকে, অবচয়বাদে মূল (original) ক্রয়মূল্যের পরিবর্তে।

খ) মজুত সম্ভারকে প্রতিবেদনে দেখানো হয় নীট প্রতিস্থাপন মূল্যে।

গ) সম্পত্তির অবচয় ধার্য্য করা হয় সম্পত্তির চলতি মূল্যের ভিত্তিতে।

ঘ) মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা প্রময়ন করার ফলে উদ্ভুত লাভ বা ক্ষতি আলাদা বিবরণীতে দেখানো হয়।

ঙ) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের সম্ভারকে মূল্যায়ন করা হয় ব্যবহারর দিনের চলতি মূল্যের উপর ভিত্তি করে।

9.7 সারাংশ (Summary)

এই এককটি আমরা অবগত হলাম মূল্যস্তরভিত্তিক ব্যবস্থাকি, এর প্রয়োজনীয়তা কি, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে হিসাব ব্যবস্থা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়, মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার সুবিদা ও অসুবিধাগুলি কি কি, সম্পত্তি ও দায়ের উপর মুদ্রাস্ফীতি কি প্রকার প্রভাব ফেলে, মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবহার বিভিন্ন মডেলগুলি কি কি, কোন পরিস্থিতিতে সম্পত্তির বিভিন্ন মূল্য যথা বিক্রয়মূল্য, বিয়োগজনিত মূল্য এবং প্রতিস্থাপন মূল্য কাজে লাগানো হয় ইত্যাদি।

9.8 অনুশীলনী (Exercises)

ক) একাধিক পছন্দ বিষয়ক প্রশ্নাবলী (Multiple Chose Questions)

1. কোনো দ্রব্য বা সেবার মূল্যের ক্রমাগত উর্দ্ধমুখী পরিবর্তনকে বলে
   a) মুদ্রাস্ফীতি b) মুদ্রাহ্রাস
   c) মূল্যস্তর পরিবর্তন d) মূল্যস্তরের অপরিবর্তন
2. প্রচলিত হিসাব ব্যবস্থা মূলত
   a) চলতি ব্যয়ভিত্তিক b) অতীত ব্যয়ভিত্তিক
   c) চলতি ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক d) চলতি বাজার মূল্যভিত্তিক
3. নীচের কোনটি অতীত ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার সাথে যুক্ত?
   a) লাভ-লোকসান নির্ধারণ যথার্থ হয়
   b) সম্পত্তি ও দায়গুলি প্রকৃত আর্থিক চিত্র প্রকাশ করে
   c) সম্পত্তির অবচয় ধার্য্য সঠিক হয়
   e) মূলধনের সংরক্ষণ যথার্থ হয় না।
4. মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দ্রব্য বা সেবার
   a) মূল্য হ্রাস পায় b) মূল্য অপরিবর্তিত থাকে
   c) টাকার ক্রয়মূল্য হ্রাস পায় d) টাকার ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পায়।
5. নীচের কোনটি আর্থিক সম্পদ?
   a) স্থায়ী সম্পদ b) দায়
   c) মজুত সম্ভার d) দেনাদার
6. নীচের কোনটি অনার্থিক বা বস্তুগত সম্পদ
   a) মজুত সম্ভার b) দেনাদার
   c) প্রাপ্য হুণ্ডি d) নগদ অর্থ
7. নীচের কোনটিকে 'ন্যায্য বাজার মূল্য' বলা হয় না?
   a) বিয়োজনিত মূল্য b) ক্রয়মূল্য
   c) বিক্রয় মূল্য d) প্রতিস্থাপন মূল্য
8. মজুতপণ্য সম্ভারের মূল্য নির্ধাণের ব্যবহ-ত মূল্য হল
   a) বাজার মূল্য b) ক্রয়মূল্য
   c) বাজার মূল্য বা ক্রয়মূল্য d) বাজার মূল্য বা ক্রয়মূল্য, যেটি বেশি
9. নীচের কোনটি মূল্যস্তর ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার মডেল নয়?
   a) চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা
   b) চলতি ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা

c) অতীত ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা

d) মুদ্রাস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা

10. নীচের কোনটি মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নয়?

a) স্থায়ী সম্পদকে আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয় নীট প্রতিস্থাপন মূল্যে।

b) মজুতপণ্যকে দেখানো হয় ক্রয়মূল্যে।

c) সম্পত্তির অবচয় ধার্য্য করা হয় চলতি মূল্যের ভিত্তিতে।

d) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালকে মূল্যায়ন করা হয় ব্যবহারের চলতি মূল্যের উপর ভিত্তি করে।

[Answer Keys: (1. a), (2. b), (3. d), (4. c), (5. d), (6. a), (7. d), (8. c), (9. c), (10. b)]

গ. স্বল্প উত্তরবিষয়ক প্রশ্নাবলী (Short answer type questions)

1. মূল্যস্তরভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝেন?
2. প্রচলিত হিসাব ব্যবস্থা কি?
3. মুদ্রাস্ফাতি কি?
4. টাকার ক্রয়মূল্য হ্রাস বলিতে কি বোজেন?
5. CPP পূর্ণ আকার কি?
6. CCA কে প্রবর্তন করেন?
7. মূলধন সংরক্ষণ বলিতে কি বোঝেন?
8. সম্পত্তির অবচয় ধার্য্য কোন মূল্যে করা হয় CCA পদ্ধতিতে?
9. আর্থিক সম্পদ কি?
10. বস্তুগত সম্পদ কি?

গ) দীর্ঘ উত্তর বিষয়ক প্রশ্নাবলী (Long Answer Type Questions)

1. অতীত ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি কি কি?
2. মুদ্রাস্ফীতি সময়ে হিসাব ব্যবস্থার সমস্যাগুলি কি কি?
3. মুদ্রাস্ফীতি হিসাব ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কি কি?
4. সম্পত্তি ও দায়ের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রবাব কি রূপ তা উল্লেখ করুন।
5. মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার মডেলগু কি কি সেগুলি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।
6. চলতি ব্যয়ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
7. টীকা লিখুন—

   a) ন্যায্য বাজারমূল্য, b) পরিবর্তনকারী গুণক, c) বিয়োগজনিত মূল্য, d) প্রতিস্থাপন মূল্য, e) আর্থিক ও অনার্থিক সম্পদ।

9.9 গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র

1. Contemporary Issues in Accounting, Finance & Management, Dhar Academy.
2. Contemporary Issues in Accounting, Kalyani Publishers.
3. Accounting theory, L.S. Porwal, Tata Mcgrand hill Education.
4. Accounting Theory & Management Accounting, Gokul Sinha
5. www.ideas.repec.org
6. ww.financestrategi......com
7. www.wikipedia.com

একক-10 : হিসাবব্যবস্থার সমসাময়িক বিষয়গুলি [Contemporary Issues in Accounting]

গঠন

10.0 উদ্দেশ্য

11.1 প্রস্তাবনা

10.2 সামাজিক হিসাবরক্ষণ

10.2.1 প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়সমূহ

10.3 মানব সম্পদ হিসাবরক্ষণ

10.3.1 মানব সম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি উপস্থাপনা ও প্রতিবেদন প্রকাশ

10.4 পরিবেশ হিসাবরক্ষণ

10.4.1 পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রয়োগ

10.5 সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা

10.5.1 সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্ব

10.5.2 সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

10.6 সারাংশ

10.7 অনুশীলনী

10.8 গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র

10.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো

- সামাজিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্তা কি, এই হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন কেন।
- কোন প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়গুলি কি কি?
- মানব সম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা কি ও তার গুরুত্ব, মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিবেদনের বিষয়গুলি কি কি।

- পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়, কিভাবে পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্তার প্রয়োগ করা হয়।
- সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা কি, এর হিসাবরক্ষণের গুরুত্ব কি, সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলি কি কি।

10.1 প্রস্তাবনা

প্রচলিত হিসাবব্যবস্থার মূল বিষয় হল আর্থিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রতিবেদনের ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যকলাপের ফলাফল ও অর্থিক চিত্র তুলে ধরা। কিন্তু বর্তমানে হিসাবব্যবস্থার উদ্দেশ্য থেমে নেই কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির হিসাব ও সম্পত্তি এবং দায়ের আর্থিক অবস্থা প্রকাশের মধ্যে। তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য অনেক সমসাময়িক বিষয়বস্তুর সাথে। প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন, করপ্রদান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দুষণ রোধ করা ইত্যাদি বহু বিষয়ে প্রতিবেদনে আলোকপাত করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আর্থিক বিষয়ের উপর প্রতিবেদন দিলেই হবে না—প্রতিষ্ঠানের পরিচালনমণ্ডলীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিবেদনে আর্থিক বিষয়ক তথ্য চাড়াও অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় যার উপর প্রতিষ্টান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সেই সকল বিষয়ে যথা কর্মচারীদের সঠিক সময়ে সঠিক বেতন প্রদান, তাদেরকে কাজের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যসংক্রান্ত বিপদ বা রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিবেশ দূষণ রক্ষা, সরকারি কর প্রদান, সামাজিক বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা আইন মোতাবেক যা কিছু করার কথা তা ঠিকমতো পালন হয়েছে কিনা এসব বিষয়ের যথাযথ উল্লেখ করা মূল আর্থিক প্রতিবেদনের সাথে বা আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করে তা প্রকাশ করা—যাতে জনসাধারণ জানতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি তার সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিবেশগত দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে পালন করেছে কিনা। এই সকল বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য আর্থিক হিসাবরক্ষণের সাথে সাথে অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় যেগুলি সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠান, সমাজ, পরিবেশ ইত্যাদির সাথে যুক্ত সে বিষয়ের হিসাবরক্ষণ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোম্পানি আইনের (২০১৩ সালের আইনের) ধারা ২৩৫-এ নির্দিষ্ট কিছু কোম্পানি বাধ্য থাকবে তার প্রতিবেদনে সামাজিক দায়িত্ব পালনের রিপোর্ট পেশ করতে এবং কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে অর্জিত নীট লাভের কমপক্ষে ২শতাংশ পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে কিনা তা জানাতে।

10.2 সামাজিক হিসাবরক্ষণ (Social Accounting)

সামাজিক হিসাবকরণ বা অ্যাকাউন্টিং হল হিসাবকরণের একটি বিশেষ সমসাময়িক ক্ষেত্র যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠান তার আর্থিক হিসাবরক্ষণ চাড়াও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা কিরূপ এবং তা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তুলে ধরা জনসমক্ষে। সামাজিক হিসাবরক্ষণ যাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা

হিসাবরক্ষণ (Social Responsibility Accounting) বা টেকসই হিসাবরক্ষণ (Sustainability Accounting) বলেও আখ্যা দেওয়া হয় তার মূল বিষয় হল অর্থ উপার্জন ছাড়া অন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান কি কাজ করেছে তা অন্বেষণ করা বা কৃত কাজের পরিমাপ করা এবং তা রিপোর্ট আকারে জনমানসে তুলে ধরা। সামাজিক হিসাবরক্ষণের পরিধি হল কোনো প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসাকি কার্যকলাপ চালাতে গিয়ে কিভাবে বা কি পরিমাণে সমাজ, পরিবেশ এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে বা তাদের অপব্যহার (Exploitation) করেছে তার হিসাবকরণ করা। যে কোনো প্রতিষ্ঠাান সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ—সমাজ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ চালাতে যে কাঁচামাল লাগে, শ্রমিক লাগে, আলো, হাওয়া বা বাতাস, জল লাগে তা সবই সামাজিক উপাদান। প্রতিষ্ঠান আর যে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে তা ক্রয় করে সমাজেই বসবাসকারী জনগণ। তাই সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠান ঋণী এবং দায়বদ্ধ। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তার সামাজিক দায়গুলি যথাযথভাবে পালন না করে তাহলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষা সংশয় হয়ে দাঁড়াবে এবং চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে স্তব্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এটা পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার বিষয়—একতরফাভাবে কিছু হতে পারেনা। প্রতিষ্ঠান সমাজ থেকে সব কিছু গ্রহণ করবে, সামাজিক সহযোগিতা ভোগ করবে (জনসাধারণ না চাইলে পণ্য বিক্রয় সম্ভব হবে না)—অথচ সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করবে না তা গ্রহণযোগ্য নয়।

10.2.1 প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়গুলি (Social Responsibilities)

কোনো প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়গুলিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়—

ক) **সামাজিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার**— সামাজিক সম্পদ যেগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ যথা জল, বাতাস, কাঁচামাল (Raw materials), খনিজ সম্পদ এগুলি প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও (জল, বাতাস ইত্যাদি) সেগুলির যথার্থ ব্যবহার না করলে সেগুলি পরবর্তীকাললেঅব্যবহার হয়ে পড়বে। জলদুষণ, বায়ুদুষণ রোধ না করলে তা থেকে নানা সমস্যা দেখা দেবে। আবার কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে (খনিজ সমাজ—খনিজ আকরিক, খনিজ তেল ইত্যাদি) যেগুলি অপার্যাপ্ত এবং ব্যহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে। তা না হলে তাদের অভাবে প্রতিষ্ঠানেরকার্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

খ) **পরিবেশ দূষণরক্ষা:**—প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ফলে ব্যবহৃত জল বা বাতাস দুষিত হয় এবং ঐ দুষিত জল শোধন না করে জলাশয়ে বা নদীতে গিয়ে পড়লে তা জলবাহিত পরিবেশ দুষণ ঘটাতে পারে। ঐ দুষিত জলের সংস্পর্শে এলে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী ভয়াবহ দুষণের শিকার হতে পারে।

গ) **অচিরাচরিত বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার:**—প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিদ্যুৎশক্তি চালিত যন্ত্র ব্যবহারের ফলে চিরাচরিত বিদ্যুৎশক্তির (Conventinal Electric Energy) বিপুল প্রয়োজন হয়। এই চিরাচরিত বিদ্যুৎ মূলত উৎপন্ন হয় কয়লা বা খনিজ তেলের দহনের মাধ্যমে যার ফলে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) কার্বন মনোক্সাইড (C_2) ইত্যাদি ক্ষতিকারক গ্যাস মিশে যায় যা বাতাস দুষণ ঘটায় এবং পক্ষান্তরে বিশ্ব উষ্ণায়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে যা সমগ্র জীবজগতের কাছে দুর্বিসহ ও অস্তিত্বরক্ষার

পরিপন্থী। এর ফলে দুষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সমূহ ক্ষতি হয় এবং তাদের টেকসই উন্নয়ন বা কার্যকলাপ সাংঘাতিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে গেলে প্রয়োজন হল অচিরাচরিত বিদ্যুৎসক্তি (সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে, বায়ুশক্তি কাজে লাগিয়ে, সামদ্রিক ঢেউ শক্তি কাজে লাগিয়ে তৈরি বিদ্যুৎশক্তি যেখানে কার্বনের দহন হয় না) বেশিমাত্রায় কাজে লাগিয়ে বিশ্বউন্নয়নের করাল গ্রাস থেকে বসুন্ধরা রক্ষা করা। গ্রীন হাউড্রোজেন শক্তি কাজে লাগিয়ে বর্তমানে কার্বনহীন পরিবেশ ব্যবস্থা পরিবেশ দুষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায়।

ঘ) **অন্যান্য সামাজিক দায়:**—প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সামাজিক দায় হল প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ সুরক্ষিত রাখা যাতে কর্মচারীরা র্কাসংক্রান্ত বিপদ বা রোগব্যথিতে আক্রান্ত না হন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি প্রদেয় সরকারি কর যেন যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়। এর সাথে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নে যথা শিক্ষাদান, আর্থিক সহায়তা প্রদান, সংশ্লিষ্ট লোকালয়ে পানীয় জল সরবরাহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় অর্থ দান বা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

10.2.3 সামাজিক হিসাব ব্যবস্থার প্রয়োগ ও প্রতিবেদন প্রকাশ (Application of Social Accounting and Reporting)

সামাজিক পরিবেশ কর্মরত সকল প্রতিষ্ঠানের অবশ্য সামাজিক কর্তব্য হল সামাজিক হিসাব ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে সামাজিক দায়-দায়িত্বগুলি কি পরিমাম পালিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা, পরিমাপ করা, সম্ভব হলে অর্থের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা এবং তা প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যাতে জানতে পারা যায় প্রতিষ্ঠানটি তার স্বাভাবিক কার্যকলাপের মধ্যেও তার সামাজিক দায়গুলিকে যথাযথ গুরত্ব দিয়ে পালন করেছে কিনা বা ঠিকমতোপালন করেছে কিনা। যদি পালন করে না থাকে তাহলে দায়পালন কি করলে খেলাপ হয়েছে বা সম্ভব হয় নি তা উল্লেখ করা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যারা এই খেলাপের জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা, তাছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোনো বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকলে তা কিভাবে আগামীদিনে অতিক্রম করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এগুলি না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সামাজিক অবরোধের শিকার হতে পারে বা তার টেঁকসই উন্নয়ন বা কার্যকলাপ (Sustainable Development or Activity) বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

10.3 মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ (Human Resource Accounting)

কোনো প্রতিষ্ঠানে মানব সম্পদের (প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবসম্পদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান তার স্বাভাবিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারে না, প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত বস্তুগত ও আর্থিক সম্পদ যথা যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর, কাঁচামালের মজুতসম্ভার, নগদ অর্থ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় সেগুলির ভূমিকা বিশাল কারণ যেগুলি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠান অচল বা অকেজো

হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বাধাহীনভাবে ও স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যেতে হলে যেমন বস্তুগত ও আর্থিক সম্পদগুলি রক্ষা, মেরামতি ইত্যাদি ভীষণ প্রয়োজনীয়, ঠিক একইভাবে প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত মানবসম্পদগুলির যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচর্যা খুবই প্রয়োজনীয়। তাই আর্থিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার সাথে সাথে মানব সম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাও জরুরি যাতে জানা যায় প্রতিষ্ঠানটি তার মানবসম্পদগুলিকে যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপে ব্যবহার করছে না, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ যথার্থভাবে হচ্ছে কিনা, তাদের সঠিক প্রতিস্থাপন হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় এবং প্রতিবেদনে তা যথাযথভাবে তুলে ধরা যায়।

10.3.1 মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপস্থাপন ও প্রতিবেদন প্রকাশ (Application of Human Resource Accounting in relevant aspects and Reparting)

মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যাদের উপস্থাপনা করা এবং পর্যালোচনা করা জরুরি সেগুলি হল—

ক) **মানবসম্পদের যথাযথ নিয়োগ:**—প্রতিষ্ঠানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল উপযুকত মানবসম্পদ সংগ্রহ করে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপে নিয়োগের মাধ্যমে সামিল করা। অনুপযুক্ত বা অযোগ্য মানবসম্পদ কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যসিদ্ধি সম্ভব নয়। তাই দেখ্‌তে হবে সঠিক গুণগত মান সম্পন্ন, দক্ষ মানবসম্পদ নিয়োগ করা হচ্ছে কিনা।

খ) **মানবসম্পদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান:**—প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত মানবসম্পদ বা কর্মচারী যথাযথভাবে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন কিনা খতিয়ে দেখতে হবে। কাজের ধরণ, কাজের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সামর্থ অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তা না হলে কর্মচারীদের মনোবল ভেঙে যাবে। তারা যথার্থ শ্রমপ্রদানে অনাগ্রহী হবে, তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে না। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে শ্রমটার্নওভার (Labour Turnover) বাড়বে বা কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অনত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়বে—যা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী।

গ) **কর্মচারীদের সুরক্ষা প্রদান:**—প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নানারকম ঝুঁকি যেমন কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত জীবনহানি বা অঙ্গপ্রতঙ্গ হানি (চলন্ত মেশিনের ঘুর্ণায়মান বেল্ট থেকে দুর্ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে) বা পেশাগত রোগ ইত্যাদির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। যথার্থ সুরক্ষা প্রদান এক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি না হলে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে, দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিক আন্দোলন হতে পারে, মৃত্যু হলে এককালীন নগদ ক্ষতিপুরণ দিতে হতে পারে। তাই সুস্থভাবে ও সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে কর্মচারী সুরক্ষা প্রদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে কোনো প্রতিষ্ঠান সক্রিয় এবং যথার্থ পদক্ষেপ করেছে কিনা তা জানার জন্য, পদক্ষেপ গ্রহণের পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সাবধানাতমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয় এবং তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানবসম্পদ

হিসাবে রক্ষণব্যবস্থা প্রয়োগ করে ও পর্যালোচনা করে জানা যায় কোনো প্রতিষ্ঠান সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে কিনা এবং ঐ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে তা তুলে ধরা যাতে জানা যায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ যথার্থ কিনা, কোন ঘাটতি থাকলে তার কারণ কি, কিভাবে তা ভবিষ্যতে রোধ করা যায় ইত্যাদি। এছাড়াও এখানে মনে রাখতে হবে যে মানবসম্পদগুলি বস্তুগত সম্পদ নয়—তারা রক্ত-মাংসের দ্বারা গঠিত শরীর—তাদের মন আছে—তারা বিপদগ্রস্ত হলে পিছপা হতে ভুলে যাবে না। তাই মানবসম্পদের হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন, সুরক্ষা প্রদান যথার্থ হয়েছে কিনা তা অনুধাবন করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অতিসত্ত্বর গ্রহণ করা যাতে কর্মচারীদেরমধ্যে অসন্তোষ দানা না বাঁধে বা তারা কর্মবিমুখ না হয় বা সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে তারা যেন প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্যত্র যোগদান না করে।

10.4 পরিবেশ হিসাবরক্ষণ (Environmental Accounting)

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে গাছপালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু, আকাশ, বাতাস, মাটি ইত্যাদি এবং সম্মিলিত উপস্থিতিই হল পরিবেশ। পরিবেশের এই বিভিন্ন উপকরণগুলির ভারসাম্য বজায় রাখা অর্থাৎ তাদের যথাযথ সংরক্ষণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। তা না হলে পরিবেশের জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) বিনষ্ট হবে এবং তার বিরূপ প্রভাব পড়বে সমগ্র পরিবেশের উপর। পরিবেস্তশ তার ভারসাম্য হারাবে এবং পৃথিবী সঙ্কটাপূর্ণ হবে।

পরিবেশ হিসাবরক্ষণ সেই হিসাবকরণ ব্যবস্থা যেখান থেকে জানা যাবে পরিবেশের কোন উপাদানের কোনো ক্ষতি করা বা বিনষ্ট করা হয়েছে কিনা—এই ক্ষতি বা অনিষ্টসাধনের জন্য দায়ী কে এবং কিভাবে আগামীদিনে এই ক্ষতি আর না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা। পরিবেশের এই দুষণ বা অবক্ষয় ঘটে মূলত মানবকেন্দ্রীক। কলকারখানা, গৃহস্থালীর দৈনন্দিন কার্যকলাপ থেকে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই পরিবেশের দুষণ বা অবক্ষয় ও ভারসাম্য হারানোর জন্য দায়ী।

পরিবেশের হিসাবরক্ষণ (Environmental Accounting) বলতে বোঝায় ব্যবসায়িক, সামাজিক (হাসপাতাল, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সেই সকল কাজকর্ম যা পরিবেষ দুষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য হারানোর জন্য দায়ী (environmentally responsible performance of business firms or other social entities) তা চিহ্নিতকরণ পরিমাপ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যের পরিবেশন (inditification, measurement and communication of relevant data) করা যায় যা কাজে লাগিয়ে আগামীদিনে যুক্তিযুক্ত (Rational) আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্ত (socio-economic decision) গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। এই হিসাবরক্ষণ হিসাবে ব্যবস্থায় জানা যায় কোনো প্রতি,ঠান তার কার্যকলাপ চালাতে গিয়ে পরিবেশের বিভিন্ন সম্পদ (যথা জল, মাটি, বাতাস, গাছপালা ইত্যাদি) গুলিকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে—তা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত (judicions and rational) কিনা তা শনাক্তকরণ করা, পরিমাপ করা এবং এর ফলে পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে তা জনসমক্ষে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা।

10.4.1 পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবহার প্রয়োগ (Application of Environmental Accounting)

পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল—গ্লোবাল বা বিশ্বব্যাপী (Global), জাতীয় (National) এবং ব্যক্তি ও সংস্থাগত পরিবেশ হিসাবরক্ষণ। একটি সুসংহত পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় একদিকে পরিমাপ করা হয় কিভাবে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অন্যদিকে বস্তুগত পরিমাপ (Physical measurement) করা হয় আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে পরিবেশ দুষ করে বা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সুতরাং পরিবেশ হিসাবরক্ষণের মূল লক্ষ্য হল টেকসই উন্নয়ন অর্জন (achievement of sustainable development), পরিবেশ ও তার নিকটস্থ সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা (maintaining favourable relationship with environment and its community) এবং দক্ষ ও কার্যকরী পরিবেশ সংরক্ষণ ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করা বা চালিয়ে যাওয়া (pursuing efficient and effective environmental conservations actionties)। পরিবেশ হিসাবরক্ষণের পরিসরে সংশ্লিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলি হল—

- টাকার অঙ্কে পরিবেশ সংরক্ষণের খরচ পরিমাপ করা;
- বস্তুগত এককে পরিবেশ সংরক্ষণকারণে প্রাপ্ত সুবিধা পরিমাপ করা;
- সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণজনিত কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সুবিধা পরিমাপ করা;
- একটি সার্বিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরা যাতে সমাজের বিভিন্ন অংশের অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা সংস্থা আরও বেশি করে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়।

10.5 সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা (Green Accounting)

সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা হল একটি বিশেষ হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া যেখানে পরিবেশগত খরচকে কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের আর্থিক ফলাফলের উপাদান হিসাবে দেখানো হয়। সবুজহিসাব রক্ষণ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যয় ও সুবিধার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সবুজ হিসাবকরণ যা পরিবেশ হিসাবকরণ বা টেকসই হিসাবকরণ (sustainable accounting) বলতে পরিচিত তা হল প্রথাগত হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার একটি বিশেষায়িত শাখা (specialised branch) যা পরিবেশগত ও সামাজিক উপাদানগুলিকে একত্রিত করে ফোকাস করে বা তুলে ধরে আর্থিক ও অর্থনীতি বিষয়ক নীতিনির্ধারণে সহায়তা করতে। সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা প্রথাগত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ ছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ইত্যাদির উপর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রবাব কি রূপ এবং কি পরিমাণ তা পরিমাপ করে ও সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় জোর দেওয়াহয় পরিবেশগত পর্যালোচনা ও পরিমাপ করতে বিভিন্ন মানবিক কার্যকলাপের দ্বারা কিভাবে পরিবেশ জীববৈচিত্র্য, বাস্তুগত (Ecology) ও সামাজিক পরিসরে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং এবিষয়ে ব্যাপক ও সঙ্গতিপূর্ণ

প্রতিবেদন প্রকাশ করা যায়।

10.5.1 সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of Green Accounting)

নিম্নলিখিত কারনের জন্য সবুজ হিসাবরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ—

ক) **পরিবেশ সুরক্ষা (Enviromental protection):-** সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা সাহায্য করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা শনাক্ত করতে এবং কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে যথেচ্ছ ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করে তাদেরকে সংরক্ষণ করা যায় টেকসই উন্নয়নে সামিল হতে।

খ) **ব্যয় সঙ্কোচন (Cost Reduction):-** পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পরিমাপ করে এবং সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উন্নত সম্পদ ব্যবহার কৌশল, অপচয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সুরক্ষা সুদক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যয় সঙ্কোচনের সুযোগ উপলব্ধি করতে পারে।

গ) **পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Environmental Risk Management):-** সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে পরিবেশগত ঝুঁকির শনাক্তকরণ ও পরিচালন করতে যা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সুনাম ইত্যাদিকে সুস্থভাবে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং আইনি জটিলতা বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে সাহায্য করে।

ঘ) **স্টেক হোল্ডারদের সন্তুষ্টি (Satisfaction to Stanehoider):-** সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিবেদন থেকে প্রতিষ্ঠানের মালিক, দেনাদার, পাওনাদার, সরকারি সচিব, সাধারণ নাগরিক ইত্যাদি বিভিন্ন স্টেকহোল্টারগণ অবহিত হতে পারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত ও সামাজিক দায়গুলি যথাযথবাবে পালন করেছে কিনা। এই প্রতিবেদন থেকে স্টেকহোল্ডাররা তাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকাদ্দর জন্য সম্মানিত বোধ করেন ও সন্তুষ্ট হন।

10.5.2 সবুজ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা (Advantages and Limitations of Green Accounting)

সবুজ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি যার বেশিরভাগই পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থার আগে সম্পর্কযুক্ত তার সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:-

ক) উন্নত এবং যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয় বিভিন্ন পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষেত্র বিষয়গুলিতে।

খ) দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ বাস্তবায়িত হয়।

গ) ক্ষয়িষ্ণু এবং অপার্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ন্যায্য ও যুক্তিসংগত ব্যবহারের ফলে তাদের যথার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হয়।

ঘ) পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির যথাযথ চিহ্নিতকরণ মাধ্যমে সম্ভাব্য দায় ও ব্যবসায়িক সুনামের অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ঙ) সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিবেদনে পরিবেশ রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ, সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি

সবিস্তারে প্রকাশ করায় সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্বচ্ছতা উন্মোচিত হয়।

সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োগ টেকসই উন্নয়ন ও অস্তিত্ব রক্ষায় অপরিহার্য। যদিও এই হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যথা—

ক) পরিবেশগত দায়িত্ব পালন, সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য যোগাড় করা ব্যয়সাপেক্ষ, জটিল এবং সময়সাপেক্ষ।

খ) বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত উপাদান বিষয়ে মূল্যায়ন সহজসাধ্য নয় বা হলেও তা সর্বজনগ্রাহ্য হয় না।

গ) সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি হয়। অনেকক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীনও হতে হয়।

10.6 সারাংশ (Summary)

এই এককটি থেকে আমরা বিভিন্ন হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয়ে সম্যকজ্ঞান লাভ করতে পারলাম। প্রচলিত আর্থিক হিসাবরক্ষণ বাদ দিয়ে অন্যান্য হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা যথা সামাজিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা কি, তার প্রয়োজনীয়তা, মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা কি, কেন এই মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ প্রয়োজনীয়, পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা কি, এই হিসাবব্যবস্থার গুরুত্ব কি, সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝায়, এই হিসাবব্যবস্থার গুরুত্ব কি, এই সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলি কি কি ইত্যাদি।

10.7 অনুশীলনী (Exercises)

ক) একাধিক পছন্দ বিষয়ক প্রশ্নাবলী (Multiple Chose Questions)

1. নীচের কোনটি প্রচলিত হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা?
   a) সামাজিক হিসাবরক্ষণ b) মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ
   c) আর্থিক হিসাবরক্ষণ d) সবুজ হিসাবরক্ষণ
2. সামাজিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল
   a) প্রাকৃতিক উপার্জন বৃদ্ধি করা
   b) প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করা
   c) প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ না করা
   d) সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন হয়েছে কি না তা অন্বেষণ করা
3. নীচের কোনটি সামাজিক দায়িত্ব?
   a) পরিবেশ দুষণ রক্ষা না করা b) সম্পদের যথার্থ ব্যবহার না করা
   c) অচিরাচরিত শক্তিরদ্ধক ব্যবহার না করা d) আইন মান্যকরা কর ব্যবস্থায় সামিল হওয়া ইত্যাদি

4. সামাজিক হিসাবরক্ষণ ব্যবহার প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নয় কোনটি?
   a) ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির পরিমাণ b) সামাজিক দায়িত্ব পালনে প্রদত্ত খরচ
   c) সম্পদের সংরক্ষণ খরচ d) অচিরাচরিত শক্তি কাজে লাগিয়ে অর্জিত সুবিধা
5. কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি হলেন
   a) অলীক সম্পদ b) বস্তুগত সম্পদ
   c) মানবসম্পদ d) অদৃশ্য সম্পদ
6. নীচের কোনটি মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নয়?
   a) মানবসম্পদের যথাযথ নিয়োগ b) দক্ষতা ও সামর্থ অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদান
   c) প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায়সহগ ব্যবহার d) মানবসম্পদের সুরক্ষা প্রদান
7. নীচের কোনটি পরিবেশ সংরক্ষণের সঠিক উপায় নয়?
   a) কারখানার দুষিত জল পরিবেশে ফেলে দেওয়া শোধন না করে b) অচিরাচরিত শক্তি বেশি মাত্রায় কাজে লাগানো
   c) জৈব জ্বালানির ব্যবহার কমানো d) বনসৃজন রক্ষা করা
8. পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার বিভাগ নয় কোনটি?
   a) গ্লোবাল বা বিশ্বব্যাপী হিসাবরক্ষণ b) কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিসরে হিসাবরক্ষণ
   c) জাতীয় হিসাবরক্ষণ d) ব্যক্তি ও সংস্থাগত হিসাবরক্ষণ
9. সবুজ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের বিষয়ে আলোকপাত করা হয় না।
   a) ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতি b) অর্থনৈতিক
   c) পরিবেশগত d) সামাজিক ব্যয় ও সুবিধা
10. সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কোনটি?
   a) পরিবেশ সুরক্ষা b) স্টেকহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান
   c) ব্যয় সঙ্কোচন d) পরিবেশগত ঝুঁকির শনাক্তকরণ

   [Answer Keys: (1. c), (2. a), (3. d), (4. a), (5. c), (6. c), (7. a), (8. b), (9. a), (10. b)]

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরবিষয়ক প্রশ্নাবলী (Short Answer Type Questions)

1. সামাজিক হিসাবরক্ষণ কি?
2. প্রচলিত হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা কি?
3. সামাজিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
4. মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ বলিতে কি বোঝেন?
5. মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিবেদনে প্রকাশিত যে কোনো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করুন।
6. পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝায়?
7. পরিবেশ সংরক্ষণ কি?

8. সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝেন?

গ. দীর্ঘ উত্তরবিষয়ক প্রশ্নাবলী (Long Answer Type Questions)

1. সামাজিক হিসাবরক্ষণের গুরুত্বকি তা আলোচনা করুন।
2. প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়গুলি কি কি তা সবিস্তারে উল্লেখ করুন।
3. মানবসম্পদ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যাদের উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা জরুরি তাদের সবিস্তারে আলেচনা করুন।
4. পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা কি এবং তা গুরুত্বপূর্ণ কেন তা উল্লেখ করুন।
5. পরিবেশ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্তার তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলি কি কি তা আলোচনা করুন।
6. সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্ব কি তা উল্লেখ করুন?
7. সবুজ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলি কি কি তা আলোচনা করুন।

10.8 গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র

1. Accounting, Accountability and Society: Tredns and perfections in Reporting, Management and Governmance for Sustainality, Mera Del Boldo, Springer
2. Green Accounting, Sakshi Gupta,
3. www.env.go.jp
4. www.walstreetmojo.com
5. www.accaglobal.com
6. www.kekq.com
7. www.pw.live